Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পর্দা কি শুধুই ফ্যাশন নাকি ইবাদাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আরমান হুসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবেয়া আক্তার বেলী

রোলঃ ২১৫০০১৯৯

১ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পর্দা কি শুধুই ফ্যাশন নাকি ইবাদাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আরমান হুসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবেয়া আক্তার বেলী

রোলঃ ২১৫০০১৯৯

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পর্দা কি শুধুই ফ্যাশন নাকি ইবাদাত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাবেয়া আক্তার বেলী, আইডিঃ ২১৫০০১৯৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আরমান হুসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “পর্দা কি শুধুই ফ্যাশন নাকি ইবাদাত” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি আরমান হুসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

রাবেয়া আক্তার বেলী

আইডিঃ ২১৫০০১৯৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নাম্বার
ভুমিকা	৭
পর্দা একটি ফরজ ইবাদত	১০
কুরআনুল কারিমের পর্দার বিধান	১১
হাদীস শরিফে পর্দার বিধান	১৪
শর’ঈ পর্দা কি	১৯
মাহরামের প্রকারভেদ	১৯
দুধ সম্পর্কের কারনে মাহরাম	২০
বৈবাহিক সম্পর্কের কারনে মাহরাম	২১
পর্দার শর্তাবলী	২২
পর্দা করা উচিত কেন ?	২৩
যৌতুক	২৫
মুসলিম নারীর সতরের সীমারেখা	৩৪
নারীর মর্যাদার পাশ্চাত্য সমাজ বনাম ইসলামী সমাজ	৩৫
নারী স্বাধীনতার নামে যা হচ্ছে	৩৭
যুগের পরিবর্তন এবং সর্বনাশা দোহাই	৪০
নারী স্বাধীনতার কুফল	৪৬
আধুনিক সভ্যতায় নারীর প্রাপ্তি	৪৯
নারী ও পুরুষ এক শ্রেনীর নয়	৫১
নারীর ইজ্জতের গ্যারান্টি পর্দা	৫৪
মহিলাদের রাস্তাঘাটে চলাফেরার নিয়মনীতি	৬৩
নারীরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলবে না	৬৪
বিশেষ দরকারে যাওয়ার বিধান	৬৪
মহিলাদের একা ভ্রমণ করা নিষেধ	৬৫
নারী ঘর থেকে বের হলে শয়তান তাদের সাথী হয়	৬৬
সেজেগুজে ঘরের বাইরে গমনকারিনীর উপর আল্লাহ ক্ষুদ্ধ হন	৬৮
সেজেগুজে বের হওয়া লা’নতের কারন	৬৮

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নাম্বার
নারীর জন্য দুটি স্থানই পর্দা	৬৯
ঘরের ভিতর পর্দা	৭০
ঘরের বাইরে পর্দা	৭৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্দা বাধ্যতামূলক করা উচিত	৮৪
পোশাক ও সাজসজ্জাঃ নারীর পোশাক কিরুপ হবে	৮৭
নারীদের সৌন্দর্য কিসে ?	৮৯
সাজসজ্জা করে প্রকাশ্যে বিচরনকারিনী কিয়ামতের দিন	৯০
যে নারী পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে	৯১
আতর মেখে পর পুরুষদের কাছ দিয়ে যাওয়া	৯২
নারী ও পুরুষের খোশবুর মধ্যে পার্থক্য	৯৩
কি সোনা-রূপা অলংকার ও অন্যান্য বস্তু ব্যবহার করার বিধান	৯৪
পর্দার আসল রূপ	৯৫
নারী গোপন থাকার যোগ্য	১০২
নারীদেরকে গৃহে থাকার নির্দেশ	১০৩
দৃষ্টি হেফাযত করার নির্দেশ	১০৬
দৃষ্টি সংযত রাখার পুরস্কার	১০৮
অন্ধের কাছ থেকে পর্দার করার আদেশ	১০৯
অন্ধের সাথেও পর্দা করতে হবে	১১০
দেবরের সাথে মস্করা করা হারাম	১১০
দেবরের সাথে পর্দা	১১১
ভিন্ন পুরুষের সাথে ওঠাবসা করা মহিলাদের জন্য হারাম	১১১
পর পুরুষকে দেখা এবং তার প্রতি তাকানো নিষেধ	১১৩
স্বামীর সামনে অন্য নারীর রূপসৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ	১১৩
পর পুরুষদের সাথে একান্তে থাকার নিষিদ্ধতা	১১৪
পরকীয়া : কারণ ও প্রতিকার	১১৫
পরকীয়ার পরিচয়	১১৬
পরকীয়ায় জড়িত হওয়ার কারণ	১১৬
সফরে নারী জানমাল ও সতীত্বের হেফাযত	১২৭
মেয়েদের হজ্জ যাত্রা ও বিদেশ সফর	১২৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নাম্বার
বিপদের সময়ও পর্দা জরুরী	১৩১
পর্দার বিষয়ে শুধু শুনা নয় মানতেও হবে	১৩২
সাহসী সিদ্ধান্ত	১৩২
পর্দা বিরোধীদের তিনটি দলিল এবং তার জবাব	১৩৬
বিভিন্ন ধর্মে নারীর স্থান	১৩৯
বৌদ্ধ ধর্মে নারী	১৩৯
হিন্দু ধর্মে নারী	১৪০
ইহুদী ধর্মে নারী	১৪২
খৃষ্ট ধর্মে নারী	১৪৪
পারসিক ধর্মে নারী	১৪৫
ইসলাম ধর্মে নারী	১৪৬
পর্দার মাধ্যমে নারীদের সতীত্ব রক্ষা	১৪৭
ফেমিনিজ ও তার ইতিহাস	১৫০
যে কারনে নারীবাদীরা ঈমানহারা হয়	১৫২
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা	১৫৪
নারীর পর্দা বনাম পুরুষের দায়িত্ব	১৫৫
পর্দার বৈজ্ঞানিক ও আত্মিক উপকারিতা	১৫৬
পর্দা ও লজ্জা	১৫৯
পর্দা ও রূপচর্চা	১৬১
শেষ কথা	১৬৬
তথ্যসূত্র	১৭০

পর্দা

ভূমিকা

আমি হিজাব। আসমানের ওপর থেকে আমাকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। আমি তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তোমার পরিচয়পত্র। না, কোনো জাতীয়তাবাদী আইডি কার্ড না। তোমার জীবন-দর্শনের পরিচয়পত্র। আমি তোমার পরিচ্ছন্ন সত্তার পরিচয় বহনকারী। মানুষকে তোমার মতাদর্শ ও তোমার চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে অবহিত করি আমি। যে ব্যক্তি তোমার সাথে কথা বলতে চায়, তাকে শুধু তোমার চিন্তার দিকে তাকানোর নির্দেশ দিই। সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা থেকে আড়াল করে রাখি তোমায়। তোমার দেহসুষমা জানতে দিই না কাউকেই।

আমি হিজাব। বিস্তৃত দিগন্তে সগৌরবে উড়তে থাকা বিজয় নিশান। আমি এক সুস্পষ্ট বার্তা। আমি বার্তা দিয়ে যাই ক্ষণে ক্ষণে। পলে পলে জানিয়ে যাই আল্লাহ-ভীতির কথা। তোমার অন্তরে লুকিয়ে আছে তাকওয়া, সদা জাগ্রত আছে আল্লাহর ভয়, আর তারই প্রকাশ ঘটবে আমাকে জড়ানোর মধ্য দিয়ে। আমাকে আপন করে নিলে তুমি নিজের ঈমানি পরিচয়কেই ধারণ করবে। ভেতরে ও বাইরে—সবদিক দিয়েই নিজের আদর্শ আঁকড়ে ধরার সুযোগ পাবে।

আমি একটি শ্যামল কানন। সুন্দর ফুল ও সুমিষ্ট সুবাসে মুখরিত বাগিচা। সুনিবিড় ছায়ায় ঢাকা আমার প্রাঙ্গণ। বিহঙ্গের কলকাকলিতে মুখরিত আমার আঙিনা। কিশলয়ে ছেয়ে আছে এই কুঞ্জের প্রতিটি গাছ। আমার প্রাঙ্গণে যে-ই প্রবেশ করে, তাকেই আমি ছায়াবীথিতলে স্থান দিই। আমার আঙিনায় বিচরণের উপকারিতা যে অনুধাবন করতে পারে, তাকে আমি আমার মাঝে প্রবেশ করতে উদ্‌বুদ্ধ করি। তোমাকেও আহ্বান জানাচ্ছি। এসো, আমার সুবিশাল অঙ্গনে এসো। প্রজাপতির মতন একবার ঘুরে যাও আমার আঙিনা থেকে। নির্মল ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে যাও একটিবার। তোমার তৃষিত আকুল আঁখিকে একটু প্রশান্ত করে নাও।

আমি তোমার রক্ষাকবচ। তোমার সুরক্ষাদ্বার। কিন্তু অন্যদের কাছে যদি আমার উপকারিতাগুলো না বলো, তা হলে আমি পরিণত হব নিতান্ত এক দায়সারা অভ্যাসে। আমি হয়ে যাব ভারী বোঝার মতো কিছু একটা। যা থেকে তুমি সারাক্ষণ পালাতে চাইবে। যার হাত থেকে বাঁচার জন্যে হাঁসফাঁস করবে। যাকে অবহেলা করতেও তুমি পিছপা হবে না। আমার শিষ্টাচার মানার ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে পড়বে তুমি। তখন আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ব তোমার জীবনে। আল্লাহ আমাকে যে জন্যে আবশ্যক করেছেন, সে প্রভাবটা আর খাটাতে পারব না। বাড়িয়ে দিতে পারব না তোমার তাকওয়ার স্তর। পরিবর্তন আসবে না তোমার চালচলনে। আমি হয়ে যাব আত্মাবিহীন এক দেহ। অন্তঃসারশূন্য এক আকৃতি। মাথায় চাপিয়ে দেওয়া একটুকরো কাপড় ছাড়া আমাকে আর কিছুই মনে হবে না। দোহাই লাগে, আমাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করো।

আমি হিজাব। নারীজাতির জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা অমূল্য নিয়ামাতের একটি। অথচ তুমি কি আমায় বোঝা মনে করো? চেহারায় চাপিয়ে দেওয়া একটুকরো কাপড় মনে করো? হায়, কবে তোমার হুঁশ হবে! কবে তুমি আমার জন্যে শুকরিয়া আদায় করবে আল্লাহর কাছে? তুমি কি শোনোনি রবের বাণী?

لین شکرتم لأزید لکم

“তোমরা যদি শুকরিয়া আদায় করো তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বাড়িয়ে দেব।

[সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৭]

তবে কেন পর ভেবে বারবার দূরে ঠেলে দিচ্ছ আমায়? তোমার বেপর্দা চলাফেরা আমাকে খুব কষ্ট দেয়। বেপর্দা চলাফেরার মানে হলো নিজেকে |

উন্মুক্ত রাখা, অন্যের চোখের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করা, নিজের দেহরে পরপুরুষের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া।

নারীদের সৌন্দর্য শুধু দেহেই না। এ সৌন্দর্যের আছে বাহারি রঙ, রকমাি ধারা। বাহারি পোশাক, আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গি, মায়াময়ী হাসি, ডাগর চোখ-4 সবই পুরুষকে

প্রলুব্ধ করে। নারীর সাথে কথা বলা, হাসি-ঠাট্টা করা, তাকানো, নারীকণ্ঠ শোনা—এ সবই প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। আর এগুলোর প্রতিবন্ধর হলাম আমি। তাই তো আল্লাহ আমাকে তোমার পোশাক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আমাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন তোমার জন্যে।

আমি হিজাব। মাথায় ঝুলতে থাকা কোনো ত্যানা নই। আমি সেই রাজমুকুট যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমায় সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। যেন গর্বের সাথে নিজের আদর্শিক পরিচয় নিয়ে চলতে পারো। যেন লজ্জাশীলতা দিয়ে পথ দেখাতে পারো বিশ্ববাসীকে। আমি নারীজাতির জন্যে মর্যাদার উপকরণ হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু তোমরা আমায় বাজারের পণ্য বানিয়েছ। আমাকে ব্যবহার করছ অপকর্ম আড়াল করার ঢাল হিসেবে। আমাকে যথাযথ সম্মান দাওনি। তাই তো লোকে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ছেলে-ছোকরারা।

ইদানীং তোমরা বেপর্দা হওয়াকেই আধুনিকতা বানিয়েছ। তবে বেপর্দার বিষয়টা এখন আর হিজাবহীনা মেয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ না। বোরখা পরেও যদি কোনো মেয়ে সৌন্দর্য প্রকাশ করে, সেটাও পর্দার খেলাফ। নরম সুরে কথা বলা, পারফিউম মেখে বাইরে যাওয়া, শরীরের আকৃতি

স্পষ্ট করে এমন বোরখা পরা, পুরুষদের সাথে হাসি-ঠাট্টায় জড়ানো—এগুলো সবই পর্দার খেলাফ। এগুলো পর্দাবিরোধী নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যা হিজাবের নাম দিয়ে

চলছে। এ ধরনের অপকর্ম থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রিয় সহযাত্রী, হঠকারিতা কোরো না আমার সাথে। বাজারের পণ্য বানিয়ো না আমাকে। আমি তোমার আবরণ। তোমার ইজ্জত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে আমার সাথে। আমি ছাড়া তুমি বেআবরু, একা। আমি তোমার বন্ধু, পরম কল্যাণকামী। আমাকে হাসির পাত্রে পরিণত কোরো না। আমি মহান আল্লাহর

অকাট্য বিধান। সালাত সাওমের মতো অবশ্যপালনীয় নির্দেশ। আমাকে অবহেলা করে পাশ কাটিয়ে যেয়ো না। দোহাই লাগে। সতর্ক হও। নয়তো কিয়ামাতের মাঠে তোমার

বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব আল্লাহর আদালতে। আমি বলব, "ওগো ন্যায়বান আল্লাহ, এই মেয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে।

পশ্চিমা সভ্যতাকে খুশি করতে গিয়ে নানা কৌশলে আমাকে বিকৃত করেছে। মাথার ওপর চাপিয়ে রাখা কাপড়ের টুকরোকে হিজাব বলে আখ্যা দিয়েছে। ওগো আল্লাহ, তোমার বিধান বিকৃতকারীর বিরুদ্ধে আমি মামলা দায়ের করলাম। তুমিই এর বিচার করো।"

আমি হিজাব। আমি তোমার বড়ো বোনের মতো। তুমি আমাকে মনে করতে পারো সবচেয়ে ভালো বান্ধবী। এমন বান্ধবী, যে কিনা তোমার কল্যাণ কামনা করে। তোমাকে নিয়ে ভাবে। তুমি যেন দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তিতে থাকতে পারো, সেটা নিয়ে চিন্তাফিকির করে।

অনেকদিন থেকেই আমি তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছি। তুমি যেখানেই যাচ্ছ, আমি পিছুপিছু ছুটছি। তোমার বেপর্দা চলাফেরা দেখে অন্তরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। নিভৃতে চোখের জল ফেলছি তোমার জন্যে। বিশ্বাস করো, আমার চোখের সামনে তুমি যখন পরপুরুষের সাথে মোলাকাত করো, তখন বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আমার ইচ্ছে করে তোমাকে শাসন করতে। কিন্তু এক-পা এগোলে দু-পা পিছিয়ে যাই।

বেশ কিছুদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম তোমাকে কিছু বলব। কিন্তু ফুরসত পাচ্ছিলাম না। আজ সে সুযোগ এসেছে। প্রাণখুলে আজকে কিছু কথা শেয়ার করব তোমার সাথে। জানাব অভিমানী হৃদয়ের অব্যক্ত কিছু আকুতি।

তুমি আমার কথাগুলো হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা কোরো, কেমন?

পর্দা একটি ফরজ ইবাদত

পর্দা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফরজ বিধান।নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দা ফরজ করা হয়েছে। মানবজাতির জন্য পর্দা-বিধান ইসলামী

শরীয়তের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে সমাজ-ব্যবস্থার এবং বিশেষভাবে উম্মতের নারীদের জন্য অনেক বড় ইহসান।

এই বিধানটি মূলত ইসলামী শরীয়তের যথার্থতা, পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বকালের জন্য অমোঘ বিধান হওয়ার এক প্রচ্ছন্ন দলিল। পর্দা নারীর মর্যাদার প্রতীক এবং ইফফাত ও পবিত্রতার একমাত্র উপায়।

যে কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিই কুরআন-সুন্নাহর পর্দা সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এই বাস্তবতা স্বীকার করবেন যে, ইসলামে পর্দার বিধানটি অন্যান্য হিকমতের পাশাপাশি নারীর সম্মান ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই দেওয়া হয়েছে। এজন্য এই বিধানের কারণে প্রত্যেককে ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কৃতঘ্ন হয়ে এ বিধান সম্পর্কে অযথা আপত্তি করা উচিত নয়।

আকবর এলাহাবাদী বলেন-

প্রাশ্চাত্যের ও প্রাশ্চাত্য প্রভাবিত পুরুষদের অন্তরে পর্দা পড়ে যাওয়ার কারণে তারা এই বাস্তবতা অনুধাবন করতে না পারলেও আজকের পশ্চিমা নারীরা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারছে। আর এই বিধানটিই তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মাধ্যম হয়েছে।

কুরআনুল কারিমে পর্দার বিধান

পর্দার বিধানটি ইসলামের একটি অকাট্য বিধান। কুরআন মজীদের অনেকগুলো আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুতরাং কোনো মুসলিমের এই বিধানকে হালকা মনে করা উচিত হবে না । এখানে কয়েকটি আয়াত সংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ তুলে ধরা হল।

১.

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব : ৫৯)

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন নারীদেরকে আদেশ করেছেন যখন তারা কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে তখন যেন মাথার উপর থেকে ওড়না/চাদর টেনে স্বীয় মুখমন্ডল আবৃত করে। আর (চলাফেরার সুবিধার্থে) শুধু এক চোখ খোলা রাখে।-ফাতহুল বারী ৮/৫৪, ৭৬, ১১৪

ইবনে সীরিন বলেন, আমি (বিখ্যাত তাবেয়ী) আবীদা (সালমানী রাহ.)কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কাপড় দ্বারা মাথা ও চেহারা আবৃত করবে এবং এক চোখ খোলা রাখবে।

২.

وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

তরজমা : তারা যেন গ্রীবা ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। ... (সূরা নূর : ৩১)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন,

يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله : وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مورطهن فاختمرن بها.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রথম শ্রেণীর মুহাজির নারীদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ তাআলা যখন

وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

আয়াত নাযিল করলেন তখন তারা নিজেদের চাদর ছিঁড়ে তা দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করেছিলেন।-সহীহ বুখারী ২/৭০০

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন- 'ফাখতামারনা' অর্থ তারা মুখমন্ডল আবৃত করেছেন।-ফাতহুল বারী ৮/৩৪৭

আল্লামা আইনী রাহ. বলেন-'ফাখতামারনা বিহা' অর্থাৎ যে চাদর তারা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন তা দিয়ে নিজেদের মুখমন্ডল আবৃত করলেন। (উমদাতুল কারী ১৯/৯২)

আল্লামা শানকীতী রাহ. বলেন, এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, উপরোক্ত মহিলা সাহাবীগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মুখমন্ডল আবৃত করারও আদেশ করেছেন। তাই তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনার্থে নিজেদের চাদর ছিঁড়ে তা দিয়ে মুখমন্ডল আবৃত করেছেন।

৩.

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِ هِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

তরজমা : (হে নবী!) মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে। (সূরা নূর : ৩১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, 'সাধারণত যা প্রকাশিত' অর্থ হচ্ছে কাপড়।-তাফসীরে তাবারী ১৮/১১৯

এই ব্যাখ্যা অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে নারীর মুখমন্ডলসহ পূর্ণ দেহ আবৃত রাখা অপরিহার্য।

৪.

وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ

তোমরা তাঁদের (নবী পত্নীদের) নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। তোমাদের কারো জন্য আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সংগত নয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদেরকে

বাহ করা তোমাদের জন্য কখনো বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ। (সূরা আহযাব (৩৩) : ৫৩)

এই আয়াত থেকেও বোঝা যায়, নারীর দেহের কোনো অংশই পর্দা-বিধানের বাইরে নয়। উম্মুল মুমিনীনগণের আমলও তা প্রমাণ করে।

এই আয়াতে যখন পর্দার বিধানকে সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মুল মুমিনীনদের জন্যও অধিকতর পবিত্রতার উপায় বলা হয়েছে তখন উম্মতের আর কে আছে যে এই বিধানের বাইরে থাকতে পারে?

৫.

وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

(তরজমা) তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা নূর : ৩১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, পরপুরুষকে আকৃষ্ট করে এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা ঈমানদার নারীর কর্তব্য। কারণ পরপুরুষকে নুপুরের আওয়াজ শোনানোর উদ্দেশ্যে সজোরে পদবিক্ষেপ যখন নিষেধ করা হয়েছে তখন যে সকল কাজ, ভঙ্গি ও আচরণ এর চেয়েও বেশি আকৃষ্ট করে তা নিষিদ্ধ হওয়া তো সহজেই বোঝা যায়। মুসলিম নারীদের জন্য এটি আল্লাহ রাববুল আলামীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

হাদীস শরিফে পর্দার বিধান

নারী হল সতর তথা আবৃত থাকার বস্তু। নিশ্চয়ই সে যখন ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। আর সে যখন গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করে তখন সে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বেশি নিকটে থাকে।-আলমুজামুল আওসাত, তবারানী

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া উচিত নয়।

২. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ইহরাম গ্রহণকারী নারী যেন নেকাব ও হাতমোজা পরিধান না করে। (সহীহ বুখারী ৪/৬৩, হাদীস : ১৮৩৮)

কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী বলেন, নারীর জন্য বোরকা দ্বারা মুখমন্ডল আবৃত রাখা ফরয। তবে হজ্বের সময়টুকু এর ব্যতিক্রম। কেননা, এই সময় তারা ওড়নাটা চেহারার উপর ঝুলিয়ে দিবে, চেহারার সাথে মিলিয়ে রাখবে না। পরপুরুষ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে এবং পুরুষরাও তাদের থেকে দূরে থাকবে। (আরিযাতুল আহওয়াযী ৪/৫৬)

৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত কাপড় ঝুলিয়ে রাখে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। তখন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে মহিলারা তাদের কাপড়ের ঝুল কীভাবে রাখবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক বিঘত ঝুলিয়ে রাখবে। উম্মে সালামা বললেন, এতে তো তাদের পা অনাবৃত থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এক হাত ঝুলিয়ে রাখবে, এর বেশি নয়। - সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪১১৭; জামে তিরমিযী ৪/২২৩; সুনানে নাসাঈ ৮/২০৯; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১১/৮২

ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসে নারীর জন্য কাপড় ঝুলিয়ে রাখার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এটিই তাদের জন্য অধিক আবৃতকারী।

৪. ওকবা ইবনে আমের জুহানী রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক

আনসারী সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বামী পক্ষীয় আত্মীয় সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বললে, সে তো মৃত্যু। -সহীহ বুখারী ৯/২৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২১৭২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৭১; মুসনাদে আহমাদ ৪/১৪৯, ১৫৩

এই হাদীসে বেগানা নারী-পুরুষের একান্ত অবস্থানকে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে স্বামী পক্ষীয় আত্মীয়-স্বজন যেমন দেবর-ভাসুর ইত্যাদির সাথে অধিক সাবধানতা অবলম্বনকে অপরিহার্য করা হয়েছে।

৫. হযরত আয়েশা রা. ইফ্কের দীর্ঘ হাদীসে বলেছেন-আমি আমার স্থানে বসে ছিলাম একসময় আমার চোখ দুটি নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আসসুলামী ছিল বাহিনীর পিছনে আগমনকারী। সে যখন আমার অবস্থানস্থলের নিকট পৌছল তখন একজন ঘুমন্ত মানুষের আকৃতি দেখতে পেল। এরপর সে আমার নিকট এলে আমাকে চিনে ফেলল। কারণ পর্দা বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে সে আমাকে দেখেছিল। সে তখন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলে ওঠে, যার দরুণ আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি এবং ওড়না দিয়ে নিজেকে আবৃত করে ফেলি।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আমি ওড়না দিয়ে আমার চেহারা ঢেকে ফেলি।-সহীহ বুখারী ৫/৩২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৭৭০; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩১৭৯

৬. উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রা.ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম উপস্থিত হলেন। এটি ছিল পর্দা বিধানের পরের ঘটনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তার সামনে থেকে সরে যাও। আমরা বললাম, তিনি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখছেন না?! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না?-সুনানে আবু দাউদ ৪/৩৬১, হাদীস : ৪১১২; জামে তিরমিযী

৫/১০২, হাদীস : ২৭৭৯; মুসনাদে আহমাদ ৬/২৯৬; শরহুল মুসলিম, নববী ১০/৯৭; ফাতহুল বারী ৯/২৪৮

৭. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম তখন আমাদের পাশ দিয়ে অনেক কাফেলা অতিক্রম করত।

তারা যখন আমাদের সামনাসামনি চলে আসত তখন আমাদের সকলেই চেহারার ওপর ওড়না টেনে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার তা সরিয়ে নিতাম।-মুসনাদে আহমাদ ৬/৩০; ইবনে মাজাহ,হাদীস: ২৯৩৫

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, পরপুরুষের সামনে চেহারা ঢেকে রাখা আবশ্যক।

৮. আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, আমরা পুরুষদের সামনে মুখমন্ডল আবৃত করে রাখতাম। ...-মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৫৪

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, সাহাবা-যুগের সাধারণ মহিলারাও গায়র মাহরাম পুরুষ থেকে নিজেদের চেহারা আবৃত করতেন। কারণ আসমা বিনতে আবি বকর রা. এখানে বহুবচন ব্যবহার করেছেন। যা প্রমাণ করে উম্মুল মুমিনগণ ছাড়া অন্য নারীরাও তাদের মুখমন্ডল আবৃত রাখতেন।

৯. ফাতিমা বিনতে মুনযির রাহ. বলেন, আমরা আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকাকালে আমাদের মুখমন্ডল ঢেকে রাখতাম।-মুয়াত্তা, ইমাম মালেক ১/৩২৮; মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৫৪ হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যখনই কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একান্তে সাক্ষাত করে তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান।-জামে তিরমিযী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, একজন মহিলা পর্দার পিছন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে একটি

কাগজ দিতে চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাত গুটিয়ে নিলেন (কাগজটি নিলেন না এবং) বললেন, আমি জানি না, এটা কি পুরুষের হাত না নারীর।

মহিলা আরজ করলেন, 'নারীর হাত।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি নারী হতে তাহলে নিশ্চয়ই নখে মেহেদী থাকত।'-সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, পীর-মুর্শিদ ও উস্তাদের সাথেও পর্দা করা অপরিহার্য।

হযরত উমাইমা বিনতে রুকাইকা রা. থেকে বাইয়াত সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, নারীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতি আমাদের নিজেদের চেয়েও মেহেরবান। সুতরাং আপনার হাত মোবারক দিন, আমরা বাইয়াত হই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি নারীদের সাথে হাত মিলাই না। (যা মুখে বলেছি তা মেনে চলাই তোমাদের জন্য অপরিহার্য)।-মুয়াত্তা মালিক

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহর কসম! বাইয়াতের সময় তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) হাত কখনো কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি শুধু মুখে বলতেন, তোমাকে বাইয়াত করলাম।-সহীহ বুখারী ২/১০৭১

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

দুই শ্রেণীর দোযখী এখনও আমি দেখিনি। (কারণ তারা এখন নেই, ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবে) এক শ্রেণী হচ্ছে ঐ সকল মানুষ, যাদের হাতে ষাঁড়ের লেজের মতো চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। (দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে) ঐ সকল নারী, যারা হবে পোশাক পরিহিতা, নগ্ন, আকৃষ্ট ও আকৃষ্টকারী; তাদের মাথা হবে উটের হেলানো কুঁজের ন্যায়। এরা জান্নাতে যাবে না এবং জান্নাতের খুশবুও পাবে না অথচ জান্নাতের খুশবু তো এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে।-মুসলিম ২/২০৫, হাদীস : ২১২৮

এই হাদীসে বেপর্দা নারীদের প্রতি কঠিন হুঁশিয়ারি শোনানো হয়েছে। সুতরাং তাদের মৃত্যুর আগেই তাওবা করে পর্দার বিধানের দিকে ফিরে আসা কর্তব্য।

অতএব এ কথা প্রতীয়মান যে, কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে। এই বিধান মেনে চলা সকল ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য অপরিহার্য। মানবসমাজকে পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে পর্দা-বিধানের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে বর্তমান সমাজের যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা ও নারীজাতির নিরাপত্তার জন্য পর্দা-বিধানের পূর্ণ অনুসরণ এখন সময়ের দাবি।

শর'ঈ পর্দা কি?

শর,ঈ পর্দা অবলম্বনকারীর প্রতি ঠাট্টা -বিদ্রুপের বিধান,

মুখমন্ডলের পর্দার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমত এবং ফলাফল)

শরীয়তের মতে পর্দা বলতে বুঝায় নারী তার যাবতীয় সৌন্দর্য গায়রে মাহরাম পুরুষের থেকে ঢেকে রাখবে।

মাহরাম পুরুষের সাথে নারীর পর্দা নেই। মাহরাম পুরুষ দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন পুরুষ আত্মীয়, যার সাথে বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে কোনো অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয নয়। যেমন-পিতা, ভাই ইত্যাদি।

আর যে পুরুষের সাথে বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে সাময়িক প্রতিবন্ধকতা (যেমন-নারীর বোন বা এমন নারীর বিবাহে থাকা, যাদের দু'জনকে বিবাহসূত্রে একত্র করা জায়েয নয়) দূর হওয়ার পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয সে হল গায়র-মাহরাম। তার সাথে পর্দা করা ফরয।

মাহরামের প্রকারভেদ

সাধারণত তিন ধরনের সম্পর্ককে শরীয়ত মাহরাম হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছে। যথা : ক) বংশীয়/ঔরসজাত সম্পর্ক। খ) দুধ সম্পর্ক ও গ) বৈবাহিক সম্পর্ক।

বংশগত সম্পর্কের কারণে মাহরাম: নারীর বংশ সম্পর্কিত মাহরাম পুরুষগণ হলেন-১. পিতা, দাদা-নানা ও তদোর্ধ্ব পুরুষ। ২. পুত্র, পৌত্র ও তদস্তন পুরুষ। ৩. ভাই-সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়। ৪. ভ্রাতুষ্পুত্র ও তদস্তন পুরুষ। ৫. ভাগ্নে (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনের ছেলে)। ৬. চাচা। ৭. মামা।

আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِیْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِیْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِیْنَ غَیْرِ اُولِی الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِیْنَ لَمْ یَظْهَرُوْا عَلٰی عَوْرٰتِ النِّسَآءِ

(তরজমা) তারা যেন নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো নিকট। (সূরা নূর (২৪) : ৩১)

দুধ সম্পর্কের কারণে মাহরাম

দুগ্ধপানের কারণেও মাহরাম সাব্যস্ত হয়ে থাকে। দুধ পিতা, দাদা ও তদোর্ধ্ব পুরুষ, দুধ পুত্র ও তদস্তন পুরুষ, দুধ ভাই ইত্যাদি পুরুষ নারীর মাহরাম হিসেবে গণ্য হবেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِیْۤ اَرْضَعْنَكُمْ

(তরজমা) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা ... দুধ-মা, দুধ বোন। ... (সূরা নিসা : (৪) : ২৩)

বিখ্যাত মুফাসসির আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ কুরতুবী রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

একজন নারী যদি কোনো শিশুকে দুধ পান করায় তাহলে সে দুগ্ধ পানকারীর জন্য হারাম হয়ে যায়। কারণ সে তার মা। তেমনি দুধমার মেয়ে, বোন হওয়ার কারণে; দুধমার বোন, খালা হওয়ার কারণে; দুধমার মা, নানী হওয়ার কারণে; দুধমার স্বামীর অন্য পক্ষের কন্যা, বোন হওয়ার কারণে; স্বামীর বোন, ফুফু হওয়ার কারণে; স্বামীর মা, দাদী হওয়ার কারণে ঐ শিশুর জন্য হারাম হয়ে যায়। তেমনি দুধমার ছেলে-মেয়ের সন্তানাদিও হারাম হয়ে যায়। কারণ তারা তার ভাই-বোনের সন্তানাদি। (তাফসীরে কুরতুবী ৫/৭২)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, আবুল কুয়াইসের ভাই আফলাহ (যিনি আয়েশা রা.-এর দুধ চাচা) একবার আমার নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসার পর তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তিনি আমাকে অনুমতি প্রদানের আদেশ করলেন।

মুসলিমের রেওয়ায়েত অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তার সাথে পর্দা করো না। কেননা, বংশীয় সম্পর্কের দ্বারা যা হারাম হয়, দুধ সম্পর্ক দ্বারাও তা হারাম হয়।-সহীহ বুখারী ৮/৩৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৪৪; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৪৭; সুনানে নাসায়ী ৬/৯৯

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে মাহরাম

মাহরাম সাব্যস্ত হওয়ার তৃতীয় কারণ হল বিবাহ। বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারাও নারী-পুরুষ একে অপরের মাহরাম সাব্যস্ত হয়। নারীর বিবাহ সম্পর্কীয় মাহরাম পুরুষ হল স্বামীর পিতা (শ্বশুর), স্বামীর অন্য পক্ষের পুত্র ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, স্বামীর পিতা, দাদা ও নানার সাথে পর্দা নেই। তবে স্বামীর চাচা, মামা অর্থাৎ চাচা-শ্বশুর, মামা-শ্বশুরের সাথে পর্দা আছে।

পর্দার শর্তাবলি

১) সমস্ত শরীর ঢেকে রাখতে হবে। সতর অনাবৃত করা যাবে না।

২) পর্দার পোশাক ঢিলেঢালা ও লম্বা হতে হবে, আটসাট হওয়া চলবে না।যাতে বাহির থেকে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বুঝা না যায়।

৩) কাপড় মোটা হতে হবে। এমন পাতলা হওয়া যাবে না যাতে দেহের ভিতরে অংশ দেখা যায়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-দুই শ্রেণীর দোযখী এখনও আমি দেখিনি। (কারণ তারা এখন নেই, ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবে) এক শ্রেণী হচ্ছে ঐ সকল মানুষ, যাদের হাতে ষাঁড়ের লেজের মতো চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। (দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে) ঐ সকল নারী, যারা হবে পোশাক পরিহিতা, নগ্ন, আকৃষ্ট ও আকৃষ্টকারী; তাদের মাথা হবে উটের হেলানো কুঁজের ন্যায়। এরা জান্নাতে যাবে না এবং জান্নাতের খুশবুও পাবে না অথচ জান্নাতের খুশবু তো এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে।-মুসলিম ২/২০৫, হাদীস : ২১২৮

তামীম গোত্রের কয়েকজন নারী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর নিকট আগমন করল, যাদের পরনে ছিল পাতলা কাপড়। উম্মুল মুমিনীন তাদেরকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা যদি মুমিন নারী হও তাহলে এ তো মুমিন নারীর পোশাক নয়। আর যদি মুমিন না হও তাহলে তা ব্যবহার করতে পার।' (মাআলিমুস সুনান ৪/৩৭৬)

৪) রঙিন বা আকর্ষণীয় পোশাক দ্বারা পর্দা হবে না। পোশাক অবশ্যই এমন হতে হবে যেনো না পর পুরুষকে আকৃষ্ট না করে।

এক নববধুকে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর নিকট আনা হল, যার পরনে ছিল রঙ্গিন কিবতী চাদর। তখন উম্মুল মুমিনীন রা. বললেন, 'যে নারী এ রকম পোশাক পরিধান করে তার তো সূরা নূরের প্রতি ঈমান নেই।' (তাফসীরে কুরতুবী ১৪/২৪৪)

৫) বাহিরে যাওয়ার সময়ে পোশাকের উপরে সুগন্ধি লাগানো যাবে না। সুগন্ধি পুরুষদের আকৃষ্ট করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় যখন কোনো মহিলা নিজেকে সুগন্ধি লাগলো অতঃপর একদল পুরুষ লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করল আর তারা এ সুগন্ধির ঘ্রাণ নিলো সে মহিলা একজন যিনাকারী।

৬)গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে কথা বলার সময় কণ্ঠের কোমলতা পরিহার করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা করা যাবে না।

পর্দা কোনো ফ্যাশন নয়। এটিই একটি ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবেই আমাদের পর্দা করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের জানার এবং মানার তৌফিক দান করুন। আমিন।

পর্দা করা উচিত কেন

(পর্দার গুরুত্ব ও ফজিলত, নারী নিরাপত্তায় পর্দার গুরুত্ব, দাম্পত্য সম্পর্কে পর্দার গুরুত্ব, সুষ্ঠ সমাজ গঠনে পর্দার গুরুত্ব)

ইসলামে পর্দা কে ফরজ করা হয়েছে। এই বিধানের পিছনে অনেক বড় হিকমাহ রয়েছে। পর্দা নারীর রক্ষাকবচ ।নারীর মর্যাদার এক অনন্য নিদর্শন।হিজাব তথা পর্দার বিধান পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করে এবং সামাজিক সকল অনাচার রোধ করতে এর বিরাট ভূমিকা আছে।

নারী জাতিকে মাতৃত্বের মহান সম্মান আল্লাহ দান করেছেন। নারীর যথার্থ মূল্যায়ন ও পরিচর্যায় ইসলাম যে নির্দেশনা দিয়েছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

পারিবারিক, সামাজিক শান্তি রক্ষায় পর্দার বিধানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পর্দার বিভিন্ন কল্যাণকর দিক রয়েছে।

◇ দাম্পত্য জীবনে পর্দার বিধান বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সূত্রপাত ঘটায়। পরিবার হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রথম স্তম্ভ। কিন্তু এই আধুনিক যুগে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার যে

ছড়াছড়ি তাতে এই মূল স্তম্ভ আজ ধ্বংসের মুখে। আল্লাহ্‌র বিধানই এর সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে।

◇ সামাজিক অনাচার রোধে পর্দার বিধানের গুরুত্ব আছে। ইতিহাসে কখনও পর্দাহীনতা কোন সভ্য জাতির পরিচায়ক ছিল না ।নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা কোনও কালেই পছন্দীয় ছিলো না। যে সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটেছিল যে সমাজ হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতনের প্রবল আখড়ায় পরিনত হয়েছিলো।

◇ আল্লাহ তা'আলা নারীকে মর্যাদাবান করে সৃষ্টি করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মুমিনের জন্য তাকওয়ার পর নেক ও সতী-সাধ্বী স্ত্রীর চেয়ে উত্তম বস্তু আর নেই। যাকে কোনো নির্দেশ দিলে অম্লান বদনে পালন করে, যার প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে আনন্দ আসে, তার সম্পর্কে কছম করে কোনো কথা বললে তা পূরণে সে দ্বিধা করে না এবং স্বামীর অগোচরে কলংকের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং স্বামীর ধন সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে, তার কোন প্রকার খেয়ানত করে না। (ইবনে মাজাহ)

◇ আল্লাহ পর্দার বিধানকে ফরজ করেছেন। এর জন্য তিনি পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। ইসলাম নারীদের জন্য জান্নাত লাভের পথ একদম সহজ করে দিয়েছে। এক হাদিসে আছে, চারটি আমল করলে আল্লাহ তাআলা তাদের জান্নাতে পৌঁছে দেবেন। যেকোনো দরজা দিয়ে তারা জান্নাতে যেতে পারবে। হাদিসে আছে—

এক. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। দুই. রমজানের সিয়াম। তিন. লজ্জাস্থানের হেফাজত। চার. স্বামীর আনুগত্য। এই চারটি আমলের বিনিময়ে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৪১৬৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৬১)

◇আমরা এমনে এক হাইপারসেক্সুয়াল সমাজে বসবাস করছি যেখানে যিনা করা বিয়ে অপেক্ষা সহজতর। এমন পুরুষ পাওয়া মুশকিল যে কখনও কোন উলঙ্গ নারী দেখেনি।এমন সমাজে পুরুষের মানসিকতা এতটাই বিকৃত হয়ে গিয়েছে যে তারা

নারীকে কেবল এক টুকরো গস্ত চিন্তা করে। কোনো সম্ভ্রান্ত নারীই এসব বেহায়া দৃষ্টিতে নিজেকে নগ্ন কল্পনা করতে চাইবে না। পর্দাই এর প্রকৃত সমাধান হতে পারে।

অতএব পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উম্মাহর সকল মা বোনদের পর্দার বিধান মেনে চলার তৌফিক দান করুন।

যৌতুক

মুসলিম-সমাজে যখন অজ্ঞতা ও বিজাতির সংশ্রব একত্র হয়েছে তখন ভিন্ন সমাজের রোগ-ব্যধি ও রীতি-রেওয়াজে আক্রান্ত হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। সকল অন্যায় ও প্রান্তিকতা এবং শোষণ ও নির্যাতনমূলক রীতি-নীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র আদর্শ ইসলামকে পেয়েও যারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না এবং বিজাতির অন্ধ অনুকরণের মোহ কাটাতে পারে না, শুধু আদম-শুমারির মুসলমানিত্ব কি পারবে ঐ সকল মরণ-ব্যাধি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে?

বর্ণবাদী হিন্দু ও ভোগবাদী ইংরেজের সংশ্রব থেকে উদাসীন মুসলমানদের মাঝে একদিকে যেমন অবিশ্বাস ও পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে অন্যদিকে অনাচার ও অশ্লীলতা এবং বহু নিপীড়নমূলক প্রথারও বিস্তার ঘটেছে। তবে ফিকরী কুফর ও চিন্তাগত অবিশ্বাসের তালিকায় সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে সেক্যুলারিজম আর সামাজিক প্রথা ও প্রচলনের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বস্তু হল যৌতুক। এর একটি যদি হয় চিন্তা ও মস্তিষ্কের পচন তো অন্যটি সমাজ-দেহের ক্যান্সার। একটি দ্বীন ও ঈমানের ঘাতক তো অন্যটি পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলার মৃত্যুদূত। এই দুই বস্তুর প্রথমটি হচ্ছে ইংরেজের উত্তরাধিকার আর দ্বিতীয়টি হিন্দু-সমাজের আশীর্বাদ।

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি কথা। তা এই যে, جهاز আরবীতে একটি শব্দ আছে, جهاز যার উর্দু তরজমা করা হয় জাহীয। কেউ কেউ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই এই শব্দের তরজমা করেন যৌতুক। যা সঠিক নয়।

জাহায বা জাহীয হচ্ছে, কন্যাকে দেওয়া পিতার উপহার। স্বামী বা শ্বশুরালয়ের কেউ এর মালিক নয়, এর মালিক কন্যা নিজে। পিতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কন্যাকে তা দিয়ে থাকে। এতে স্বামী ও শ্বশুরালয়ের দাবি ও চাপাচাপি তো দূরের কথা, কন্যার পক্ষ থেকেও কোনো দাবি থাকে না। এটা নামধামের জন্য দেওয়া হয় না। যৎসামান্য উপহার পিতা নিজের সামর্থ্য অনুসারে কন্যাকে দিয়ে থাকেন।

এই উপহারও বিয়ের সময় দেওয়া সুন্নত, মুস্তাহাব নয়; নিছক মোবাহ, যদি না কোনো সামাজিক চাপ কিংবা প্রথাগত বাধ্য-বাধকতা থাকে। অন্যথায় তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছেন-

ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه

সাবধান! কারো জন্য তার ভাইয়ের কিছুমাত্র সম্পদও বৈধ নয়, যদি তার স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি না থাকে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৫৪৮৮; সুনানে দারাকুতনী, হাদীস : ২৮৮৩; শুআবুল ঈমান বায়হাকী, হাদীস : ৫৪৯২

অর্থাৎ কেউ কিছু দিলেই তা ভোগ করা হালাল হয় না, যে পর্যন্ত না খুশি মনে দেয়। পুত্র-কন্যাও এ বিধানের বাইরে নয়। সুতরাং পিতা যদি বাধ্য হয়ে নিজের কন্যাকেও কোনো কিছু দেয় তবে তা গ্রহণ করা তার জন্যও বৈধ নয়। তাহলে স্বামী বা শ্বশুরালয় থেকে যদি কন্যার উপহার দাবি করা হয় কিংবা কোনো তালিকা দেওয়া হয় তাহলে তা কীভাবে বৈধ হবে? এ তো মোবাহ জাহিয নয়. সরাসরি যৌতুক।

কেউ কেউ রোখসতির সময় কন্যাকে কিছু উপহার, কিছু ঘরকন্নার সামগ্রি দেওয়াকে মাসনূন মনে করেন। এ প্রসঙ্গে সীরাতের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয় যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কন্যা ফাতিমা রা.কে রোখসতির সময় কিছু জিনিস দিয়েছিলেন। মুসনাদে আহমদ (হাদীস : ৬৪৩) ও সহীহ ইবনে হিববানে (হাদীস : ৬৯৪৭) এ তিনটি বস্তুর কথা আছে। একটি ঝুলদার চাদর, একটি পানির মশক ও

একটি বালিশ, যাতে ইযখির ঘাসের ছোবড়া ভরা ছিল। মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে (হাদীস : ৮৩৮) দুটি ঘড়া ও দুটি যাঁতার কথাও আছে।

কিন্তু উসূলে ফিকহের বিধান মতে শুধু এইটুকু ঘটনার দ্বারা কোনো আমল মাসনূন প্রমাণিত হয় না, শুধু মোবাহ বা বৈধ প্রমাণিত হয়। ঐ কাজ মাসনূন হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে উৎসাহিত করতেন এবং তাঁর অন্য কন্যাদের বিয়েতেও এ ধরনের উপহার দিতেন। তেমনি উম্মুল মুমিনীনদেরকেও তাদের পিত্রালয় থেকে উপহার দেওয়া হত। কিন্তু কোনো রেওয়ায়েতে এমন কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। শুধু উম্মে হাবীবা রা. সম্পর্কে পাওয়া যায়, তাঁর জন্য হাবাশার বাদশা নাজাশী নিজের পক্ষ থেকে কিছু উপহার পাঠিয়েছিলেন। (সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ৩৩৫০; তবাকাতে ইবনে সাদ ৮/২৯৩)

ফাতেমা রা.-এর ঘটনার আরেকটি দিকও রয়েছে, যা বিবেচনা করা দরকার। তা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন হযরত আলী রা.-এরও অভিভাবক। সুতরাং সম্ভাবনা আছে যে, ঐ জিনিসগুলো তিনি পাঠিয়েছিলেন আলী রা.-এর পক্ষ থেকে। কারণ বিয়ের সময় তাঁর ঘরে ঐ ধরনের কোনো আসবাবপত্র ছিল না। মুসনাদে আহমদ (হাদীস : ৬০৩) সহ বিভিন্ন কিতাবে নির্ভরযোগ্য সনদে এই তথ্য রয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী রাহ. মাআরিফুল হাদীস (৩/৪৬০-৪৬১) এই ব্যাখ্যাই করেছেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায়, এই জিনিসগুলো দেওয়া হয়েছিল তাঁর মোহরের টাকা থেকে, কিন্তু ঐসব রেওয়ায়েত সহীহ নয়।

রোখসতির সময় মেয়েকে কিছু উপহার দেওয়া বা ঘরকন্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করাকে কোনো সাহাবী ও তাবেয়ী মাসনূন বা মুস্তাহাব বলেছেন, এমন তথ্য নেই। ফিকহ-ফতোয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাবের মোহর-অধ্যায়ের মাসায়েল থেকে এর বৈধতাটুকুই প্রমাণিত হয়।

মোটকথা, কন্যার বিয়ে বা রোখসতির সময় পিতা নিজ সাধ্য অনুসারে তাকে যে গহনাগাটি বা সামানপত্র শুধু আল্লাহর রেযামন্দির জন্য উপহার দেয় যাকে আরবীতে বলে জাহায, এবং উর্দূতে যার তরজমা জাহীয শব্দ দ্বারা করা হয় একে মোবাহ বা মুস্তাহাব যাই বলুন না কেন প্রচলিত যৌতুকের সাথে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এটা উর্দু ভাষার সীমাবদ্ধতা যে, তাতে যৌতুকের জন্যও জাহীয শব্দ ব্যবহার করা হয়। আর মূল আরবীতে তো যৌতুকের সমার্থক কোনো শব্দই নেই। কারণ সম্ভবত এই যে, ইসলামী যুগে তো দূরের কথা, জাহেলী যুগেও আরব-সমাজে আর যা কিছুই ছিল, যৌতুকের অভিশাপ ছিল না। সম্প্রতি আরবরা একটি বিদেশি শব্দের অপভ্রংশ 'দাওতা' যৌতুকের জন্য ব্যবহার করে থাকে।

বিয়ের সময় বা বিয়ের আগে-পরে যে কোনো সময় কনে বা কনেপক্ষের নিকট থেকে বর বা বরপক্ষের লোকেরা যে সম্পদ বা সেবা গ্রহণ করে কিংবা সামাজিক প্রথার কারণে তাদেরকে দেওয়া হয়, তদ্রূপ কনে বা কনেপক্ষের লোকেরা মোহর ও ভরণ-পোষণের অধিক যা কিছু উসূল করে বা সামাজিক প্রথার কারণে তাদেরকে দেওয়া হয় এই সবই যৌতুক। এটিই বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

একটি হারাম, অনেক হারামের সমষ্টি। যৌতুকের লেনদেন এত জঘণ্য অপরাধ যে, তা শুধু হারাম বা কবীরা গুনাহ নয়, এমন অনেকগুলো হারাম ও কবীরা গুনাহর সমষ্টি, যার কোনো একটিই যৌতুকের জঘণ্যতা ও অবৈধতার জন্য যথেষ্ট ছিল।

১. মুশরিক-সমাজের রেওয়াজ

যৌতুকের সবচেয়ে নগণ্য দিক হল, তা একটি হিন্দুয়ানি রসম বা পৌত্তলিক সমাজের প্রথা। আর কোনো মুসলিম কোনো অবস্থাতেই কাফের ও মুশরিকদের রীতি-নীতি অনুসরণ করতে পারে না।

২. জুলুম ও নির্যাতন

যৌতুক শুধু জুলুম নয়, অনেক বড় জুলুম। আর তা শুধু ব্যক্তির উপর নয়, গোটা পরিবার ও বংশের উপর জুলুম। যৌতুকের কারণে কনে ও তার অভিভাবকদের যে

মানসিক পীড়ন ও যন্ত্রণার শিকার হতে হয় তা তো ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। অথচ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেওয়া ও জুলুম করাও হারাম ও কবীরা গুনাহ।

জালিমের উপর আল্লাহর লা'নত ও অভিশাপ এবং জালিমের ঠিকানা জাহান্নাম। মজলুমের ফরিয়াদ সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায় এবং যেকোনো মুহূর্তে আল্লাহ জালিমের উপর আযাব ও গযব নাযিল করতে পারেন।

৩. পরস্ব হরণ

কুরআন মজীদে একাধিক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

তোমরা বাতিল উপায়ে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না।-সূরা বাকারা : ১৮৮; সূরা নিসা : ২৯

বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন-

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.

নিঃসন্দেহে তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু তোমাদের পরস্পরের জন্য এমনভাবে সংরক্ষিত, যেমন হজ্বের দিবসটি হজ্বের মাস ও (হজ্বের শহর) মক্কায় সংরক্ষিত।

সুতরাং কারো জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ করা হজ্বের সম্মানিত মাসে, হজ্বের সম্মানিত দিবসে হারাম শরীফের উপর হামলার মতো অপরাধ। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬৭৯)

নিঃসন্দেহে যৌতুক নেওয়া 'আকল বিলবাতিল' বা পরস্ব হরণের অন্তর্ভুক্ত। বিয়ে একটি পবিত্র বন্ধন। এটি ব্যবসা বা অর্থোপার্জনের উপায় নয়। তেমনি বর-কনেও ব্যবসার পণ্য নয়, যাদেরকে বিক্রি করে পয়সা কামানো হবে। যারা বিয়ের মতো পবিত্র কাজকে 'সোর্স অফ ইনকাম' বানায় তারা আল্লাহর বিধানের অবজ্ঞাকারী। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা যে 'আকল বিল বাতিল' কে হারাম করেছেন তার অর্থই হল, এমন

কোনো পন্থায় সম্পদ উপার্জন, যাকে আল্লাহ উপার্জনের মাধ্যম বানাননি। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি হজ্বের মহিমান্বিত মাসের মহিমান্বিত দিবসে খানায়ে কাবার উপর হামলা করার মতো অপরাধ।

৪. ডাকাতি ও লুটতরাজ!

কে না জানে, অন্যের সম্পদ লুট করা কবীরা গুনাহ! বড় কোনো সম্পদ নয়, যদি জোর করে কেউ কারো একটি ছড়িও নিয়ে যায় সেটাও গছব ও লুণ্ঠন, যা সম্পূর্ণ হারাম। লুণ্ঠিত বস্তু অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়া ফরয। হাদীস শরীফে ইয়াযীদ ইবনুস সায়েব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لعبا جادا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليرددها عليه

অর্থাৎ কেউ যেন তার ভাইয়ের জিনিস উঠিয়ে না নেয়; না ইচ্ছা করে, না ঠাট্টাচ্ছলে। একটি ছড়িও যদি কেউ তুলে নেয় তা যেন অবশ্যই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৭৯৪০; ১৭৯৪১; ১৭৯৪২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫০০৩; জামে তিরমিযী, হাদীস : ২১৬০)

যৌতুক নেওয়া কারো সামান্য জিনিস তুলে নেওয়ার মতো বিষয় নয়; বরং তা সরাসরি লুণ্ঠন ও ডাকাতি। পার্থক্য শুধু এই যে, এখানে ছুরি-চাকুর বদলে বাক্যবান ও চাপের অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়, যা মজলুমের মন-মানসে অনেক বড় ও গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। তো ডাকাতি ও লুটতরাজের যে গুনাহ যৌতুক নেওয়ার গুনাহও তার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।

৫. রিশওয়াত ও ঘুষ

আত্মসাৎ ও অবৈধ উপার্জনের যতগুলো পন্থা আছে তন্মধ্যে নিকৃষ্টতম ও জঘণ্যতম একটি পন্থা হল রিশওয়াত। এর বাংলা তরজমা করা হয় ‘ঘুষ’ বা ‘উৎকোচ’।

অনেকে মনে করেন, অফিস-আদালতে নিজের বা অন্যের কোনো বৈধ পাওনা উসূল করার জন্য বা সঠিক রায় পাওয়ার জন্য কর্মচারী-কর্মকর্তাদের চাপ, অশোভন আচরণের শিকার হয়ে যে অর্থ দেওয়া হয় কিংবা অবৈধ সুবিধা হাসিলের জন্য যা খরচ করা হয়

তা হচ্ছে ঘুষ। অবশ্যই তা ঘুষ। তবে ঘুষ ও রিশওয়াত শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে রিশওয়াতের অর্থ আরো ব্যাপক। কারো কোনো হক বা পাওনা, যা কোনো বিনিময় ছাড়াই তার পাওয়া উচিত, তা যদি বিনিময় ছাড়া না দেওয়া হয় তাহলে ঐ বিনিময়টাই হল ঘুষ বা রিশওয়াত, যা হতে পারে অর্থ, সেবা বা অন্য কোনো সম্পদ। এটা দেওয়া হারাম, নেওয়া হারাম এবং এই লেনদেনে মধ্যস্থতা করাও হারাম। এটা এত বড় অপরাধ যে, এর সাথে যুক্ত সবার উপর আল্লাহর লা'নত ও অভিশাপ। (আননিহায়া ফী গরীবিল হাদীস ওয়াল আছার, ইবনুল আছীর (৬০৬ হি.) ২/২২৬; আলফাইক ফী গরীবিল হাদীস, যমখশরী (৫৩৮ হি.)

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لعنة الله على الراشي والمرتشي

অর্থাৎ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ের উপর আল্লাহর অভিশাপ। মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৭৭৮, ৬৯৮৪; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৫০৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ২৩১৩

অন্য হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما

ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা ও ঘুষের লেনদেনে মধ্যস্থতাকারী সকলের উপর আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।-আলমুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, হাকীম আবু আবদিল্লাহ ৪/১০৩

বিয়ের পয়গাম দিতে পারা নারী-পুরুষের বৈধ অধিকার। পয়গাম কবুল হলে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারাও নারী-পুরুষের বৈধ অধিকার। বিয়ের পর স্বামী তার স্ত্রীকে পাওয়া এবং স্ত্রী তার স্বামীকে পাওয়া তাদের প্রত্যেকের ফরয হক ও অপরিহার্য অধিকার। এরপর যতদিন বিবাহ-বন্ধন অটুট থাকে, একে অন্যের নিকট থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করাও স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য অধিকার। তো এই অধিকারগুলোর কোনো একটি পাওয়ার জন্য বা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য কোনোরূপ অর্থব্যয়ের বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ অবান্তর। সুতরাং এক্ষেত্রে কোনো অর্থ-সম্পদ দাবি করা হলে কিংবা প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষ চাপের মাধ্যমে কোনো কিছু গ্রহণ করা হলে তা হবে সরাসরি ঘুষ ও রিশওয়াত, যার লেনদেন সম্পূর্ণ হারাম এবং লেনদেনকারী ও মধ্যস্থতাকারী সবাই আল্লাহর লা'নত ও অভিশাপের উপযুক্ত।

৬. লালসা হিংস্রতা ও চারিত্রিক হীনতা

এই সব পাশবিক প্রবণতা থেকে নিজেকে মুক্ত করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এইসব ঘৃণ্য প্রবণতা প্রকাশিত হওয়া চরম দুর্ভাগ্যজনক। যে সমাজের লোকেরা এই সব দোষ ও দুর্বলতার সংশোধন করে না; বরং কর্ম ও আচরণে পশুত্বের পরিচয় দিতে থাকে তাকে তো মনুষ্যসমাজ বলা যায় না। একজন ইনসান, উপরন্তু সে যদি হয় মুমিন, তাহলে অন্যের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রুর উপর কীভাবে হস্তক্ষেপ করে? কারো দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের সুযোগ সে কীভাবে নেয়? এ তো কমিনা ও কমবখত লোকের কাজ। যার মাঝে বিন্দুমাত্র শরাফতও আছে তারও তো এই অপকর্মের হীনতা উপলব্ধি করা কঠিন নয়।

যৌতুক, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন এবং যত ধরনের দুর্নীতি এই সমাজে প্রচলিত তা সবই ঐ পাশবিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। এখন প্রত্যেকের কর্তব্য, নিজেকে ও নিজের অধীনস্ত সকলকে পশুত্বের হীনতা থেকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় উন্নিত করার চেষ্টা করা। এটা এখন সময় ও সমাজের অপরিহার্য-দাবি। আর এর একমাত্র উপায় হচ্ছে, আখিরাতের স্মরণ ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতিকে শক্তিশালী করা। এজন্য দ্বীনী শিক্ষার বিস্তার, আখলাক-চরিত্রের সংশোধন এবং নেককার বুযুর্গানে দ্বীনের জীবন ও আদর্শ চর্চার কোনো বিকল্প নেই।

৭. এক অপরাধ অসংখ্য অপরাধ

শরীয়তের একটি সাধারণ নীতি এবং একটি স্বতঃসিদ্ধ কথা এই যে, কোনো কাজের দ্বারা যদি হারামের দরজা খোলে তাহলে সেটাও হারাম হয়ে যায়। তাহলে যে কাজ নিজেও হারাম এবং আরো অনেক হারামের জনক তা কত জঘণ্য ও ভয়াবহ হতে পারে? তো যৌতুক এমনই এক অপরাধ, যা আরো বহু অপরাধের জন্ম দিয়ে থাকে।

যৌতুকের দাবি পূরণের জন্য অনেক অভিভাবক সুদ-ঘুষের কারবার ও বিভিন্ন হারাম উপার্জনে লিপ্ত হয়। এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে।

আর স্ত্রীর উপর নির্যাতন-নিপীড়ন এমনকি হত্যা ও আত্মহত্যাও সাধারণ বিষয়।

তেমনি কনেপক্ষ শক্তিশালী হলে দুই পরিবারে বিবাদ-বিসংবাদ, মামলা-মোকদ্দমা এমনকি খুন-জখম পর্যন্ত হতে থাকে। দৈনিক পত্রিকার পাঠক এসব ঘটনায় রীতিমতো অভ্যস্ত!

যৌতুকের সবচেয়ে ন্যূনতম ক্ষতিটি হল এর কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকে। ঝগড়া-বিবাদ গালিগালাজ এমনকি মারধর পর্যন্ত হয়। যার প্রত্যেকটিই এক একটি কবীরা গুনাহ এবং পরিবার ও সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে টেনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সন্তানমাত্রই আল্লাহর রহমত, তবে কন্যা আল্লাহর বিশেষ রহমত কিন্তু যৌতুকের কারণে অনেক পিতামাতা কন্যার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, যা চরম মূর্খতা ও জাহিলিয়াত।

আরো বেদনার বিষয় এই যে, ছেলের মা বোনেরাও নববধুর কাছে যৌতুক দাবি করতে পিছপা হয় না। নারী হয়েও তারা নারীর যন্ত্রণা বোঝে না, তার প্রতি সহমর্মী হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তো জা-ননদ-শাশুড়িই হয়ে ওঠে নব বধুর সবচেয়ে বড় দুশমন।

তো যারা যৌতুক দাবি করে বা গ্রহণ করে তাদের উচিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী স্মরণ রাখা-

لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به

ঐ দেহ বেহেশতে যাবে না, যা হারাম (গিযা) থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দোযখের আগুনই তার অধিক উপযোগী।-সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ১৭২৩, ৪৫১৪; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ২০৭১৯

তদ্রূপ যারা এই কু-রসমের প্রতিরোধ করে না; বরং নিজেদেরকে অক্ষম মনে করে কিংবা যৌতুক দিয়ে জামাতার মনোতুষ্টি কামনা করে তাদের মনে রাখা উচিত, কারো পাপ-দাবি পূরণ করাও পাপ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা তাদের দ্বিতীয়বার স্মরণ করা উচিত-ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ের উপর আল্লাহর অভিশাপ।

এই অভিশপ্ত ব্যধি থেকে আল্লাহ আমাদের সমাজকে পবিত্র করুন, সকল কুফরী ও শিরকী কর্মকান্ড থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন।

মুসলিম নারীর সতরের সীমারেখা

কোরআন- হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনার আলোকে মুসলিম ইমাম ও ফকীহগণ মুসলিম নারীর সতরের ৪টি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম পর্যায়ঃ স্বামীর সামনে স্ত্রীর সতর

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনোরূপ সতর নেই, পর্দা নেই, নেই কোনো পোশাকের বিধান। আল্লাহ বলেছেন,

"তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।" (সুরা বাকারা: আয়াত ১৮৭)

দ্বিতীয় পর্যায়: অন্যান্য মহিলার সামনে সতর

কোরআনে আল্লাহ মুসলিম নারীদেরকে 'আপন নারীগণের' সামনে সৌন্দর্য বা অলঙ্কার প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছেন। নারীর সামনে নারীর সতর তা পুরুষের সামনে পুরুষের সতরের মতই।অন্যান্য নারীদের দৃষ্টি থেকে নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত আবৃত রাখা মুসলিম নারীর জন্য ফরয। দেহের অবশিষ্ট অংশ আবৃত করা উচিত তবে প্রয়োজনে একজন মহিল অন্য মহিলার সামনে তা অনাবৃত্ত করতে পারেন। তবে অমুসলিম নারীর সামনে মুসলিম নারীগণ পুরুষের মতই পর্দা করবেন। পুরুষের মতই তারা অমুসলিম নারীদের

সামনে মাথার কাপড় সরাবেন না। আবার অনেকেই অমুসলিম নারীর সামনে মুখমণ্ডল, হাতের পাতা, পায়ের পাতা খোলা রাখা যাবে বলে মত দেন।

মুসলিম নারীদের জন্য অমুসলিম ধাত্রী নিয়োগ করা অছন্দনীয়। উল্লেখ্য মুসলিম ফাসেক নারীদের সামনেও নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেন ওলামায়ে কেরামগণ।

তৃতীয় পর্যায়: রক্ত সম্পর্কের নিকটতম আত্মীয়ের সামনে সতর

ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে,পিতা, শ্বশুর, ভ্রাতা ও অন্যান্য নিকটতম আত্মীয় যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ তাদের সামনে মুসলিম নারী নিজের শরীর আবৃত করে থাকবেন। তবে মুখ, মাথা, গলা, ঘাড়, বাজু,পা ইত্যাদি অনাবৃত রেখে তাদের সামনে যেতে পারবে। তবে ওলামায়ে কেরামগণ এদের সামনেও প্রয়োজন ছাড়া যতটুকু সম্ভব আবৃত থাকতে উৎসাহ দিয়েছেন।

চতুর্থ পর্যায়ঃ অন্যান্য পুরুষের সামনে সতর

উপরে উল্লিখিত নিকটতম আত্মীয় ব্যতীত অন্য সকল আত্মীয় ও অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মুসলিম মহিলার পুরো দেহই আওরত বা আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ। তাই বিবাহ বৈধ এরূপ সকল পুরুষের সামনে মুসলিম নারীর উপর ফরয দ্বায়িত্ব যে, তিনি নিজের পুরো দেহ আবৃত করে রাখবেন। এই ফরয ত্যাগ করা বড় কবিরা গুনাহ। তাবে প্রয়োজনের খাতিরে প্রয়োজনীয় অংশটুকু অনাবৃত করতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ্।

নারীর মর্যাদার পাশ্চাত্য সমাজ বনাম ইসলামী সমাজ

ইসলামী সমাজে নারীকে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে যে পৃথিবীর অন্য কোন সমাজে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাশ্চাত্য দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালেই দেখা যাবে যে, সেখানে নারী স্বাধীনতা নাম দিয়ে চলছে অশ্লীলতা। তারা চাচ্ছে অবাধ স্বাধীনতা। যার পরিনাম ভযাবহ । কিন্তু তারা কি প্রকৃত স্বাধীন হতে পেরেছে? তবে নারীর প্রকৃত

স্বাধীনতা কি? ইসলাম তো বহু বছর পূর্বেই নারীকে স্বাধীন করে দিয়েছে। তবে তারা প্রকৃতপক্ষে কি স্বাধীনতা চাইছে, আর তারা তা পেলেই কি স্বাধীন হয়ে যাবে। না তা নয়। কারণ একজন মুসলিম নাপার্থিব জীবনে এবং দীনের ব্যাপারে বৈষয়িক আধ্যাত্মিক ও ভাল বুদ্ধি দিক দিয়েসম্মান উন্নতির এমন সম্মান ও উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে।

যেখানে পুরুষ আরোহণ করতে পারে না। তাঁর নারী জীবন কোন দিক দিয়েই পথের প্রতিবন্ধক নয়। আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী ইসলাম হতে অনেক পেছনে। ইসলাম যে চিন্তাধারায় উপনীত হয়েছে মানবীয় চিন্তাধারার উন্নতি তথায় উপনীত হতে পারেনি। পাশ্চাত্য দেশগুলো নারীকে যা দিয়েছে বা দিচ্ছে তা কিন্তু নারী হিসেবে নয় বরং নারীকে পুরুষ বানিয়ে। আমাদের সমাজে এমন কিছু লোক আছে যাদের চোখে নারী জাতি আজও হেয় যেমন জাহেলিয়াত যুগে ছিল। গৃহের রাণী, স্বামী-স্ত্রী সন্তানের মাতা, মোটকথা একজন প্রকৃত নারীর ঐ শ্রেণীর কাছে আজও কোন মর্যাদা নেই। সম্মান মর্যাদা যদি থাকে তবে এ স্ত্রী-লিঙ্গ পুরুষের অথবা পুরুষরূপী স্ত্রী লোকের- যে দৈহিক দিক দিয়ে নারী কিন্তু মানসিকতার দিক দিয়ে পুরুষ এবং রাষ্ট্র ও সমাজে পুরুষর ন্যায় আচরণ করে। অর্থাৎ এটা নারীত্বের মর্যাদা নয় পুরুষত্বেরই মর্যাদা। হীনমন্যতার মানসিক বৈকল্যের স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, পাশ্চাত্য নারী গর্বসহকারে পুরুষের পোশাক পরিধান করতে জনসাধারণ্যে বের হওয়ার প্ররোচণা রোধ করে না। স্ত্রী হওয়ার পাশ্চাত্য নারীদের জন্য অবমাননাকর, অথচ স্বামী হওয়া কোন পুরুষের নিকট অবমাননাকর নয়। পুরুষোচিত কাজ করতে নারী সম্মানবোধ করে অথচ গৃহিনীপনা ও সন্তান প্রতি পালনের ন্যায় নারীর কাজে কোন পুরুষ সম্মানবোধ করে না। অতএব প্রতিবাদের ভয় না করে বলা যেতে পারে যে, পাশ্চাত্য নারী জাতিকে নারী হিসেবে কোন সম্মান দান করেনি। এইকাজ একমাত্র ইসলাম করেছে যে, নারীকে তার স্বাভাবিক স্থানে রেখে রাষ্ট্র ও সমাজে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। ইসলাম নারীকে নারী এবং পুরুষকে পুরুষ রেখে উভয়ের নিকট হতে পৃথক পৃথকভাবে ঐ সকল কাজ নিয়ে থাকে যার জন্য তাদেরকে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছে। অতঃপর প্রত্যেককে সাফল্যের

সমান সুযোগ দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে নারীত্ব ও পুরুষত্ব উভয় মানবতার প্রয়োজনীয় অংশ। উভয়েই নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে থেকে যে সেবাকর্ম করে তা মঙ্গল ও মর্যাদার অধিকারী। না কোন পুরুষত্বে কোন আভিজাত্য আছে না নারীত্বে কোন অপমান। পুরুষ থেকে পুরুষোচিত কাজ করলে পুরুষের যেমন সম্মান, উন্নতি ও সাফল্য লাভ হয় ঠিক তেমনি নারী থেকে নারীসূলভ কাজ করলে তাতেই তার সম্মান, উন্নতি ও সাফল্য লাভ হবে।

নারী স্বাধীনতার নামে যা হচ্ছে

শুনেও আশ্চর্য লাগে যে, এসব কিছু দেখে শুনেও আমাদের দেশের আধুনিকতাবাদীরা চক্ষু বন্ধ করে বিবেককে অন্ধ করে বেপর্দা ও বেহায়াপনার দিকে সমাজকে আহ্বান করছে। আসলে আমাদের দেশে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পর্দা প্রথা কিছুটা বিদ্যমান আছে। যার ফলে হাজারো সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থাকার পরও সামান্য হলেও পারিবারিক কাঠামো, পারিবারিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা অবশিষ্ট রয়েছে। যা দেখে পাশ্চাত্যের লম্পট পশুরা সহ্য করতে পারছে না। তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। তাই তারা তাদের মত আমাদের ও নারী স্বাধীনতার মারাত্মক পরিণতির শীকার বানাতে চায়। এজন্য তারা আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে এবং তাদের উচ্ছিষ্টভোগী দালালদেরকে এ কাজের জন্য ব্যবহার করছে। এ দালাল কুলাঙ্গারদের নিজের বলতে কিছু নেই। তাদের মন মেজাজ বিবেক বুদ্ধি সব কিছু পাশ্চাত্যের গুরুদের (গরুদের) কাছে বিক্রি করা । এরা পাশ্চাত্যের গুরুদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করে এবং তাদেরকে খুশী রাখার জন্য তাদের বস্তাপঁচা মতবাদকে আমাদের দেশে আমদানী করে। এজন্য এরা তাদের জীবনকে উৎসর্গ করে রেখেছে। এরাই আজ পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে এবং বেহায়াপনা ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে চেচামেচি করছে। ধর্মের নাম শুনামাত্রই তারা নাক সিটকায়, ভ্রু কুঞ্চিত করে। ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ এদের রন্দ্রে রন্দ্রে শিরায় শিরায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। নতুবা তারা যদি স্বাধীন মনে মুক্ত বিবেক নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করত তাহলে বুঝতে পারত

যে, ইসলাম পবিত্রতা “নৈতিকতা ও মানবতার অন্য নাম। ইসলামের পর্দা প্রথা নারী সমাজের জন্য অবরোধ নয়, শান্তি ।

বরং নারীর নারীত্ব ও সতীত্ব সংরক্ষক ও মান-সম্ভ্রমের হেফাজত ব্যবস্থার নাম পর্দা প্রথা। কামুক লম্পট ও গুণ্ডা বদমায়েশদের লোপুপ দৃষ্টি থেকে নারীর সৌন্দর্য রক্ষার নাম পর্দা। অবাধ যৌনাচার ও ব্যভিচারের মারাত্মক পরিণতি থেকে সমাজকে রক্ষার নাম পর্দা। ইসলাম নারীকে তার কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি। ইসলাম নারীকে যতটুকু অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে এর চেয়ে বেশি আর কেউ দেয়নি। এই প্রগতিবাদীদের যদি সামান্যও বিবেক বুদ্ধি থাকত তাহলে তারা বুঝতে পারত যে, বিবেক বুদ্ধির বিচারে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে নারীর পবিত্র কার্যকারিতা ও সৌন্দর্যতায় পর্দা নারীর দায়িত্ব, তার লজ্জা নারীর মর্যাদা তার আচরণে। যেমন হীরা-জহরত ও মণি-মুক্তাকে ঘরের নিভৃত কোণে বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে সুন্দর আবরণের মাঝে রাখা হয়। লোহা তামার ন্যায় উন্মুক্ত স্থানে রাখা হয় না। কারণ যার যেমন মূল্য তার তেমন রক্ষা ব্যবস্থা বেশি। সুন্দরতা ও মর্যাদাকে রক্ষা করতে হলে সাবধানতার প্রয়োজন। অসাবধানতা যেমন সৌন্দর্যতাকে বিনষ্ট করে তেমনি নারীর পর্দাহীনতা তার মূল্য, রূপকে নষ্ট করে। তাই নারীকে মূল্য দেয়া হয়েছে বলেই তাকে পর্দার হেফাজতে রাখা হয়েছে।

বিজ্ঞান বলে-মানুষ ও জীবজন্তু মাত্রই এক ধরনের কীট কর্তৃক আক্রান্ত হয়। যা দেহাভ্যন্তরে ধীরে ধীরে ও সংগোপনে কাজ করে মানসিক অশান্তি দুর্বলতা অস্থিরতা পঙ্গুত্ব ভয় ভীতি এসব কীটেরই ক্রিয়া। আর এগুলোর সৃষ্টি হয় দর্শন থেকে। যখন কোন নারী বা পুরুষ একে অন্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখন দু'জনের দেহে যে বিদ্যুত সৃষ্টি হয় তা মস্তিষ্কের কোষসমূহে মৃদু আঘাত করে। ফলে স্বভাবতই একের প্রতি অন্যের আকর্ষণ আসে। আর এ আকর্ষণ থেকে কুচিন্তার সৃষ্টি হয়। এ কুচিন্তার ফলেই কীটগুলো সবল হয়। তাই মন-মানসিকতা ধীরে ধীরে এমন আকার ধারণ করে যে, হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পায়। সুতরাং পর্দাই একমাত্র মহৌষধ যা নর-নারীকে এ অশুভ বৈদ্যুতিক আকর্ষণ থেকে নিরাপদ রাখে। গোপনীয়তা যেমন মূল্য বৃদ্ধি করে

তেমনি মান-সম্মান ও সৌন্দর্যকে অটুট রাখে। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে টাকশালে টাকা তৈরী হয় তা যদি সর্বসাধারণের সম্মুখে খোলা জায়গায় রাখা হয় তাহলে জাল টাকায় দেশ ভরে যাবে। তেমনি নারীর দেহ মেশিনটিও যদি হাটে-বাজারে রাস্তায় সস্তায় পাওয়া যায় তাহলে জারজ সন্তানে দেশ ভরে যাবে। জাল টাকা যেমন আসল টাকার মান নষ্ট করে তদ্রুপ জারজ সন্তানও মূল্যবান মানুষের মর্যাদা নষ্ট করে। ডিমের কুসুমকে যদি বের করে মুক্ত হাওয়ায় রাখা যায় তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এর উপকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায়। গুণাগুণ তো থাকেই না। বরং বিষে পরিণত হয় বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলেন। কলার বাকল ফেলে দিয়ে ভিতরের শাঁস ঢাকনা বিহীন কিছুক্ষণ রেখে দিলে এতে মাছি ধরে নষ্ট করে ফেলে।

পরে কেউ খেলে মারাত্মক রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। ডাবের পানির সাথে বৃষ্টির পানি বা যে কোন পানি মিশালে এর কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায়। বীজের খোসা ছাড়িয়ে ভিতরে অংশ রেখে দিলে তার অঙ্কুর উদগমন ক্ষমতা থাকে না বা পঁচে যায়। তদ্রুপ নারীকেও পর্দার বাইরে রাখলে তার সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। নারীর এই বিশেষ গুণগুলো নষ্ট হয়ে গেলে তার 1 নারীত্বই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়। সুতরাং যুক্তি জ্ঞানের দিক দিয়েও দেখা যায় যে নারীর পর্দা অপরিহার্য। প্রকৃতিগতভাবে নারীচুম্বক ধর্মী। আর পুরুষ বিদ্যুৎধর্মী। নারী টক ধর্মী আর পুরুষ খারধর্মী। তাই চুম্বক তার বিপরীত ধাতুকে আকর্ষণ করে। টক দেখলে নিজের অজান্তেই জিহ্বায় পানি আসবেই। তাই দৃষ্টি যেখানে পতিত হয় নারী সেখান থেকেই কিছুটা সংগ্রহ করে।

যে নারী পর্দার অন্তরালে থেকে নিজ দেহ ও সতীত্ব বজায় রাখে সে নারীর পেট থেকে নবী ওলী মহাপুরুষ, জ্ঞানী ও কালজয়ী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়। প্রত্যেক মহাপুরুষেরই জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের মায়েরা কত সতী-সাধ্বী ন্যায়পরায়ন ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ইতিহাসে এমন কোন নজীর আছে কি না জানি না যে, ব্যভিচারিণী পর্দাহীনা নারীর পেট থেকে কোন সুসন্তানের জন্ম হয়েছে। যে কারখানাতে মূল্যবান জিনিস তৈরী হয় সে কারখানার যদি যত্ন না নেয়া হয়, অযত্নে

রোদ-বাদলে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেকে দেয়া হয় তাহলে এর কল-কব্জা বিফল হয়ে উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি নারীকে পর্দা থেকে টেনে বের করলে তার মূল্যবান কারখানাটিও নষ্ট হয়ে যায় ।

শৃগালেরা যদি দরদী সেজে মোরগ মুরগীকে বলে-এসো, আমরাও তোমাদের মতই প্রাণী। লোকালয় ছেড়ে চলে এসো জংগলে । সবাই মিলে মিশে একত্রে বসবাস করতে থাকি। লোকালয় থেকে জংগলে চলে এলে খাওয়া খাদ্যও বেশি পাবে, শান্তিও পাবে প্রচুর। আমরা তোমাদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা দেব। এখন বিজ্ঞ পাঠক । বলুন তো দেখি, এই ধূর্ত শিয়ালদের কথায় যদি তারা ঠিকই লোকালয় ছেড়ে শৃগালদের সাথে জংগলে বসবাস করতে যায় তাহলে কি করুণ দশাটা হবে? আজ নারী জাতিরও এই দশা।

যুগের পরিবর্তন এক সর্বনাশা দোহাই

সামান্য একটু মাথা খাটালেই অতি সহজে ধরা পড়ে যাবে যে, ইসলাম থেকে কি মারাত্মক বিচ্যুতি ঘটে চলেছে আমাদের গোটা সমাজের। বন্ধু-বান্ধবীদের আড্ডায় পড়ে অনর্থক গল্প গুজবে পড়ে, নাচ গান সিনেমা টেলিভিশনে বসে থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় খোয়ানো হচ্ছে । অথচ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে বড় জোড় ঘণ্টা দেড়েক সময় নষ্ট করার ভাগ্য হয় না আর বলে না খেয়ে মরার কোন নজীর নেই। অথচ এই সমাজে এই বাজারে সত্য কথায় ভাত জোটে না দোহাই দিয়ে চলে নির্বিচারে মিথ্যাচার। আলেম সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন তো দূরের কথা উল্টো তাদেরকে বলা হচ্ছে ধর্মান্ধ গোড়া মৌলবাদী প্রভৃতি । বাসায় উচ্চ বেতনভুক্ত নাচ-গানের মাষ্টার আছে। কুরআন শেখানোর একজন মৌলভী নেই। আর তা শেখানোর ও শিক্ষা করার সময়ও যেন নেই। অথচ আলতু ফালতু উপন্যাস পর্ণ ম্যাগাজিন যেন সুড়সুড়ির বই পুস্তক পড়ার সময় প্রায়ই আছে। সর্বোচ্চ অভিভাবকের আসন থেকে স্বামীরা নেমে এসেছে স্রেফ যৌনজীবনের সঙ্গীর পদে। ইসলামী শিক্ষাকে অপছন্দ করে ছুটছে অনৈসলামিক শিক্ষার

দিকে। বাংলা ইংরেজী অংক ভূগোল ইতিহাসকে কুরআন হাদীসের উপরে স্থান দেয়া হচ্ছে। পরামর্শ ধাত্রী ও প্রভাব বিস্তারকারিণী হিসাবে মা ও স্ত্রীর মধ্যে পদ বিনিময় ঘটছে। রোযা নেই তবু মহা ধুমধামে চলছে ইফতারের পার্টি। হুদ আর পূজা দুটো ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিখাদ ধর্মীয় উৎসব স্ব-স্ব অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে পরস্পরের মাঝে একাকার হয়ে যাচ্ছে বাঙ্গালার জাতীয় উৎসব জ্ঞান করে। পাঁচ সুরা মুখস্থ নেই কিন্তু শতাধিক গান কবিতা মুখস্থ আছে। দশজন সাহাবার নাম জানে না অথচ সিনেমার নাটকের এবং অন্যান্য খেলার নায়ক নায়িকা দলনেতা ভাল খেলোয়ারের নাম ঠোটস্থ আছে। কিন্তু কথা বললে বা কি কাজ করলে লজ্জা পেতে হয়, সমাজে নিন্দা করবে তা জানা না থাকলেও কি করলে মান যাবে লজ্জা হবে সমাজে হেয় হয় তার জন্য পণ্ডিত। পর্দা পুষিদার ব্যাপারে তো জানার প্রশ্নই আসে না। কারণ আগ্রহ থাকলে তো। জানার আগ্রহ আছে এর উল্টোটা।

যেমন মূর্তি বা পুতুলের আগ্রহ, থার্টি ফাষ্ট নাইট পালনের আগ্রহ, এপ্রিল ফুল, পহেলা বৈশাখ প্রভৃতি পালনের মহা ধুমধাম। নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করতে আছে আন্দোলনে, কুরআন সংশোধনের অদ্ভুত দাবী নিয়ে আছে মাঠ।

আর ইসলামের শত্রু কিংবা ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ মালিকানাধীন দেশের প্রায় সবগুলো পত্র পত্রিকা। এই ধর্মবিনাশী আন্দোলনে শুধু সমর্থনই নয় উস্কানী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। মুলত নাস্তিক শ্রেণীরা বিভিন্ন রিপোর্ট কলাম আর্টিকেল বা মন্তব্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে সুকৌশলে নব প্রজন্মের মগজ ধোলাই করে চলেছে বেশ সফলতার সঙ্গেই। আর মুসলমানের সন্তান আমরা বুঝতে পারছি না এসব যুক্তি তত্ত্ব ও তথ্য মেনে নিয়ে কি আত্মহত্যার দলিলেই সই করছি। এজন্য দায়ী ইসলাম সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা ও নারী সমাজকে ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে রাখা। কারণ ধর্মীয় অনুশাসনের গণ্ডির ভিতরের নারীদের পেটে ধর্মীয় অনুভূতিশীল প্রজন্ম জন্মগ্রহণ করবেই। যুগের পরিবর্তন আধুনিকতা এসব বিষয়ের কি জবাব দিতে হবে তা চিন্তা করতে আমরা আগ্রহী নই। চিন্তা করলে ও প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা নিরুৎসাহী। উৎসাহ জাগলেও অনেক সময় সুযোগ হয় না। এই বাজারে এ জাতীয় পত্র-পত্রিকা

কম বলে আর প্রচার মিডিয়াগুলোতে তাদেরই দখলে। যদিও বা প্রকাশ করা হয় বা লোক সমাগম করে কিছু বলাও হয় তাও আবার এমন যে, আকাশ ও যমিনের মাঝখানের কথা সেগুলোর তুলনায় অনেক কম বলা হয়। শরীরে পোশাকে মনে নাপাক নিয়ে কাবা ঘরে গিয়ে নামাজ আদায় করলে ওতো নামাজ হবে না । ইসলাম বিদ্বেষীরা একটি কথা আমাদের সমাজে ঢুকিয়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন অংশ বর্ষনের দায়ে বা অস্বীকারের দায়ে দোষী সাবস্ত করা যাবে না বা দায়ী করা যাবে না।

তৃতীয়ত আল্লাহ্র পছন্দ অপছন্দের তুলনায় সমাজের ধর্মবিমুখ অংশের পছন্দ অপছন্দের মূল্য দেয়া হচ্ছে বেশি। যার আরো সরল অর্থ হচ্ছে আল্লাহর ক্রোধের বিনিময়ে তাদের বাহাবা ক্রয় করা। এখন একটু চিন্তা করা যাক, নিজেদের একথার ব্যাখ্যা জানা থাকলে অন্তত ঈমানের দাবীদার কোন নারী বা পুরুষ কি ঐরূপ মন্তব্য করতে পারত?

বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমাদের জানতে হবে ঈমানদার বা মুমিন কে ? আল্লাহ, রাসূলগণ, ফেরেতাকুল, আসমানী কিতাবসমূহ ভাগ্য ও পরকাল বিশ্বাস করলে মুমিন বলা যায়। তবে ইসলামের পরিভাষায় মুমিনের ব্যাখ্যা অভি ব্যাপক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- “নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনের জান-মাল কিনে নিয়েছেন। এ নিশ্চিত প্রতিশ্রুতির কথা তাওরাত ইঞ্জিল ও কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।”

ভাল করে লক্ষ্য করুন, অত্র আয়াতাংশে এমন কিন্তু বলা হয়নি যে, মুমিনগণ তাদের জান-মাল আল্লাহর নিকট বিক্রি করবে নিশ্চয়ই এর প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা তাদরেকে জান্নাত দান করবেন। অর্থাৎ জান ও মাল বিক্রি করার ব্যাপারে মুমিনের কোন স্বাধীনতা থাকছে না। অর্থাৎ বিষয়টা সকল মুমিনের জন্য বাধ্যতামূলক। আর এটা করতে হচ্ছে আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা ও পালনকর্তা সেই কারণ নয়। শুধুমাত্র নিজেকে মুমিন দাবী করার কারণেই। আর বিক্রিত মালের উপর যে কোন মালিকানা দাবী করা যায় না বা তার ব্যবহার-বিধির ব্যাপারে কোন প্রকার শর্তারোপ করা চলে না-সেটা কিন্তু আমরা সবাই জানি ও বুঝি । সুতরাং আয়াতাংশের সারমর্ম দাঁড়ায় আমরা যখন আমাদের জান-মালের উপর আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা; অনিচ্ছা ফলাতে চাই তখন আমরা এমনিতেই নিজেদেরকে মুমিন দাবী করা থেকে সরে আসি। সুতরাং সেটা খুব

পরিষ্কার যে, আধুনিকতার নামে যেমন খুশী জীবন-যাপনের সমর্থনে শুধু যুগের পরিবর্তন কেন কোন অজুহাতই ইসলাম গ্রহণ করে না। ইসলামই সকলের জন্য সব সময়ের জন্য। সময় বা যুগের পরিবর্তনে এর কোন পরিবর্তন হয় না। এত সব ঝামেলার মধ্যে ধর্মকর্ম যতটুকুই করছি তাই কম কিসে- এ ধরনের মন-মানসিকতা বা ভাব ধরা কারোর জন্য-ই উচিত নয়। ইসলাম পরিত্যাগ করে সব আদম সন্তান জাহান্নামে চলে গেলে ও আল্লাহর কিছু আসে যায় না। ইচ্ছা হলে ইসলামে থাকবে নয়তো নয়। এতে কারো উপর জোর জবরদস্তি করা যাবে না। কিন্তু নিজ নিজ অবস্থানকে পরিপূর্ণ ইসলাম বলে চালিয়ে দেবার বা ভাবার মানসিকতা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। ইসলামের কোন ন্যূনতম পরিবর্তন ও দাবী বা আশা করা চলবে না। শুধু মনে রাখলে চলবে, ইসলাম ত্যাগ করলে ক্ষতি কেবল ত্যাগকারীরই হবে। আল্লাহ্র কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন।

ব্যক্তি-স্বার্থে ইসলামের নিয়ম-কানুনের ব্যতিক্রম কামনা করলে এবং মোসাহেবী করে তার পক্ষে ফতোয়া দিলে যে কি ভযাবহ পরিণতি হতে পারে তা নিম্নের আলোচনা হতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে।

তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রতাপশালী সম্রাট আকবর একদিন তার ধর্মমন্ত্রীকে বললেন, "পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় করিধান করা যে হারাম তা আমি জানি। কিন্তু আমি যেহেতু ভারতবর্ষের সম্রাট সেহেতু বিশেষ বিবেচনায় সে কাপড় পরিধান করা আমার জন্য জায়েয হবে কি না?"

মন্ত্রী মহোদয় হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন। কিন্তু সম্রাট এতে নিশ্চিত হতে পারলেন না। তিনি অন্তত তিনশ' আলেমের ফতোয়া চাইলেন। মন্ত্রী সাহেব অতি কষ্ট করে ২৯৯ জন আলেমের সম্মতি এনে সম্রাটের নিকট তাদের তালিকা পেশ করলেন। সম্রাট আকবর তালিকা দেখে চিন্তা করলেন এই তালিকায়তো তৎকালীন ভারতের জ্ঞানী ও বিখ্যাত যে মুফতী ছিলেন তাঁর নাম নেই। এবার সম্রাট তাঁর ফতোয়াও চাইলেন। বিষয়টি উক্ত মুফতির গোচরে আনা হলে মুফতী সাহেব পরবর্তী শুক্রবারে জুমআর নামাজান্তে ফতোয়া ঘোষণা করবেন বলে জানান এবং সে পতোয়া সম্রাট স্বকর্ণে শোনার

জন্যে সেখানে উপস্থিত থাকতেও বলে দেন। নির্ধারিত দিনে মুফতী সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি যিনি চেয়েছেন আর ২৯৯ জন আলেম যে ফতোয়া দিয়েছেন ৩০০ জনই কাফের হয়ে গেছে। ফতোয়া শুনে সংশ্লিষ্ট সবারই মুখ ম্লান হয়ে গেল এবং মসজিদ ত্যাগ করলেন।

সুতরাং সমাজের দোহাই দিয়ে কিংবা বুড়ি বা গেঁয়ো খেতাব পাবার ভয়ে বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করা যাবে কি না- পর্দা থেকে ভাত জোটে না এ জাতীয় শ্লোগান দিয়ে নির্বিচারে চলা যাবে কি না, আধুনিক জীবনের মারাত্মক ব্যস্ততার অজুহাতে নামাজ ত্যাগ করা যাবে কি না, অন্যজনকে ঠকানোর জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া যাবে কি না-এ সব প্রশ্নের জবাব আজ একদম পরিষ্কার।

আধুনিকতার দোহাই দিয়ে পাশ্চাত্যের ধর্মদ্রোহীরা আজ আমাদের নারী সমাজকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে এসেছে। এদেশের নারী সমাজ তাদের দেশের নারী সমাজ থেকে কিছুটা হলেও ভাল আছে বিধায় লেজ কাটা শৃগাল অন্যান্য শৃগালেরও লেজ কেটে তার মত করতে কোমর বেঁধে লেগেছে।

এ ব্যাপারে তাদের পরিশ্রম শতভাগ পূর্ণ না হলেও কাছাকাছি চলে এসেছে। চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে শেষ মুহূর্তে চেষ্টা করলে বাঁচাও যায়। কিন্তু সে চেষ্টা করবে কি আমাদের মা-বোনেরা? আধুনিকতার অভিশাপে নারী জাতি আজ পিতা বা ভাইয়ের গলার কাঁটাতে পরিণত হয়েছে।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বড় আক্ষেপ করেই এক প্রসঙ্গে লিখেছেন- "হায়রে লাঠি তোমার দিন গিয়েছে। বন্দুকের আবির্ভাবে তুমি এখন শুধু একটা বংশষও মাত্র। তুমি একদা বাংলার ধন রাখিতে মান রাখিতে চোর ডাকাত তোমার ভয়ে ছিল সন্ত্রস্ত।”

বাংলাদেশের নারী সমাজ কে নিয়ে আমাদের এত মাথা ব্যাথা কেন এ প্রশ্ন যদি কেউ করেন তাহলে বলতে চাই, নারী যে আমাদের মায়ের জাতি । প্রতিটি নারীর চেহারায় রয়েছে আমাদের আদি মাতা মা হাওয়ার প্রতিকৃতি রয়েছে বেহেশতের নারী সমাজের অধিনায়িকা নবী-নন্দিনী মা ফাতিমার : অঙ্গের গঠনাকৃতি, নবী-পত্নী মা আয়েশা এবং

রাবেয়া বসরী প্রমুখ অসংখ্য পুণ্যবর্তী নারীর দেহাকৃতি । যারা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.), হযরত বায়েজদ বোস্তামী (রহ.)-এর মত অসংখ্য ওলী দরবেশ গাউস কুতুবকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আর আজ কি দেখি বাংলার নারী সমাজ কোন অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। পথের ভিখারিণী থেকে শাহজাদী পর্যন্ত সবাই নারী। স্বেচ্ছাচারিতা ও বেহায়াপনার ফলে এ দেশে পরবর্তীতে আর কোন সুসন্তান জন্ম নিতে পারবে না। তারা ওলী দরবেশ প্রসব করাতো দূরের কথা অন্তত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিটাকে একটি উন্নত ও আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবার চিন্তা-ভাবনা করার মত কেউ থাকবে না। কারণ কুসন্তান কখনো সুচিন্তায় অভ্যস্থ হতে পারে না।

লোকশ্রুতি মতে একাত্তরে হানাদার বাহিনী আমাদের নারী সমাজকে ধর্ষণ করেছে। যার ফলে অনেকের অপগর্ভ হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদেরকে বীরাঙ্গনা উপাধিতে ভূসিত করে দেশের কোন এক অজ্ঞাত ও নিভৃত স্থানে রেখে দেয়া হয়েছে। যাতে এসব হতভাগিনীদের বিষ নিঃশ্বাসে দেশ কলুষিত না হয়। অবশ্য পরবর্তীতে এদের কি পরিণতি হয়েছিল তা দেশবাসী আজও জানতে পারেনি। তবে গতস্য সূচনা নাস্তি হলে বর্তমানে ধর্ষিতাদের ব্যাপারে কোন কিছুই যে হচ্ছে না তা অস্বীকার করার উপায় নাই। প্রত্যহ ধর্ষনের খবরে জাতীয় সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠাগুলোই শুধু কলঙ্কিত হচ্ছে মাত্র। ছিটেফোঁটা দু'একটা ধর্ষণকারী ধরা পড়লেও তোমন কোন আদর্শ শাস্তির কথা আজও পর্যন্ত শুনা যায়নি। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বর্তমান নারী সমাজও এ ব্যাপারে নির্দোষ নয়। রূপের প্রশ্রয় নিয়ে পাতলা ফিনফিনে পোশাক পরে যখন তারা মার্কেটিং-এ বের হয় তখন ধর্ষণকারী নরপশুরা মাথা ঠিক রাখতে পারে না। জন্মগতভাবে নারীগণ পুরুষের জন্য লোভের বস্তু । আর তা যখন নারীদের বেহায়াপনার কারণে হাতছানি দেয় তখন এসব কর্মকাণ্ড না হয়ে পারে না ।

নারী স্বাধীনতার কুফল

পশুর মত অবাধ যৌনাচার ও ব্যভিচার যে বেহায়াপনা ও নারী স্বাধীনতারই ফল এ বাস্তব সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে নাকি?

এটা যে মানবতা বিধ্বংসী পশুসুলভ কারবার একথা স্বতঃসিদ্ধ। ব্যভিচারের কুফল স্বরূপ ব্যক্তি সমাজ দেশ ও জাতি সবার সর্বনাশ ও অপমৃত্যু ঘটে এটা ইতিহাস পরীক্ষিত সত্য। তাই সৃষ্টির আদিকাল থেকে দুনিয়ার কোন নবী রাসূল মহামনীষী জ্ঞানী-বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবী কেউ ব্যভিচারের অনুমতি দেননি। অনুমতি দিয়েছে শুধু তথাকথিত মানবতা ও সভ্যতার ধ্বজা ধারী বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ। কিন্তু এর মারাত্মক পরিণতির শিকার হয়ে এখন তাদের হুঁশ হয়েছে এবং আত্মরক্ষার পথ খুঁজছে। ততক্ষণে তাদের সমাজ এমন বেসামাল হয়ে পড়েছে যে আত্মরক্ষার কোন পথ না পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দুর্গতির অতল তলে হাবুডুবু খাচ্ছে। এখন আমাদেরকেও সে সর্বনাশা ধ্বংসাত্মক দুর্গতির অতল সাগরে নিমজ্জিত করতে চাচ্ছে। আমাদের সংসারে তারা আগুন জ্বালাতে চাচ্ছে।

আজ যারা পুরুষের অধিকারে অর্ধেক ভাগ বসাতে হর-হামেশা চিল্লা চিল্লি করছে তারা যে মহালম্পট ও কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট তা তাদেরে কথার মধ্যেই পাওয়া যায়। কেননা তারা কি জানে না নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক দিয়ে মানসিক দিক দিয়ে গুণ ও বেশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কত পার্থক্য বিদ্যমান? এসব পার্থক্য ঘুচানোতো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যদি সম্ভব না হয় তবে নারী পুরুষের অধিকার ও কর্তব্য সমান হবে কেমন করে, কোন যুক্তিতে? শরীর বিজ্ঞানীগণ বিশ্লেষণ করে নারীও পুরুষের মধ্যে যেসব পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন তা নিম্নরূপ:

১. নারীর শরীর অম্লধর্মী এবং পুরুষের শরীর ক্ষারধর্মী।

২. নারীর শরীর চুম্বকধর্মী আর পুরুষের শরীর বিদ্যুৎধর্মী।

৩. নারীর শরীর স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল আর পুরুষের শরীর অস্থিতিশীল অরক্ষণশীল।

৪. সাধারণত পুরুষের দৈহিক গড় ওজর ১৪০ পাউন্ড এবং নারীর দৈহিক গড় ওজন ১২৮ পাউন্ড।

৫. পুরুষের দেহের মাংসপেশী৪১.৫% ভাগ আর নারীর মাংস পেশী ৩৫%।

৬. পুরুষের দেহের হাড়ের ওজন সাধারণত সাত সের আর নারীর দেহের হাড়েরওজন সোয়া পাঁচ সের ।

৭. পুরুষের দেহের শতকরা ১৮ ভাগ চর্বি, আর নারীর দেহে ২৮% চর্বি। জলীয় অংশ নারীর দেহে পুরুষের চাইতে বেশী।

৮. রক্তের লাল কণিকা নারীর চাইতে পুরুষের অনেক বেশি। পুরুষের এ কিউবিক মিলিমিটার রক্তে পঞ্চাশ লক্ষ রক্ত কণিকা থাকে আর নারীর থাকে ৪৫ লক্ষ।

৯. পুরুষের মগজের ওজন গড়পড়তা সারে ঊনচল্লিশ আউন্স, আর নারীর মগজের ওজন ৪৪ আউন্স। পুরুষের মগজের সর্বনিম্ন ওজন ৩৪ আউন্স আর নারীর সর্বোচ্চ ৬৫ আউন্স আর নারীর সর্বনিম্ন ৩১ এবং সর্বোচ্চ ৫৪ আউন্স, (প্রতি আউন্স আড়াই তোলা সমান)। উল্লেখ্য যে, মগজের ওজনের উপর নির্ভর করে বুদ্ধিমত্তার তারতম্য।

১০. নারীর পঞ্চোন্দ্রীয় পুরুষের পক্ষেন্দ্রীয়ের তুলনায় অনেক দুর্বল। ১১. নারীর মগজের বক্রতা ও প্যাচ পুরুষের তুলনায় অনেক কম। মগজের স্নায়ুমণিতেও বিরাট পার্থক্য বিদ্যমা।

১২. নারীর হৃদপিণ্ড পুরুষের হৃদপিণ্ড তেকে ওজনে ৬০ গ্রাম কম।

১৩. নারীর স্পন্দন পুরুষের চেয়ে নারীর মিনিটে ৫ বার বেশি।

১৪. শ্বাস প্রশ্বাসে পুরুষ ঘন্টায় ১১ ড্রাম কার্বন জ্বালাতে পারে আর নারী পরে মাত্র ৬ ড্রাম।

এখান থেকে বুঝা যায় নারীর দেহে অক্সিজেনের ভাগ কম। ১৫. দৈহিক শক্তিতে নারী পুরুষের চাইতে অনেক কম। পুরুষের চামড়ার দৈর্ঘ্য ১.৮ মিটার আর নারীর চামড়ার দৈর্ঘ্য ১.৬ মিটার । এছাতড়া পুরুষ হয় বলবীর্যবান, শক্তিশালী আর নারী হয় কোমল

ও লাজুক। পুরুষরা সাহসী আর নারীরা ভীরু। পুরুষ চিন্তাশীল ভাবুক আর নারী স্বভাবধর্মধী পরশ্রীকাতর। পুরষের চিন্তাধারা জাগ্রত ও বিপ্লবী নারী চিন্তাধারা সুপ্ত ও সাম্য। পুরুষ আলোড়নকারী। নারী প্রেরণা দানকারী। এ সমস্ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারী পুরুষের মত শক্তিশালী নয়। সূক্ষ্মদর্শী নয় চিন্তাশীল নয় বিপ্লবী নয়। আবিস্কারক নয় ধৈর্যশীল নয়। জ্ঞান-বুদ্ধি ও সৃজনশীলতায় নারী পুরুষ হতে অনেক গুণ কম। তাদের মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী সরল সহজ। পুরুষের মস্তিষ্কের ন্যায় সূক্ষ্ম ও জটিল নয়। এজন্য কোন নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করার পরও নতুন কিছু আবিষ্কার করে জগৎকে মুগ্ধ করতে পারেনি। নতুন থিউরী দিয়ে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। সুশাসক হয়ে প্রজাসাধারণের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারেনি। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে নারীর কি কোন অবদান আছে? নারী কোন দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে সমুদ্র গর্ভে, পর্বত শিখরে অথবা মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারেনি। করলেও কদাচিত। নারী কোন যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক, ধর্মযাজক ধর্মনেতা বা পয়গাম্বর হযেও আসেনি। মোটকথা, প্রকৃতগতভাবে নারীর মধ্যে যেসব দুর্বলতা বিদ্যমান নারী ও পুরুষের মধ্যে যেসব পার্থক্য বিদ্যমান তা কোন বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করেও ঘুচানো সম্ভব নয়ী। প্রকৃতির নিয়মকে লংঘন করা যাবে না। নারীর মুখে যেমন গোঁফ গজানো যায় না,তেমনি পুরুষের বুকেও স্তন স্থাপন করা যায় না। নারীকে দুধ ডিম কলা ইত্যাদি বলকারক খাদ্য খাইয়েও বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারক বানানো যায় না । তেমনি কোন যন্ত্র প্রয়োগ করেও পুরুষের পেটে সন্তানের ব্যবস্থা করা যায় না।

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নারীকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কই ক'জন নারী নব আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে পণ্ডিত করেছে? কোন নারী সমুদ্রের তলদেশ থেকে মণিমুক্তা আহরণ করে এনেছে? কোন নারী নাবিক হয়ে দেশ-দেশান্তর পাড়ি জমিয়েছে? কে কবে হিমালয় শৃঙ্গে অভিযান করেছে? গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে কে কবে বাঘ সিংহ হাতী গন্ডার শিকার করেছে? যারা একটা বিড়াল মারার ক্ষমতা রাখে না তাদের

আবার স্বাধীনতা? যতসব অসাধ্য দুঃসাধ্য কঠিন ঝুকিপূর্ণ কাজ তা সব পুরুষ করেছে, করছে।

আর অদিকারের বেধায় সমান, হায়রে অধিকার কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। নারী ও পুরুষের মধ্যে এতসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমান অধিকারের দাবী তোলা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। নারীর জন্য যা কল্যাণজনক ও উপযোগী তা আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছেন। নারীর প্রতি কোন অত্যাচার অবিচার করা হয়নি।

হযরত মোহাম্মাদ (সা.)-এর মাধমে যা দেবার তা একটুও কম দেয়া হয়নি। আজ তো নারীকে দাসী বানানো হয় না, কন্যা সন্তানকে আর গলা টিপে হত্যা করা হয় না । মৃত স্বামীর সাথে তো সহমরণে যেতে হয় না। বনবাস দিয়ে তো আর হিংস্র প্রাণীর মুখে তুলে দেয়া হয় না। শিক্ষার অধিকার থেকেও তো বঞ্চিত করা হয় নাই। তবু যদি নারী পুরুষের সমান অধিকার চায় বা দেয়া হয় তাহলে ধ্বংস তো অনিবার্য। নারী যদি বাজারের পণ্য হতে চায় তাহলে সেটা হবে তাদেরই দুর্ভাগ্য ।

আধুনিক সভ্যতায় নারীর প্রাপ্তি

পৃথিবীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি সভ্যতা শেষ পর্যন্ত নারীকে কতটুকু মর্যাদা দিতে পেরেছে তা আজ পরিষ্কার। বরং পাশ্চাত্যের সমাজে আজ ইউসেনলিবের সোচ্চার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সভ্য দেশে কেন নারী স্বাধীনতার এই উচ্চ নিনাদ বেজে উঠেছে?

চীনের দিকেও যদি দৃষ্টি ফিরাই তাহলে দেখা যাবে সেখানেও নারীর অধিকার ও মর্যাদা ভীষণভাবে লুণ্টিত । সে কারণেই একজন স্বনামধন্য চীনা নারী তার রচনায় উল্লেখ করেছেন- “এখানে নারী কি হতভাগিনী। পৃথিবীতে তার মত মূল্যহীন বস্তু আর নেই!”

খৃষ্টান সমাজেও নারীকে যথেষ্ট খাটো করে দেখা হয়েছে। স্বয়ং যিশুখৃষ্ট কোন নারীর পানি গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকা এবং তাদের ঘৃণার চোখে দেখার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। খৃষ্টান জগতের বিশিষ্ট ধর্মযাজক টারটু লিয়ানের মতে- নারী হল শয়তানের দোসর,

নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি আহ্বান কারিণী খোদাই বিধানের প্রথম লংঘনকারিণী এবং পুরুষের সর্বনাশকারিণী।”

তাহলে এবার আসুন দেখি চিরকালের লাঞ্ছিতা-বঞ্চিতা-নিপীড়িতা নির্যাতিতা এবং অধিকার বঞ্চিতা নারীকে ইসলাম কিভাবে সম্মান মর্যাদা ও অধিকার দিধেয় পরিবারে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম কিভাবে নারীর অধিকার রক্ষা করেছে। চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহানবী (স.)-এর আবির্ভাব তথা ইসলামের আবির্ভাব কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রেই বিপ্লব আনেনি সমাজ ব্যবস্থায়ও এনেছিল অচিন্তনীয় পরিবর্তন। সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণয় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে পরিণত হযেছে। যারা বলে থাকে ইসলাম নারীকে পরাধীন করেছে গৃহবন্দী করেছে- তারা যে ইসলাম সম্পর্কে একদম গণ্ডমূর্খ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মহানবী (সা.) উদাত্তকণ্ঠে আল কুরআনের বাণী মানুষকে শুনিয়েছেন, হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালনকারীকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন থেকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন অগণিত নারী-পুরুষ। আর ভয় কর আল্লাহকে। (নিসা-১)

অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, নারী-পুরুষ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নিকট নারী পুরুষে কোন পার্থক্য নেই। তিনি প্রতিটি মানুষের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে একে অপরকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও তিনি সৃষ্টি করেছেন। এভাবে নারী-পুরুষের মাঝে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তা সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে, পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ্ পাকের এই শাশ্বত বাণী সামনে রেখে দেখা যাক, ইসলাম কিভাবে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করেছে।

নারী ও পুরুষ এক শ্রেণীর নয়

নারী এবং পুরুষ আল্লাহর প্রবীণতার সৃষ্টি। তিনি ইচ্ছা করলে সব মানুষকে নারী অথবা পুরুষ করে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু ভিন্ন অবয়ব দিয়ে নারীকে সৃষ্টি করার কি মহান উদ্দেশ্য এ চিন্তা বা গবেষণা বর্তমানে আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। বরং পাশ্চাত্য অসভ্যদের ন্যায় নারীগণকে পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। নারীরা জোর গলায় আওয়াজ তুলছে, আল্লাহ নাকি নারী ও পুরুষকে সমঅধিকারের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ সমঅধিকারের তাৎপর্য কি বা পদ্ধতিই বা কি? এসব বিশ্লেষণ না করেই সমান অধিকারের ভুল অর্থ সৃষ্টি করে নারী প্রগতির নামে মেতে উঠেছে। কি সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে আল্লাহ নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তা অনুসন্ধান না করে তথাকথিত আধুনিকতার মোহে প্রলুব্ধ হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের আসন পরিত্যাগ করে লাঞ্ছিতা পদদলিত ও ধর্ষিতা হয়ে আজ তারা কেবল ভোগের সামগ্রী তথা বংশখণ্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছে। নারী শাসিত সমাজের কর্তা ব্যক্তিরা চাকুরি ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য কোটা নির্ধারণ করে দিলেই নারীদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। অপর দিকে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক বি,এ, এম, এ, পাস করে চাকুরি না পেয়ে সন্ত্রাস চুরি ডাকাতি করছে রিক্শা টেম্পু চালাচ্ছে। এতেও বেকারত্বের অবসান না হওয়ায় দেশ আজ কোন দিকে চলে যাচ্ছে।

কথায় আছে- মানুষ কাজ না পেলে আকাম করে। আকাম না পেলে কুকাম করে। নারীদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পুরুষের। নারীর মান-সম্মান খোরপোষ কিভাবে যোগাবে তা পুরুষরাই বুঝবে। বর্তমানে এ সত্যের স্বীকৃতি না দিয়ে নারীদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ দিয়ে সীমাহীন বিশৃংখলার আমদানী করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোটাপ্রাপ্ত হয়ে নারীরা চাকুরিতে প্রবেশ করেই যেসব অনর্থপাত ও লজ্জাকর ঘটনা ঘটাচ্ছে তা জাতীয় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করছে।

এসব দুর্ঘটনার ফীরিত্তি একত্রিত ও সংগৃহীত হওয়ার ব্যবস্থা হলে প্রতি মাসেই একটি করে বিরাট বই হয়ে যাবে। একেই বলে জাতীয় দুর্ভাগা।

আমাদের নারী সমাজকে আরো বেশি সর্বনাশ করেছে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিপ্র এনজিওগুলো। এরা জানে পুরুষকে কাবু করতে হলে নারী যন্ত্র আবশ্যক তাই তারা পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় নারী সমিতি গঠন করে তাদের সুদের ব্যবসা জমজমাট করেছে। এসব সমিতিতে পুরুষ সদস্য গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষিত মহল অবশ্যই অবগত যে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কি কৌশলের জাল বিস্তার করে এদের জয় করে গিয়ছিল। যে কারণে আমাদের বাপ-দাদারা দু'শ' বছর তাদের গোলামী করতে হয়েছিল। এনজিওদের পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী। যার ফলে এখন দেখা যাচ্ছে, এদেশের নারী সমন্বয়ে সমিতি গঠন করা হচ্ছে এবং সুদের ব্যবসা করা হচ্ছে। কিন্তু তা ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হতে হতে আমাদের চরম কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়ার যে ষড়যন্ত্র তা যে দিন পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হবে সেদিন দেখা যাবে আমাদের পায়ের নীচের মাটি অনেক দূরে সরে গেছে। আমাদের জানা আছে যে, বাবা আদমকে গন্দম (নিষিদ্ধ ফল খাওয়াতে মহিলা মা হাওয়ারও কিন্তু একটা ভূমিকা ছিল। শয়তান মা হাওয়াকেই সর্বপ্রথম তার কূটজালে আবদ্ধ করে ছিল। আল্লাহ পাক বলেন, নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। কিন্তু অন্যত্র আল্লাহ পাক ফরমান- "নিশ্চয়ই মহিলার চক্রান্ত মারাত্মক" । শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তার কূটজাল থেকে বাচার জন্যআউযুবিল্লাহ বা লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইত্যাদি নানা দোয়া কালাম আছে। যেগুলো পাঠ করা মাত্রই শয়তানের গায়ে আগুন লেগে যায়।

অতঃপর শয়তান পালাতে বাধ্য হয়। আযানের আওয়াজ শুনলে তো শয়তানের বেহাল অবস্থা হয়ে যায়। সে পেছন বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে। কিন্তু কোন মহিলা কাউকে সর্বনাশ করতে চাইলে শয়তানকেও সে হার মানায়। এখানে না চলে কোন দোয়া কালাম আর না চলে আযান। এখানে কামান দাগালেও কাজ হবে না। কারণ এখানে নাকি মন দেয়া নেয়া হয় । এদের একটি মন আছে। এই মনটির নাম রাক্ষুসী। এই রাক্ষুসী মনটা হযরত আপনার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে, নয়তো এমন কলংক আপনার জীবনে উপহার দিবে যা আমৃত্যু আপনি অনুশোচনায় ভুগতে থাকবেন। এ ধরনের দুর্ঘটনা হাজার নয় লাখ নয় অসংখ্য অগণিত ঘটেছে ঘটছে ঘটবে-ধর্মীয় অনুশাসন না মানলে। আমার মায়ের জাতিরা এ থেকে বাচতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার

ঘটাতে পারেন। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করুন অথবা ধর্মীয় বই পুস্তক পড়ুন বা মহামনীষীদের জীবনী পড়ুন। দেখবেন কোন পুরুষকে ধ্বংস করার মন-মানসিকতা থাকবে না, কোন ছেলে উত্তক্ত করলেও তার প্রতি ঘৃণা আসবে। বাড়ি থেকে বের হতে হলে বোরকা বা চাদরাবৃতা হয়ে বের হোন। দেখবেন যত বড় অসভ্যই হোক না কেন আপনাকে মায়ের নজরে দেখতে বাধ্য। কিন্তু হায়! এ ধরনের নছীহত উপদেশ কত যে হচ্ছে। একদিকে একদল হর-হামেশা নছীহত করছেন অপরদিকে আরেকটা বড় দল নারীকে টেনে আনছে রাজপথে। তারা মিটিং করছে হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মিছিল করছে, জোর গলায় শ্লোগান দিচ্ছে। আর পুলিশ যখন তাদেরকে লাঠিপেটা, পরণের বস্ত্রহরণ করে নেয় তখন এই নারকীয় দৃশ্য কয়জন মানুষ সহ্য করে নিতে পারে? এ হল আধুনিক নারীর পাওনা। যেখানে গেলে নারীদের ধ্বংস অনিবার্য সেখানে আজ নারীরা দল বেঁধে যাচ্ছে। এখনও সময় আছে ফিরে আসুন আপনার ঘরে। গায়ে পড়ে এত কথা বলা হচ্ছে এজন্য যে, নারীরা পুরুষদের অর্ধাঙ্গিনী। শরীরের অর্ধেকটা যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায় তাহলে মানুষটটা যেমন চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায় তেমনি বাংলার নারী সমাজ তথা অর্ধেকেরও বেশি স্থানচ্যুত গৃহচ্যুত হওয়ার ফলে বাংলার পুরুষ সংখ্যার অর্ধেকও আজ বিপথগামী হয়ে যাওয়ার কারণে স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও দেশের কোন উন্নতি হচ্ছে না।

আমাদের অর্ধাঙ্গিনীরা বেহায়া নির্লজ্জ হওয়ার কারণে বাংলাদেশের অর্ধেক লোক আজ আমাদের প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। এ কারণেই দেশের এই করুণ দশা। মেয়েটা স্কুল-কলেজ থেকে অক্ষত হয়ে ফিরে আসবে কি না এ চিন্তায় আমরা প্রতিটি মা-বাবা চিন্তা করে মরছি।

নারী প্রতিবাদীনীরা সভা করে হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জোর গলায় বলে যে, বোনেরা! আমরা পুরুষের দাসী হয়ে জীবন কাটাতে সৃষ্টি হইনি। ওহে নারী! কে বলে তুমি দাসী? তাহলে কি ধকের হাতে পরে ধর্ষিতা হতে পুলিশের হাতে পরে বিবস্ত্র হতে কাঁচাবাজারে অন্যান্য মার্কেটে পুরুষের ধাক্কা টিটকারী ও ফিসফিসানী সহ্য করতে সৃষ্টি হয়েছেন? আধুনিকতা আপনাদেরকে পশুতে পরিণত করেছে। পশুর চেয়ে দাসীতো অনেক ভাল । নারীরা

শুনুন, মন দিয় শুনুন! আপনারা দাসী নন পুরুষের সম্রাজ্ঞী । আপনারা ঘরের লক্ষ্মী। আপনারা নির্ধারিত অঙ্গনে বসে সম্রাজ্ঞীর আসন অলংকৃত করুন। আপনাদের সেবায় পুরুষ জাতি। নিজেকে দাসী বলে নিজেই অপমানিত হবেন না। যেহেতু আপনারা আমাদের মা-বোন-স্ত্রী ।

নারীর ইজ্জতের গ্যারান্টি পর্দা

অনিয়ম অরাজকতা নেই জংগলের হিংস্র হায়েনাদের মাঝে। বাঘের গুহায় সিংহ প্রবেশ করে না। শৃগালের গর্তে বাঘপ্রবেশ করে না। হিংস্র অসভ্য হয়েও তারা নিজ নিজ অবস্থানে আছে।

মহাবিশ্বেও নেই কোন অনিয়ম, নেই কোন ঝগড়া- ফ্যাসাদ। অগনিত তারকারাজি পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষগুণ বড় সূর্য রাতের মায়াময়ী চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সবাই নিজ নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে চলেছে অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে। নিজের কক্ষপথ পরিত্যাগ করে অন্যের কক্ষে কেউ কোন দিন ঘোরাফেরা করার জন্য মুহূর্তের জন্যও যায়নি। যাবেও না কোন দিন। এ জন্যই এরা সৃষ্টির পর থেকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি। একটার সাথে আরেকটা ধাক্কা লেগে টুকরা টুকরা হয়ে মাটিতে পড়ে যায়নি। ধ্রুব তারা সৃষ্টির পর থেকে উত্তম আকাশে নির্দিষ্ট স্থানে উদিত হচ্ছে এবং আল্লাহ্র বিধান মেনে স্বীয় কর্তব্য পালন করে দিক নির্ণয়ের পন্থা নিরূপণ করে চলছে। সূর্য পূর্বাকাশ থেকে সকালবেলা লাল হয়ে উদিত হচ্ছে নিয়মিতভাবে। ধ্রুব তারা উত্তম আকাশ হতে সরে গিয়ে কোনদিন পূর্ব পশ্চিম অথবা দক্ষিণ আকাশের কোলে আবির্ভূত হয়নি। সূর্য সবুজ বা কালো কিংবা সাদা হয়ে পশ্চিম দক্ষিণ কিংবা উত্তর আকাশে সন্ধ্যে দুপুর বা বিকেলে উদিত হয়নি। পূর্ণ চব্বিশ ঘন্টাতেই দিবা রাত্রি সংঘটিত হচ্ছে। কখনো ২৩ বা ২৫ ঘণ্টাতে হচ্ছে না। কোন অমাবশ্যায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যায় না, আবার কোন রাহু গ্রাসে পূর্ণিমার রাতে অমাবশ্যাও হয় না। এত সব সুশৃংখলাতে কারো কোন কারিগরি নেই। অদৃশ্য মহান শক্তির নির্ধারিত নিয়মেই বিশ্বের প্রতিটি পদার্থ তার কাজ করে চলেছে।

অন্যথায় জীবন হয়ে উঠবে অচল ও দুর্বিষহ। পুরুষের পরিবর্তে নারীর স্বাভাবিকভাবে গোঁফ দাড়ি উটে না। আর নারীর পরিবর্তে পুরুষের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের অনিয়ম ও অবস্থার অপুর্ণতা চরম পর্যায়ে উপনীত হবে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বয়ে চলছে নিয়মের রাজত্ব। তেমনি পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিয়ম-শৃংখলা রক্ষার জন্য এবং সংঘাত বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণকল্পে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী-পুরুষের অবস্থান ও কর্মক্ষেত্রের পৃথক পৃথক গণ্ডী নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কারণ, শয়তান পুরুষের নিকট নারীকে আকর্ষণীয় করে তোলে এবং চরিত্রহীন লোকেরা তাকে সুন্দরী মনে করে তার পেছনে লেগে যায় এবং তাকে নিয়ে কুৎসিত কল্পনায় মেতে উঠে তা বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা চালায় ।নবীজী (সা.) বলেছেন- নারীরা পর্দার আড়ালে থাকার জিনিস। যদি (বিনা প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে) বের হয় শয়তান তার পিছু লেগে যায়। (তিরমিযি)

তাই যখনই কোন পর্দাহীন নারীর প্রতি কোন পুরুষের দৃষ্টি পড়ে তখন তার চিত্তে চাঞ্চল্য জাগে। গোপন সাধ জাগে তার সাথে কথা বলা, তাকে কাছে পাওয়ার। তাকে মনে ধরে গেলে যাবতীয় কাজকর্ম পরিত্যাগ করে সে চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠে। এতে তার জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে সে হীনবীর্য হয়ে পড়ে। এমন হীনবীর্য যুবক সম্প্রদায় দ্বারা উন্নত চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ পরিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী আশা করা যায় না। অনেক সময় তারা রাতের পর রাত ঐ সমস্ত কুচিন্তায় লিপ্ত থাকে। নিদ্রাহীনতায় ভোগে ভোগে উন্মাদের খাতায় নাম লিখায়। অনেক নিদ্রাহীনতার কষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত জনকে না পেয়ে না পাওয়ার বেদনায় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের ঘটনা আজ নিয়মিত রুটিনে রূপ নিয়েছে।

এ সমস্ত মাদকাসক্ত দুর্বল মস্তিষ্কের হীনবীর্য চরিত্রহীন নাগরিক দ্বারা শুধু মাত্র একটি দুর্বল জাতিও দুর্বল রাষ্ট্র উপহার মিলে। আল্লাহ পাকের সুন্দর নিয়ম-বিধি লংঘনের ফলেই এ দুর্যোগ জাতির ঘাড়ে নেমে আসে। তথা কথিত প্রগতিবাদীরা পর্দাপ্রথাকে

নারী বন্দি মনে করায় কিন্তু এ দশা হয়েছে। তাই পর্দা প্রথা প্রগতির অন্তরায় হতে পারে না।

বরং এই প্রথা মানুষকে পশুত্ব থেকে রক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। পর্দা একটি সম্মান জনক বাংলা শব্দ। এর আরো অর্থ রয়েছে। যেমন প্রতিহত করা, ঢেকে রাখা ইত্রাদি। পর্দার নাম শুনলে আমাদের সমাজে এক ধরনের ভীতিকর আশংকাজনক দৃশ্যের চিত্র ফুটে উঠে। তাছাড়া অধিকাংশ নারী-পুরুষ মনে করে থাকে যে, পর্দা কেবল নারীদেরকে আবদ্ধ রাখার এক ধরনের চরম বিধান। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তারা নারীদের উপর একদিকে যেমন পর্দার বিধান চাপিয়ে দেয়; অন্য দিকে নারীদের রূপ-লাবণ্য সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বিভিন্ন রকম কলা-কৌশল অবলম্বন করে। তাদেরকে বিবস্ত্র অবস্থায় পুরুষদের সাথে হাতে হাত তালে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে তৈরি করে। আসলে পর্দা কি কেবল নারী বা পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। তাহলে দেখা যাক ইসলাম এ ব্যাপারে কি বলেছে?

হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) ইরশাদ ফরমান-বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মহিলাদের ঘর থেকে বের হবার অধিকার নেই। তবে যদি ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হয়, মাতা-পিতাকে দেখার উদ্দেশে বা মুহরিম আত্মীয়ের সাথে দেখা করা, কোন রোগীর সেবা বসা করা, মহিলা মুর্দাকে গোসল দেয়ার উদ্দেশে ঘরের বাইরে যেতেই হয় তবে কোন আতর সেন্ট লিপস্টিক না মেখে অলংকার ও জাকজমক পোশাকাদি না পরে সাধারণ চাকচিক্যহীন বোরকা বা চাদর দ্বারা আপাদমস্তক ঢেকে বাইরে যেতে হবে। নবীজী (সা.) বলেছেন- মহিলারা যখন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে কোন সমাবেশের নিকট দিয়ে যাতায়াত করে তখন সে ব্যভিচারিণী মহিলা বলে বিবেচিত হয়।(তিরমিযি)

আকর্ষণীয় পোশাকে আবৃত হয়ে যখন রাস্তায় হাঁটবে তখন যেন রাস্তার মাঝখান দিয়ে না হেঁটে রাস্তার কিনারা দিয়ে চক্ষু নিম্নগামী করে পথ চলে।-(তিবরানী)

পবিত্র কুরআনে রয়েছে- আল্লাহ পাক বলেন! হে রাসূল! আপনি মুসলিম মেয়েদেরকে বলে দিন তারা যেন নজর নিচের দিকে রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে ও অলংকারাদি অন্যকে না দেখায়ে বেড়ায়।- (সূরা-নূর)

দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখতে হবে। কেননা যে দেখে এবং যাকে দেখানো হয় উভয়ের প্রতি লা'নত । (মিশকাত) তাই পর্দা সহকারে যেখানে পুরুষের ভিড় নেই তেমন নিরালা স্থানে রাস্তার কিনারা দিয়ে হাঁটতে হবে ।

অনেক সময় বদমায়েশ পুরুষরা রাস্তা-ঘাটে মেয়েদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তালু কুনুই দিয়ে মেয়েদের বুক বাহুসহ অনাবৃত অঙ্গ স্পর্শ ও মর্দন করতে দ্বিধাবোধ করে না চক্ষের পলকে এহেন ঘটনা ঘটিয়ে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলে যায় যেন কিছুই ঘটেনি। পুরুষের উদ্দেশে বলা হয়েছে- "তোমরা দু' নারীর মাঝখান দিয়ে পথ চলো না।" (জামিউল ফাওয়ায়িদ) মন যদি চায় তবু কোন বেগানা পুরুষকে দেখা যাবে না। (আল-হাদীস) এমনকি কোন বেগানা পুরুষও যেন তাকে না দেখে এমন ব্যবস্থার সাথে পথ চলতে হবে ও ঘরে অবস্থান করতে হবে। হযরত মা ফাতিমা (রা.) বলেন, মহিলাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম জিনিস হল মহিলারা পুরুষদেরকে দেখবে না এবং পুরুষগণও মহিলাগণকে দেখবে না ।

পর্দাহীন মহিলারা শয়তানের ছুরত ধরে সামনে আসে আবার শয়তানের ছুরতেই পিছন ফিরে চলে যায়। (মিশকাত)

কারণ, এসব মেয়েরা শয়তানের মত কুচিন্তা অন্তরে ঢুকায় এবং যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায় তখন ঐ মানুষের মনে কামভাব জাগায় এবং নফসকে উত্তেজিত করে। পিতার সামনে সাবালিকা মেয়ের এবং মায়ের সামনে সুস্থজ্ঞান ও বিবেকবান পুত্রের যৌনাঙ্গ প্রদর্শন যেমন হারাম তেমনি স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীকে সতর (অঙ্গ) দেখানো কবীরা গুনাহ। আর সতর হলো যৌনাঙ্গ সম্বন্ধে সচেতন নারীর মুখমণ্ডল হাত ও পায়ের পাতা ব্যতীত দেহের বাকী অংশ। পুরুষের সতর নাভী হতে হাটু পর্যন্ত ।

মেয়েরা সাবালিকা হবার পর পুরুষের জন্য তার মুখ ও হাতের পাতা ব্যতীত আর কিছুই দেখা জায়েয নেই। (আবু দাউদ) সম্মানিতা মা ও বোনেরা আজ আমরা কোথায়? কোথায় আমাদের হায়া-লজ্জা? চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে দেখুন ও গভীরভাবে ভাবুন। মেয়েদের দেবর, ভগ্নিপতি ও বিয়াই থেকেও দূরে থাকতে হবে। এক্স ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বিধায় এদের সাথে হাসি তামাশা ঠাট্টা-বিদ্রূপ মশকরা করার সুযোগ পেয়ে থাকে। এদের সামনে আকর্ষণীয় মুখমণ্ডল হাত পা আবৃত করে রাখতে হবে। অধিকাংশ বিশৃংখলা ও কবীরা গুনাহ এদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। তাই এদের সম্মুখে প্রথম শ্রেণীর পর্দা করা অবশ্য কর্তব্য। যেমন- মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করা। বলা হয়ে থাকে, মহিলারা যেন বড় চাদরের ঘোমটা দ্বারা তাদের চেহারা আবৃত করে রাখে। কারণ, পুরুষরা সর্বপ্রথম মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বিচিলিত হয়। তা সে কালো চেহারার মহিলাই হোক না কেন।

আজকাল এ সমস্ত ফ্যাশনেবল মেয়েদের উদ্দেশে একথা বললে জানি না আল্লাহ পাক তাদরেকে বুঝ দিবেন কি না। তাদেরকে এসব কথা বললে উল্টো করে কটু কথা শুনিয়ে দেবে। কারণ পর্দাতো এদের মনের ব্যাপার!

পর্দা-ব্যবস্থা মহান আল্লাহ পাকের এক কুদরতী বিধান। যা নাযিল করে তিনি মেয়েদের জীবন ও ইজ্জতের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তার কর্মক্ষেত্রেই তাকে রাণীর আসন দান করেছেন। এই রাণী যাতে তার কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথে চালিত না হয় এবং পুরুষও যাতে নারী কর্মক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করতে না পারে। পর্দার লক্ষ্যে মহানবী (সা.) বলেছেন মহিলারা পর্দার আড়ালে থাকবে। তারা যখন বের হয় শয়তান তাদের অনুসরণ করে। (তিরমিযি)

মহিলারা হল শয়তানের রশি অথবা শয়তানের জাল। বলা হয়েছে, বেগানা পুরুষের সামনে সাজগোজ করে হেলেদুলে চলাফেরা কারিণী মহিলারা কিয়ামতের অন্ধকারের ন্যায়, যার মধ্যে কোন আলো থাকবে না। (আল-হাদীস)

আরো বলা হয়েছে, মহিলারা মিহি কাপড় পড়বে না যাতে তাদের দেহের গোপনীয় অংশ বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। (মিশকাত)

অন্ধ ব্যক্তিকেও পর্দা করতে হবে। অল্প বয়সী শাশুড়ির সাথে জামাতার পক্ষে নির্জনে কথা বলামাকরূহ। এতে ফিতনার আশংকা আছে। উকিল পিতা উকিল মেয়ে একজনের সম্মুখে অপরজন যাওয়া হারাম।

আর ধর্মপিতা মাতা সম্বন্ধ করা হারাম। চক্ষু কর্ণ হাত পায়ের পর্দা করার কথা বরা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি দ্বারাই যিনার গুনাহ হয়ে থাকে। গায়রে মোহরেমের দৃষ্টি হঠাৎ পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে নিতে হবে।(মুসলিম) অন্যথায় দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত যিনা হয়ে যাবে।।

তাই বাইরে বের হওয়ার দরকার হলে সাজগোজ না করে পাক পবিত অথচ চাকচিক্যহীন কাপড় গায়ে চাদর পুরু ওড়না জড়িয়ে কিংবা বোরকা পরে কোন সুগন্ধি দ্রব্য না মেখে বের হবে। (তিরমিযি) মুখমন্ডল ঢেকে প্রায়োজনে মুখমণ্ডল আলগা করে (এটা বয়স ও সৌন্দর্য সাপেক্ষে) ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে। যাতে শয়তান এবং তার আনুসারীরা কোন কুমন্ত্রণা দিতে না পারে ।

আজকাল পর্দানশীন ঘরের বৌ-ঝিরা বোরকা পরে ও সাজগোজ করে সেন্ট মেখে মুখমণ্ডল অনাবৃত করে বের হয়। এর কারণ হিসেবে তারা বলে থাকেন যে, এটাই নাকি তাদের স্বামীদের পছন্দ। স্বামীকে তো আর অসন্তুষ্ট করা যায় না। এতে নাকি দাম্পত্য জীবনে কলহের সৃষ্টি হয়। আসল কলহতো হবে পরকালে। পরপুরুষকে দেখানোর জন্য অথবা মানুষ তাকে মন্দ বলবে এজন্য সাজগোজ করে ঘরের বাইরে বের হয়ে নিজেরা যেমন দোযখের লাকড়ির উপযোগী হয় তেমনি স্বামীরাও এর জন্র বাধা না দেয়াতে একই অপরাধে অপরাধী এবং এই শাস্তি তাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

সাজগোজ করে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে এগুলো কাকে দেখাতে যাওয়া হয়- এই মানসিকতার জন্য অনুতপ্ত হওয়া দরকার নেই?

রাসূলুল্লাহর যুগেও তো মহিলাদের বাইরে বের হওয়ার প্রয়োজন হত। তাদের প্রয়োজনে তিনি বাধা দেননি। শরীয়তসম্মত পর্দা করে তারা নামাজের জামায়াতে যেতে পারতেন। আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে পারতেন। তবে নামাজের জামায়াতে পুরুষের সাথে মহিলারা মিলিতভাবে সেই কাতারে নামাজের অনুমতি দেননি। মহিলাদের জন্য পৃথক স্থান বির্ধারণ করা থাকত। নামায শেষে নবী করীম (সা.) ও তার পুরুষ সাহাবাগণ মহিলাদেরকে অগ্রে বের হওয়ার সুযোগ করে দিতেন। মহিলারা বের না হওয়া পর্যন্ত পুরুষরা তাদের নিজ নিজ স্থানে বসে থাকতেন। অথচ সে একই নবীর উম্মত দাবী করে আজ অফিসে বাজারে শহরে স্কুলে কলেজে পাশাপাশি বসে পুরুষের বেশে মহিলারাও কাজ করছে। বেপর্দা থাকার কুফল আমরা অহরহ দেখছি। মহিলা সংক্রান্ত দুর্গটনা প্রতিদিন ঘটার পরও আজ পর্দাপ্রথাকে মধ্যযুগীয় বর্বর আইন বলে আখ্যায়িত করে প্রতিদিন তাকে সমূলে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র চলছে। ষড়যন্ত্রকারীরা বলছে, এই যুগে যখন মহিলাদের সাধীনতা এসেছে মিহলারা প্রগতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করছে, তারা এখন পুরুষের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। সেই মুহূর্তে মধ্যযুগীয় বর্বর ইসলামী (?) আইন তথা পর্দাপ্রথার দিকে ফিরে যাওয়া হলে পিছনে এবং বর্বরতার দিকে ফিরে যাওয়া হবে। ইসলামী আইনে মহিলাদের কোন স্বাধীনতা নেই। ইসলাম মহিলাদের ঘরের বাইরের জগতের সাথে কোন সম্পর্ক রাখার সুযোগ দেয় না। তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে রাখতে চায়। এই আধুনিক যুগ আজ মহিলাদের আরো অনেক সুযোগ দিচ্ছে যা পর্দার মাধ্যমে আশা করা যায় না। তাই পর্দাপ্রথাকে ছিঁড়ে কেটে নারীকে বের করে এনে পুরুষের পাশাপাশি তার কর্মক্ষেত্র রচনা করা হয়েছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পর্দাপ্রথা নারীর স্বাস্থ্যকে দুর্বল করে ফেলে। তাকে বড় ধরনের রোগের শিকারে পরিণত করে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কমজোর করে ফেলে।

পর্দাপ্রথার কড়াকড়ির ফলে পুরুষেরা আজ নিজ ভাবী স্ত্রীকে ভাল ভাবে দেখে শুনে নিতেও সমর্থ হয় না। ফলে তালাকের হিড়িক পড়ে যায়। পর্দাপ্রথাই নারীকে সভ্যতা সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখছে। এ ধরনের খোড়া যুক্তির কথাগুলো

এই ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের সমাজে ঠিক মত কাজে লাগিয়ে এবং নারীকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে লাভ হয়েছে এতটুকু যে, আজ নারী স্বামীর উপর নির্ভর করছে না। অফিসের বসের মূল্যায়নের চেয়ে স্বামীর মূল্যায়ন অনেক অনেক কম। স্বামীর কাছে সে শুধু মাথাটি বিক্রি করে রেখেছে আর বাকী সব অফিসের কর্মকর্তাদের নিকট বিক্রি করা। যার ফলে দাম্পত্য জীবনে যৌন সম্পর্ক ছাড়া হৃদয়ের সম্পর্ক দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। কারণ একটা মাত্র হৃদয় তো আর কয়েকজনকে দেয়া যায় না। এ ধরনের বেপর্দা মহিলার স্বামী তরকারীর ঝোল খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এছাড়া বেচারা স্বামীর আর কিই বা করার আছে। প্রগতির জালে তিনিও তো বন্দী হয়ে এই সুরেই কথা বলছেন।

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারায় আজ আমাদের দেশের পবিত্রতম সুন্দর মার্জিত সমাজ-ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। অফিস আদালতে মার্কেট দোকানে কোর্ট কাচারীতে স্কুল-কলেজ ভার্সিটিতে চলছে যৌনতার মহড়া। ধর্ষণে সেঞ্চুরী করা হয় যে সমাজে সে সমাজের মুখ থুবড়ে পরবে না তো উন্নত হবে? বড় বড় শহরগুলোতে বিশেষ করে মহানগরীর প্রায় এলাকাতেই অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে এই ব্যবস্থার জয় জয়কার। আবাসিক হোটেলগুলোত গণিকালয়েই পরিণত হয়ে গেছে। এই ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করেছে ডিস এন্টিনা, ডিসিআর। সিনেমাগুলোতে চলছে উলঙ্গ নৃত্য আর যৌন উত্তেজনামূলক দৃশ্য প্রদর্শনী। দেশের অধিকাংশ পত্রিকা আপত্তিকর ছবি ও অশ্লীল লেখা ছাপিয়ে ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসেছে। এসব পত্রিকার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এমন কোন কাজের মেয়ে পাওয়া যাবে না যারা যৌন হয়রানীর শিকার হচ্ছে না। আজকাল পত্রিকা খুললেই চাচা-ভাতিজি মামা-ভাগ্নি, ধর্মপিতা, ধর্মকন্যাসহ আপত্তিকর অসংখ্য অবৈধ অসম প্রেমের ঘটনাও দৃশ্যমান হচ্ছে। একবার পত্রিকায় দেখেছিলাম শ্বাশুড়িকে নিয়ে জামাই উধাও। এই হল পর্দাহীনতার প্রভাব। অতীব দুঃখের সঙ্গে আবারো বলতে হয়, অশ্লীলতার জোয়ারে ভেঙ্গে পড়েছে হাজার বছরে গড়ে উঠা এই বাঙ্গালীর পবিত্র মধুর পারিবারিক সম্পর্ক । শ্রদ্ধা ভালবাসার মায়াময় সমাজ আজ

ধ্বংসের মুখে। ফ্রিমিক্সিং-এর নামে আজ অবাধ যৌনাচারের হাট বসেছে। আর এই হাটের ক্রেতা বিক্রেতা ও মালামাল সবই তথাকথিত প্রগতির সন্তান।

বর্তমান প্রগতির সন্তানেরা যে কায়-কারবার আরম্ভ করেছে এই ব্যবসার কারণে ধ্বংস হয়েছিল প্রাচীন নূহ সম্প্রদায়, আদ, ছামুদ, লুত, মাদাইনবাসী, ফেরাউন অনুসারী সম্প্রদায়, হিজর সম্প্রদায়। আল্লাহর বিধানকে না মেনে আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে একেবারেই দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। পবিত্র কুরআন এর বাস্তব সাক্ষী। পর্দাপ্রথা আল্লাহ পাক প্রদত্ত একটি ফরজ বিধান । শত শত বছর যাবৎ এ বিধান মানা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বর্বর বিধান বলে একে পরিত্যাগ করে ইউরোপীয় নগ্নসম্রতাকে উন্নতমানের সভ্যতা হিসেবে তাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে সিফিলিস, গণোরিয়া, এইডস্ নামক মারাত্মক ঘাতক বাধির বিস্তার ঘটিয়েছে।

যে নারীকে প্রগতির কাজে সাহায্য করার জন্য ঘরের বাহির করা হয়েছে আজ সেই পর্দাহীন নারীর প্রতি পুরুষের কোন সম্ভ্রমবোধ নেই।

নারীকে প্রকাশ্য ব্যভিচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে তাদের কার্যকলাপকে বৈধ করার মানসে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একের পর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। কিশোর-কিশোরীদের বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্কের ফসল শিশু সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণের দায়িত্ব অভিভাবকের উপর ন্যস্ত করার আইন পাকা করার প্রয়াসও চলছে।

পবিত্র কুরআন বলছে- বলুন, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে। (আরাফ) তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না নিশ্চয়ই অশ্লীল আর মন্দ পথ। (বনী ইসরাইল)

আল্লাহ পাক অশ্লীল ব্যবহারের নির্দেশ দেন না। যার জন্য তিনি পর্দার বিধান দিয়েছেন। অথচ তাঁর বিধানকে উপেক্ষা করে আধুনিক সভ্যতার পতাকা বাহীরা নিজস্ব মতামত জাহির করে নারীকে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র গৃহ থেকে টেনে এনে প্রগতির নামে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছে। ওদের প্রধান উদ্দেশ্যই-এটা কোন প্রগতির উন্নতি নয়। বিচার বিশ্লেষন করলে এবং মানুষ হিসেবে গভীর চিন্তা করলে অতি

সহজেই ধরা পড়ে যায়। পর্দাই হচ্ছে প্রগতির উন্নতির চাবিকাঠি । তাহলে প্রগতি কি? প্রগতি হচ্ছে, পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় জীবনের উন্নতি অগ্রগতি। যা নারী পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে সম্ভব হয়ে থাকে। তবে তা নারীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে নয়। কারণ পর্দাহীনতা নিয়ে আসছে মধ্যযুগীয় আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগের উচ্ছৃঙ্খলতা।

সুতরাং পর্দাপ্রথা প্রগতির বাধা নয় বরং পরিপোষক। আল্লাহর দেয়া পর্দার এই বিধান কি তার রাজত্বে কোন বিশৃংখল এনে প্রগতির অন্তরায় ঘটাতে পারে? অতএব, আমরা নিঃসন্দেহে ও নিঃসকোচে বলতে পারি, পর্দা নারীর ইজ্জতের গ্যারান্টি। পুরুষের জীবন সুন্দর করার একটি বিজ্ঞানসম্মত উত্তম বিধান ।

মহিলাদের রাস্তাঘাটে চলাফেরার নিয়ম নীতি

لَيْسَ النِّسَاءِ نَصِيبُ فِي عن ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) الْخُرُوجِ الأُمُصْطَرَةٌ وَلَيسَ لَهُنَّ نَصِيب في الطرق الا الحَواشِي.

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম (সা.) বলেছেন, অভি প্রয়োজন ছাড়া মহিলারা ঘর থেকে বের হবার অনুমতি নেই। আর রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলবে।

(কানযুল উম্মাল-১৬/১৬৩)

বিশেষ প্রয়োজনবশত ঘর থেকে বের হওয়ার নিয়মে উক্ত বলা হয়েছে যে, রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলবে না। কারন নানা ধরনের যানবাহনসহ সাধারণত পুরুষরা চলাফেরা করে। অনেক সময় অসাবধানতাবশত পুরুষের সঙ্গে বা যানবাহনের সঙ্গেও ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই রাস্তার পাশ দিয়ে চললে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না। তাই শরীয়ত বলছে যে রাস্তার একপাশ দিয়ে চলা চল কর। আমার মা ও বোনেরা! অকারণে রাস্তাঘাটে কিংবা হাটে-বাজারে বের হবেন না। ভাল না লাগলে মন প্রশান্তির জন্য কোন ভাল মহিলার কাছে চলে যান। তারপরও কোন বিশেষ প্রয়োজনে ঘর

থেকে বের হতে হলে রাস্তার একপাশ দিয়ে চলাচল করুন। আপনার মান সম্মান আপনিই হেফাজত করার চেষ্টা করুন।

নারীরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলবে না

একবার রাসূলুল্লাহ হাদীস : হযরত আবূ উসায়দ আনসারী (রা.) বলেন : (সা.) মসজিদের বাইরে গমন করছিলেন। পুরুষ ও নারীরা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে নারী-পুরুষরা পরস্পরে মিশ্রিত হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : নারীরা, তোমরা পিছনে সরে যাও, তোমাদের জন্যে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলার অনুমতি নেই। অতএব, তোমরা রাস্তার কিনারা দিয়ে চল। রাবী বলেন : এই আদেশের পর নারীরা ত কিনার ঘেঁষে চলত যে, রাস্তার ডানে-বামে প্রাচীর থাকলে তাতে সংলগ্ন হয়ে যেত। ফলে, তাদের কাপড় প্রাচীরে আটকে যেত । (আবূ দাউদ, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসেও নারীদেরকে পুরুষদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। নারীরা পর্দা সহকারে রাস্তা দিয়ে চললে তাদের কর্তব্য হবে মাঝখান দিয়ে না চলা। রাস্তার এই অংশটি পুরুষদের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। নারীরা কেবল কিনারা দিয়ে চলবে।

বিশেষ দরকারে বাইরে যাওয়ার বিধান

عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكِنَّ أَنْ تَخْرُجْنُ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদরেকে প্রয়োজন বশত বাইরে যেতে অনুমতি প্রদান করেছেন। (বুখারী-২/৭৮৮)

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলারা বিশেষ কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে পারবে। কেউ মারা গেলে, কোন সন্তান হলে, রোগীর সেবা-যত্নে পিতা-মাতার সাথে দেখা করার জন্য যেতে পারবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শরয়ী নিয়ম-কানুন এবং স্বামীর অনুমতি অবশ্যই প্রয়োজন । একা একা যাবে না কোন মাহরাম পুরুষকে সাথে করে

নিয়ে যাওয়া ভাল। কাছাকাছি কোনস্থানে যেতে চাইলে পুরুষ না থাকলে ছোট বাচ্চা নিয়ে যাবে। এতে চরিত্রহীন কোন পুরুষ একাভেবে মান-ইজ্জতের প্রতি আঘাত হানতে সাহস পাবেনা। তবে যুবতী মহিলারা এভাবে বের হওয়া বৈধ নয়। আজকাল যুবতীরা যখন যেখানে ইচ্ছা চলে যায়। এতে পিতা-মাতা বা স্বামীর অনুমতির তোয়াক্কা করে না। চতুর চালাক কোন বালক সাথে থাকা আবশ্যক। তাহলে শয়তান কোন পথ পাবে না। তবে সাজ-সজ্জা করে বের হওয়া জায়েয নেই। বরং সাধারণভাবে বের হবে।

মহিলাদের একা ভ্রমণ করা নিষেধ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الهَل عَلَيْهِ وَسلم قال لا تُسَافِرُ المَرأة ثلثة أيام الأمَعَ ذي محرم

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা.) বলেছেন, কোন মহিলা তিন দিন পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে না তবে তার সাথে কোন মুহরিম পুরুষ থাকলে অন্য কথা। (বুখারী-১/১৪৭)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্র নবী বলেছেন কোন মহিলার সঙ্গে মুহরিম পুরুষ থাকলেই কেবল সে কোথাও ভ্রমণ করতে পারে। (তাহাবী-৩৫৭)

মহিলারা থাকবে পর্দার অন্তরালে এটাই শরীয়তের দাবী। কোন পুরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা সম্পূর্ণ নিষেধ। কোথাও ভ্রমণে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হলে মুহরিম লোক সাথে নিয়ে পর্দা করে ভ্রমণ করা যায়। মুহরিম ব্যতীত ৭০ মাইল রাস্তা পর্যন্ত মুহরিমহীন ভ্রমণ করা মহিলাদের জন্য হারাম। একা একা হচ্ছে যাওয়াও নিষেধ। আজ এই আধুনিক যুগে পশ্চিমা কৃষ্টিতে প্রভাবিত হয়ে মহিলারা মুহরিম ছাড়াই ৭০ মাইল নয় হাজার মাইল পাড়ি দেয়। স্মরণ রাখতে হবে, ভ্রমণের এ পরিমান চাই একদিনে হোক বা এক অর্ধ ঘণ্টাই হোক তবু বিধিগত জায়েয নয়। সাথে আরো অনেক মহিলা থাকলেও জায়েয নেই। মুহরিম পুরুষ একজনই থাকা দরকার। এমন কি রেলগাড়ী, বাস কিংবা বিমানের সুরক্ষিত কামরায় থাকলেও না। এ পরিস্থিতিতে ভ্রমণকারিণী

যেরূপ গুনাহগার হবে তেমনি তার স্বামী পিতা-মাতা বা অন্যকোন অভিভাবক থাকলেও সে গুনাহগার হবে । সুতরাং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুন।

নারী ঘর থেকে বের হলে শয়তান তাদের সাথী হয়

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত । আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন, নারী হল পর্দা । নারী ঘর হতে বের হলে শয়তান তাকে চুপিসারে দেখতে থাকে । (এমন কি তার পেছনে গেলে যায়) তবে মহিলাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট অধিক পুণ্যের কাজ হল তারা ঘরের যে কোন কোণে অবস্থান করবে।

পর্দার প্রতি গুরুত্বারোপ করে ধরা হয়েছে যে, ঘরের বাইরে গেলেই শয়তান মহিলাকে দেখে চাকমুকি মারে এবং পেছনে পেছনে যেতে থাকে। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে এবং পর্দাবিহীন হয়ে ঘর থেকে মোটেও বের হবে না। ঘর থেকে বিনা দরকারে বের হলে শয়তানের ইচ্ছেমত গুনাহ করাতে সহজ হয়। অন্য কোন গুনাহ না করাতে পারলেও অন্তত বে-পর্দা কিংবা রূপ প্রদর্শনের গুনাহ করিয়ে ছাড়ে। অর্থাৎ মানুষ শয়তান অসভ্য বখাটেছেলেরা সে মহিলার অনুসরণ করে। তাকে দেখে বিভিন্ন যৌন কথা মনে আওড়াতে থাকে। আজকাল বখাটে ছেলেদের কাজ এটাই, যা বাস্তব। স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছাত্রীরা মাঝে মধ্যে বিড়ম্বনার শিকার হয় তা আজ বাস্তব। প্রায় ই শোনা যায়, অমুক ছাত্রীকে অমুকে প্রেম নিবেদন করেছে, কিডন্যাপ করেছে। আবার শোনা যায় মেয়েটি অনুক স্থানে পাওয়া গেছে।

তবে হাসপাতালে নয়ত মৃত অবস্থায়। দেখুন, কোন পর্দাশীলা মহিলা প্রেমিকের হাত ধরে উধাও হয়ে যায় না, তারা বংশের মুখে চুনকালি দেয় না। আজকাল কিছু মেয়ে তারা যেন অর্ধনগ্নের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। শরীরের স্পর্শ কাতর অঙ্গগুলো খোলা রেখে চলতে পারলে তারা নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে করে। কে কতজন বন্ধু যোগাতে পারল তা নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলে। সমাজের বাস্তব চিত্র তাই। মহিলাদের নির্লজ্জ চলাফেরার দরুন যুব সমাজ পাপে লিপ্ত হচ্ছে। অন্য কিছু না করলেও তারা

চোখের যিনা তো করছেই। এসিড সন্ত্রাস নারীদের বে-পর্দারই ফল। আবার তারা উন্নতমানের ভদ্র ব্যবহার করেও রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করে। এতেও বখাটেরা সুযোগ পায়। একজন ভদ্র মহিলা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হলেও পর্দাসহ বের হয় এবং কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করে না। রাস্তাঘাটে বের হতে সুগন্ধি ব্যবহার করার অর্থই পুরুষকে আহ্বান করা, আকৃষ্ট করা।

পুরুষ যাতে তাকে বাহবা দেয় সেজন্য অধিকতর সুন্দর পোশাকটি পরিধান করে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে তারপর উন্নত মানের সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে। নারীদের স্বভাবজাত ধর্ম হল অন্য লোক যাতে তার দিকে তাকায় সেজন্য খুব সাজ গোজ করে যেমন ইচ্ছা নিজেকে সাজানে, অন্য পুরুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নয়। ঘরে থেকে স্বামীকে দেখান, তাতে অনেক সাওয়াব হবে। স্বামী আপনাকে আরো বেশি ভালবাসবে। কানযুল উম্মাল কিতাবে রয়েছে যে, মহিলা যখন উত্তম পোশাক পরে তখন তাকে শয়তান আরো প্ররোচিত করে। তাই মহিলারা যেন সাদা এবং সাধারণ কাপড় পরিধান করে ঘর থেকে বের হয়। তারা ঘর থেকে বের হলে অহংকার প্রকাশিত হয় এমন পোশাক পরিধান করা সমীচিন নয়। লক্ষ্য করুন, বিয়ে শাদী বা অন্য কোথাও বেড়াতে গেলে যেমন সাজগোজ করা হয়। এগুলো কাকে দেখাতে চায় মহিলারা? আজকাল শহর ছেড়ে এ ফ্যাশন এসেছে গ্রামাঞ্চলেও। শহরে মহিলারা হাটে-বাজারে গিয়ে তরি-তরকারী কেনা থেকে শুরু করে সাধারণ ব্যাপারেও বাজারমুখী হয়ে পড়েছে। পুরুষরা মহিলদেরকে নিষেধ করেছে না। অধিকন্তু তাদরেকে এক শ্রেণীর প্রগতিবাদী পুরুষ আরো উৎসাহিত করছে। আর এজন্যই সমাজে ঘটছে নানা দুর্ঘটনা। আল্লাহ্র বিধান মান্য না করাই কি এর কারণ নয়?

সেজুগুজে ঘরের বাইরে গমনকারিণীর উপর আল্লাহ ক্ষুব্ধ হন

হযরত মাইমুনা বিনতে সাদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করিম (সা.) বলেছেন, যে মহিলা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে বাজারে গমন করা যেন নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে প্রয়োজনীয় কাজও পাতে পুরুষরা সহায়তা করে থাকে। এরপরও মহিলারা তা করতে বাধা নেই। তবে সেটি হতে হবে শরীয়ত মোতাবেক। পুরুষের অনেক কাজে মহিলারা সাধারণত আস্থা রাকতে পারে না। অনর্থক কোন বাহানা তৈরি করে শহরে বন্দরে ঘোরাফেরা করে। ভদ্র ঘরের মহিলারা এমনটি করতে পারে না। মুখের নেকাব উন্মুক্ত করে উচ্চেঃস্বরে পুরুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। মহিলাদের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র পুরুষের নিকট থেকে ক্রয় করে থাকে । ইসলামী শরীয়ত এ কাজটি নিষেধ করেছে। তবে প্রয়োজনবশত করা যেতে পারে। কোন পুরুষ না থাকলে বা কাজটি পুরুষের নয় এমন হলে বাইরে যেতে বাধা নেই। যেমন ডাক্তারের নিকট নিজে বা বাচ্চাকে নিয়ে যাবার প্রয়োজন। এ রকম পরিস্থিতিতে কোন পুরুষ না থাকলে যাওয়া যেতে পারে।

নিজ আত্মীয়-স্বজনদের কেউ অসুস্থ হলে বা মৃত্যুর সংবাদে কিংবা সন্তান প্রসবে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। এরকম অবস্থার সৃষ্টি হলে, এবং কোন পুরুষ না থাকলে যাওয়া যেতে পারে। এ রকম আরো অনেক প্রয়োজন হতে পারে এবঙ বাইরে যাওয়ার মত কোন পুরুষ না থাকলে হাটে বাজারে গিয়েও প্রয়োজনীয় কাজ যথাসম্ভব দ্রুত শেষ করে চলে আসতে পারবে । তবে এ সব কাজে অবশ্যই পর্দার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

সেজেগুজে বের হওয়া লা'নতের কারণ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِلس دَخَلَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ مُزَيَّنَه ترفلُ فِي زِيْنَةٍ لَهَا فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُو المسجد اِنْسَاءكُمْ عَنْ لَبْسِ الرِّينَةِ والتَبَخْتُرِفى فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَيْسَ نِسَاءهُم الزينة وتبَخْتَرُوا فِي الْمَسْجِدِ-

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদিন নবী করিম (সা.) কোন এক সভায় তাশরীফ আনলেন । তখন মুজাইনা গোত্রের এক মহিলা খুব সাজসজ্জা করে উক্ত সভায় হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে লোক সকল! শোন, সেজেগুজে বের হওয়া থেকে তোমরা তোমাদের মহিলাদের নিষেধ কর এবং অহংকারী পোশাক পরিধান করে মসজিদে গমন থেকে বারণ কর। বনী ইস্রাইলদের উপর তখনো পর্যন্ত লা'নত আসেনি যতক্ষণ তারা তাদের মহিলারা ফ্যাশন ধরে এবং অহংকারী পোশাক পরিধান করে মসজিদে প্রবেশ করেনি। (তারগীব-পৃঃ ৮৫)

বর্ণিত হাদীস দৃষ্টে বুঝা যায় যে, সাজ-সজ্জা করে বাইরে বরে হওয়া নিষেধ। বনী ইস্রাইলের লোকেরা এজন্যই ধ্বংস হয়েছিল। অর্থাৎ তাদের মহিলারা ইচ্ছামত সেজে গুজে যেখানে সেখানে চলাফেরা করত। তাই লোক দেখানো সাজগোজ জঘন্য অপরাধ। এ কারণে গোটা জাতির উপর গজব নেমে আসতে পারে। সুতরাং নারীরা যাতে এ ধরনের সাজসজ্জা করে গৃহের বাইরে না যেতে পারে সেজন্য অভিভাবক মহলের কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আবশ্যক অন্যথায় এ গুনাহের কাজে শরীক হবে পিতা মাতাসহ অভিভাবক সবাই ।

নারীর জন্য দুটি স্থানই পর্দা

- عنِ ابْن عَبَّاس اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَرَاةِ سِتْرَانِ الْقَبْرُ وَ الزَّوْجُ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা.) বলেছেন, মহিলাদের জন্য দটি স্থান পর্দা উপযোগী। (১) স্বামীর ঘর (২) মৃত্যুর পরে কবর। (কানযুল উম্মাল-১৬/১৭১)

আলোচ্য হাদীসের মর্ম হল এই যে, নারী সমাজের পর্দার স্থান হল যেখানে সে নিরাপদ থেকে পাপমুক্ত অবস্থায় বাস করতে পারে। তন্মধ্যে প্রথমটি হল স্বামীর ঘর এবং দ্বিতীয়টি হল মৃত্যুর পর কবর।

এছাড়া বাইরে কোথাও তারা নিরাপদ নয়। শহরে বন্দরে বাজারে, আত্মীয়ের বাড়িতে প্রয়োজন ছাড়া যাওয়া ঠিক নয় এবং নিরাপদও নয়। অধিকন্তু এগুলো পর্দারও পরিপন্থী। কারণ এ সমস্ত স্থান পরপুরুষদেরই আনাগোন বেশী।

আজকালের নারীরা অবাধ সুযোগ পেয়ে পুরুষের সমান তালে চলতে চায়। এতে সামান্যতম লজ্জাবোধও করেনা। সামান্য প্রয়োজন হলেই বাইরে চলে যাওয়া উচিত নয় । মান-সম্মানের খাতিরে হলেও এ কষ্টটুকু মেনে নেয়া কর্তব্য।

নারীর জন্য দুটি পর্দা

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, নারীদের জন্য দু'টি পর্দা রয়েছে, এবং হলো স্বীয় স্বামী অপরটি হলো কবর । এর মধ্যে কবর হলো অধিক পর্দার স্থান। সুতরাং এ দু'টিকেই নিজের আওতায় আনতে পারলেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ হবে। (তাবরানী)

ঘরের ভিতর পর্দা

ইসলামে পর্দা ব্যবস্থা পরিবারের পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব বিধানের জন্যে একান্তই অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, পর্দা ব্যবস্থা বাস্তবায়িত না হলে পারিবারিক জীবনে পবিত্রতা ও শান্তিপূর্ণ স্থিতি ধারণাতীত।

প্রথম পর্যায়

পর্দা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় হচ্ছে ঘরোয়া জীবনে, ঘরের অভ্যন্তরে পালন ও অনুসরণের নিয়ম-বিধান । কেননা ইসরামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত কর্মকেন্দ্র হচ্ছে তার ঘর। ঘরকেই আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করা এবং স্থায়ীভাবে গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করাই হচ্ছে মুসলিম নারীর কর্তব্য। কুরআন মজীদে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া মুসলিম নারী সমাজকে বলা হয়েছে :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَالْجَاهِلِيَّةِ الأول.

'এবং তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে বসবাস করো এবং পূর্বকালীন জাহেলিয়াতের মতো নিজদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহাংগ দেখিয়ে বেড়িও নাও।'

وبيو تُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ

"তাদরে ঘরই তাদরে জন্যে সুখ-শান্তি ও সার্বিক কল্যাণের আকবর।

হাদীস পন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, কিছু সংখ্যক মহিলা রসূলে করীম (স.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করলেন :

يَارَسُولَ اللّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللّهِ تَعَالَيفَهَلْ لَنَا عَمَّانُدْرِكَ بِهِ فَضْلَ الْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

"হে রসূল, পুরুষরা তো আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশিষ্টতা ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ প্রভৃতিদ্বারা আমাদের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর হয়ে গেছে। আমরা কি এমন কোন কাজ করতে পারি, যা করে আমরা আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা লাভ করবো?"

এ প্রশ্নের জওয়াবে নবী করীম (স.) বললেন :

. مَن قَعَدَتْ مِنكُن فِي بَيْتِهَا فَإِنهَا تُدْرِك عَمَل الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ تَعَالَى

'যে মেয়েলোক তার ঘরে অবস্থানকরলো, সে ঠিক আল্লাহর পথে জিহাদকারীর কাজ সম্পন্ন করতে পারলো।'

রসূলের কথা থেকে এ কথাটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মেয়েদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তাদের আবাস গৃহ, আর পুরুষদের কর্মক্ষেত্র বাইরে। জিহাদের সওয়াব পাবার জন্যে পুরুষদের তো যুদ্ধের ময়দানে যেতে হবে, দীনের দুশমনদের সাথে কার্যত মুকাবিলা করতে হবে, জীবন-প্রাণ কঠিন বিপদের সম্মুখে ঠেলে দিতে হবে, ঘর-বাড়ী থেকে বহু দূরে চলে যেতে হবে। কিন্তু মেয়েদের জিহাদ তার ঘরকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হবে এবং ঘরের দায়িত্ব পালন করলেই পুরুষদের জিহাদের সমান মর্যাদা ও সওয়াব লাভ করতে পারবে। জিহাদ কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي أَبَاءِ هِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا ابْنَاءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء أخواتهن وَلِإنسَاءِ هِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُن

'বাবা, চাচা-মামা, নিজ সন্তান, সহোদর ভাই, ভাই-পো, বোন-পো, মুসলিম মহিলা ও দাসদাসীদের সাথে দেখা। দেওয়াতে কোন দোষ নেই। '

সূরা 'আন্-নূর-এ একথাই বরা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে :

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الأَلِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ هِن او آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ هنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء

*এবং মেয়েলোকেরা-তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, গর্ভজাত ছেলে-সন্তান, স্বামীর পুত্র, সহোদর ভাই, ভাই-পো, বোন-পো, মেলা-মেশার মেয়েলোক, দাস, মেয়েদের প্রতি কোন দরকার হয় না এমন সব পুরুষ এবং যেসব ছেলেপেলে এখনও মেয়েদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়নি-এদের ছাড়া আর কারোর সামনে নিজদের সৌন্দর্যপ্রকাশ করবে না।

* মেয়েরা তাদের নিজ নিজ স্বামীকে দেখা দিতে পারবে, নিজের রূপ-সৌন্দর্যদেখাতে পারবে। শুধু তাই নয়, স্বামীর পক্ষে তার সমগ্র দেহকে দেহের প্রত্যেকটি অংগ-প্রত্যংগ দেখা সম্পূর্ণ জায়েয। নারী রূপ-সৌন্দর্য যৌবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্যই তাই। নারী তার স্বামীকে তা দেখাতে-দেখতে দিতে বাধ্য। দেখতে দিতে না চাইলে স্বামী বল প্রয়োগ করার অধিকার রাখে । যদিও স্ত্রীর যৌন অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত কারো মতে অশোভন, কারো মতে মকরূহ, আর কারো মতে হারাম। * কেবল বাবাকেই নয়, বাবার বাবা, তার বাবার ভাই, মায়ের ভাই ইত্যাদিকেও দেখা দেওয়া জায়েয।

কেবল নিজের বাবা-দাদাই নয়, মায়ের বাবাকেও দেখা দিতে পারে। দুধ বাবাকেও দেখা দেওয়া জায়েয। হযরত আয়েশার দুধবাপ ছিল আৰু কুয়াইস। সে হযরত আয়েশার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন :

لَا أَذْنُ لَه حَتَّى اسْتَاذَنَ فِيْهَا النَّبِي صَلى الله عليه وسلم .

"তাঁর সাথে দেখাদেওয়ার ব্যাপারে রসূলের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার আগে আমি তাঁকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেব না।'

পরে রসূলে করীম (স.)-কে তাঁর কথা বলা হলে তিনি বলেন :

انذَنُ لَهُ فَإِنَّهُ عَنَدِ

"হ্যাঁ, তাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দাও, কেননা সে তো তোমার চাচা হয়। -(বুখারী)

* স্বামীর পিতা-শ্বশুরকেও দেখা দেওয়া জায়েয।

* নিজ গর্ভজাত ছেলে-সন্তান, তাদরে ছেলে সন্তান ।

*আপন সহোদর ভাই, পিতার দিকের বৈমাত্রেয় ভাই, মায়ের দিকের বৈপিত্রের ভাই এবং দুধ-ভাইও তার অন্তর্ভুক্ত।

*এসব ভাইয়ের ছেলে সন্তান, তাদের সন্তান।

*বোনের ছেলে সন্তান,তাদের সন্তান ।

এসব পুরুষ লোকের সংগে পর্দানশীন মেয়েরাও অবাধে দেখা-সাক্ষাত করতে পারে, এদের সামনে সাজ-সজ্জা ও প্রসাধন করেও আসতে পারে। শরীয়তে তার পূর্ণ ও স্পষ্ট অনুমতি রয়েছে। কেননা পর্দানশীন মেয়েদেরও এ ধরনের পুরুষদের সাথে দিন-রাত দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়ত এ ধরনের পুরুষদের কাছ থেকে মেয়েদের কোন নৈতিক বিপর্যয়-কোন অঘটন ঘটার আশংকা নেই বললেও চলে। আর আশংকা না থাকারও কারণ এই যে, এরা হচ্ছে নিতান্ত আপন লোক। আত্মীয়তা, নৈকট্য, রক্ত সম্পর্ক ইত্যাদি বিপর্যয়ের পথের প্রধানতম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এদের জন্যেসাধারণত খোলা থাকে মেয়েদের যেসব দেহাংগ তা দেখায় কোন দোষ নেই, আর তা হচ্ছে, মুখমণ্ডল, মাথা, বুক, দুই পা-হাটু পর্যন্ত দুই হাত। কিন্তু এদের জন্যেও পিঠ ও পেট এবং নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত, এলাকার কিছুঅংশ দেখা আদেও জায়েয নয়। কেননা এসব অংগ সাধারণত উন্মুক্ত থাকে না, বস্ত্রাবৃত থাকাই স্বাভাবিক এবং এসব অংশই প্রধানত যৌন আবেদনকারী। মেয়ে-পুরুষদের এ পর্দা রক্ষার্থেই সাধারণ

পুরুষদের নির্দেশদেওয়া হয়েছে যে, তার যেন আগাম সংবাদ না দিয়ে অপর কারো ঘরে প্রবেশ না করে। বলা হয়েছে :

يايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا - ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ -

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের ঘর ছাড়া অপর লোকের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের আগমন সম্পর্কে পরিচিতি করিয়ে নেবে এবং ঘরের লোকদের প্রতি সালাম পাঠাবে। এ নীতি অবলম্বন করা তোমাদের জন্যে কল্যাণবহ, সম্ভবত তোমরা এ উপদেশ গ্রহণ করবে ও এ অনুযায়ী কাজ করবে।'

জাহেলিয়তের যুগে এমন হতো যে, কারো ঘরের দুয়ারে গিয়ে আওয়াজ দিয়েই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতো, মেয়েদেরকে সামলে নেবারও কোন সময় দেওয়া হতো না। ফলে কখনো ঘরের মেয়ে পুরুষকে একই শয্যায় শোয়া অবস্থায় দেখতে পেতো, মেয়েদেরকে দেখতো অসংবৃত বস্ত্র ।

এজন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لكُمْ - وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

সে ঘরে যদি কোন পুরুষ লোক না পাও তবে তাতে তোমরা প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদরেকে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয়, তা'হলে অবশ্যই ফিরে যাবে। এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে অধিক পবিত্রতর নীতি। তোমরা যা' করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ মাত্রায় অবহিত রয়েছেন।'
হযরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স.)- বলেছেন :

يَابنَى إِذَا دَخَلْتُ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلمْ تَكُونُ بَرَكَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ

হে প্রিয় পুত্র, তুমি যখন তোমার ঘরের লোকদের সামনে যেতে চাইবে, তখন বাইরে থেকে সালাম করো। এ সালাম করা তোমার ও তোমার ঘরের লোকদের পক্ষে পড়ই বরকতের কারণ হবে। জনৈক সাহাবী বলেন : আমি রসূলের ঘরে প্রবেশ করার

অনুমতি চাইলাম, কিন্তু প্রথমে সালাম করিনি বলে অনুমতিও পাইনি। তখন নবী করীম (স.) বললেন :

"ফিরে যাও, তারপরে এসে প্রথমে বলো আস্সালামু আলাইকুম, তার পরে প্রবেশের অনুমতি চাও।' হযরত জাবের বর্ণিত হাদীসে রসূলে করীম (স.) বলেছেন :

- لا تَأْذَنُوا لِمَتْلَمْ يَبْدَأ بِالسَّلَامِ

"যে লোক প্রথমে সালাম করেনি, তাকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিও না।' হযরত জাবের বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে :

السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

"কথা বলার পুর্বে সালাম দাও।' হযরত আবূ মূসা আশয়ারী ও হুয়াফা (রা.) বলেছেন:

يستادنُ عَلَى ذَوَاتِ المَحارم

"মুহরিম মেয়েলোকদের কাছে যেতে হলেও প্রথমে অনুমতি চাইতে হবে। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে সালাম করতে হবে এবং পরে প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে। অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে। এ ফিরে যাওয়া অধিক ভালো, সম্মানজনক প্রবেশের জন্যে কাতর অনুনয়-বিয় করার হীনতা থেকে। কারোর বাড়ীর সামনে গিয়ে প্রবেশ-অনুমতির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে দরজার ঠিক সোজাসুজি দাঁড়ানোও সমীচীন নয়। দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে নজর করতেও চেষ্টা করবে না। নবী করীম (স.) সম্পর্কে বর্ণিতদ হয়েছে : হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বুসর বলেন :

"নবী করীম (স.) যখন কারোর বাড়ী বা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেন, তখন অবশ্যই দরজার দিকে মুখ করে সোজা হয়েদাঁড়াতেন না। বরং দরজার ডান কিংবা বাম পাশে সরে দাঁড়াতেন এবং সালাম করতেন।'

হযরত সাহাল ইবনে সায়াদ সায়েদী বলেন : এক ব্যক্তি রসূলে করীম বিশেষ কক্ষপথে মাথা উঁচু করে তাকালে রসূলে করীম (স.) তখন ভিতরে ছিলেন এবং তাঁর হাতে লৌহ নির্মিত চাকুর মতো একটি জিনিস ছিল। তখন তিনি বললেন :

"এ ব্যক্তি বাইরে থেকে উঁকি মেরে আমাকে দেখবে তা' আগে জানতে পারলে আমি আমার হাতের এ জিনিসটি দ্বারা তার চোখ ফুটিয়ে দিতাম । এ কথা তো বোঝা উচিত যে, এ চোখের দৃষ্টি বাঁচানো আর তা থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যেই পূর্বাহ্নে অনুমতি চাওয়ার রীতি করে দেওয়া হয়েছে।'

এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে স্পষ্ট, আরো কঠোর হাদীস বর্নিত হয়েছে। নবী করীম (স.) বলেছেন :

لَوانُ امْرَد اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنِ فَخَذَقْتُه بحَصَاةِ فَفَقَاتُ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ ضلع

"কেউ যদি তোমার অনুমতি ছাড়াইতোমার ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে, আর তুমি যদি পাথর মেরে তার চোখ ফুটিয়ে দাও, তা'হলে তাতে তোমার কোন দোষ হবে না।'

অনুমতি না পাওয়া গেলে কিংবা ঘরে কোন পুরুষ লোক উপস্থিত নেই বলে যদি ঘর থেকে চলে যেতে বলা হয় তাহ'লে অনুমতি প্রার্থনাকারীকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। তার সেখানে আরো দাঁড়ানো সম্পূর্ণ গর্হিত কাজ।

তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি অনুমতি পাওয়া না যায়, তাহলেই এরূপ করতে হবে। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী একবার হযরত উমর ফারুকের দাওয়াত পেয়ে তাঁর ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হলেন এবং তিনবারসালাম করার পরও কোন জবাব না পাওয়ার কারণে তিনি ফিরে চলে গেলেন। পরে সালাত হলে হযরত উমর ফারুক বললেন :

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينَا .

"তোমাকে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও আমার ঘরে আসতে তোমাকে বাধা দিলকে?'

তিনি বললেন :

'আমি তো এসেছিলাম, আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালামও করেছিলাম। কিন্তু কারো কোন সাড়া না পেয়ে আমি ফিরে চলে এসেছি। কেননা নবী করীম (সা.) আমাকে বলেছেন, তোমাদের কেউ কারোর ঘরে যাওয়ার জন্যে তিনবার অনুমতি চেয়েও না পেরে সে যেন ফিরে যায়।

তিনবার সালাম করার মধ্যে প্রথমবার হল তার আগমন সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়বার সালাম প্রবেশ অনুমতি লাভের জন্যে এবং তৃতীবার হচ্ছে ফিরে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা।'

কেননা তৃতীয়বার সালাম দেওয়ার পরও ঘরের ভেতর থেকে কারোর মাড়া আসা সত্যই প্রমাণ করে যে, ঘরের ভিতর কেউ নেই, অন্তত ঘরে এমন কোন পুরুষ নেই, যে তার সালামের উত্তম দিতে পারে।

আর যদি কেউ ধৈর্য ধরে ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়েই থাকতে চায়, তবে তারও অনুমতি আছে; কিন্তু শর্ত এই যে, দূষারে দাঁড়িয়েঅবিশ্রান্তভাবে ডাকা-ডাকি ও করতে থাকতে পারবে না। একথাই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতাংশে :

. ولاهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرُ الهُم

"তারা যদি ধৈর্যধারণ করে অপেক্ষায় থাকতো যতক্ষণ না তুমি ঘর থেকে বের হচ্ছো, তাহলে তাদের জন্যে খুবই কল্যাণকর হতো।'

পুরুষ উপস্থিত নেই এমনে ঘরের মেয়েদের কাছ থেকে যদি কোন সাধারণ দরকারী জিনিস পেতে হয়; কিন্তু একান্তই জরুরী কোন কথা, কোন সংবাদ জানতে হয়, তাহলে পর্দার বাইরে দাঁড়িয়েই তা চাইতে হবে, জিজ্ঞেস করতে হইবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

'আর তোমরা যখন তাদের কাছ থেকে কোন জিনিস পেতে চাইবে, তাহ'লে তা পর্দার আড়ালে বাইরে দাঁড়িয়েই তাঁদের নিকট চাইবে। বস্তুত এ নীতি তোমাদের ও তাদের দিলের পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে অধিকতর উপযোগী, অনুকূল।'

আয়াতটি যদিও স্পষ্টত রসূলে করীমে বিবিগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ এবং এ নির্দেশও বিশেষভাবে রসূলের বিবিগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কিন্তু এ আয়াতেরও একটি সাধারণ আবেদন রয়েছে এবং এ নির্দেশও সাধারণ মুসলিম সমাজের মহিলাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। কেননা, তাদের কাছ থেকে কিছু পেতে হলেও তো সে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়েই চাইতে হবে এবং বিনানুমতিতে তাদের ঘরেও প্রবেশ করা যাবে না। মেয়েদের

পক্ষে যদি বাইরের পুরুষদের সাতে কথা বলা একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে এবং তা না বলে কোনউপায়ই না থাকে, তাহ'লে কথা বলতে হবে বে কি; কিন্তু সেজন্যেও কিছুটা স্পষ্ট নিয়মন-নীতি রয়েছে, যা লংঘন করা কোন ঈমানদার মহিলার পক্ষেই জায়েয নয়।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

- ان اتَّقَيْتُ فَلَا تَخْضَعْ بالول طمع الذي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وقُلَن قَوْلاً مَعْرُوفًا

"তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহভীরু হয়ে থাক, তাহলে কস্মিনকালেও নিম্নস্বরে কথা বলবে না। কেননা সেরূপ কথা বললে রোগগ্রস্ত মনের লোক লোভী ও লালসা-কাতর হয়ে পড়বে। আর তোমরা প্রচলিত ভাল কথাই বলবে।'

ঘরের বাইরে পর্দা

মেয়েদের যে একান্তভাবে ঘরের অভ্যন্তরেই বসে থাকতে হবে দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা, সারা মাস, বছর সমগ্র জীবন, আর ঘর থেকে তারা আদৌ বাইরে বেরুতেই পারবে না, নিতান্ত প্রয়োজনেও নয়, এমন কথা কুরআন মজীদে বলা হয়নি, রসূলে করীম (সা.) বলেনি। সাহাবী, তাবেয়ীন ও পরবর্তীকালের মুজতাহিদীন—কেউ সে মত প্রকাশ করেন নি। তাঁরা সকলেই কুরআন থেকে এ কথাই বুঝেছেন যে, মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে যেতে নিষেধ নেই। তবে নিষেধ হচ্ছে বাইরে গিয়ে তাদের পর্দা নষ্ট করা, রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং পুরুষদের মনে নিদ্রাতুর যৌন-পশুকে প্রচণ্ড হুংকারে ক্ষিপ্ত করে দেওয়া। এ না করলে তাদের বাইরে যেতে-প্রয়োজন মতো ঘর থেকে বের হতে, এমনকি দোকানে-বাজারে যেতে, রাস্তাঘাটে চলতে কোনই দোষ নেই । তবে শর্ত এই যে, তা অবশ্যই বিনা কারণে আর বিনা প্রয়োজনে হবে না; শুধু ঘুরে ফিরে হাওয়া খেয়ে গাল-গল্প করে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে হবে না । প্রয়োজনে আর জরুরী কাজে ঘর থেকে বেরুতে হলে মেয়েদের সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে তার সর্বাংগ পূর্ণ মাত্রায় আবৃত

করা। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত ঘরের বাইরে মেয়েদের অবশ্য পালনীয় হিসেবে বলা হয়েছে :

হে নবী, তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুসলিম মেয়েলোকদের বলো, তারা যেন সকলেই ঘরের বাইরে বের হওয়াকালে তাদের মাথার উপর তাদের চাদর ঝুলিয়ে দেয়। এভাবে বের হলে তাদের চিনে নেওয়া খুবই সহজ হবে। ফলে তাদের কেউ জ্বালাতন করবে না। আল্লাহ প্রকৃতই বড় ক্ষমাশীল, দয়াবান।

আয়াতে উদ্ধৃত শব্দ পর বহু বচন। একবচনে এবং 'জিলবাব' বলা হয় :

. الثَّوبُ الَّذِى يُستَرِبِهِ البَدَنُ

"যে কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা হয়।' আল্লামা রাগিব ইসফাহানী লিখেছেন :

'জিলবাব হচ্ছে কোর্তা ও ওড়না যা দিয়ে শরীর ও মাথা আবৃত করা হয়।' ইবনে মসউদ, উবাদাহ, কাতাদাহ, হাসান বসরী, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নী, আতা প্রমুখ বলেছেন ঃ

الجلب هو الرد

'ওড়নার উপরে যে চাদর পরা হয়, তাই 'জিলবাব

এ দুরকমের জীনাতকেই বাইরের লোক-ভিন্ন পুষদের সামনে প্রকাশ করতে আয়াতের স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে :

'তবে যা আপনার থেকে প্রকাশিত হয়। ইমাম ইবনে কাসীরের তরজমা অনুযায়ী "যা লুকানো সম্ভব হয় না- যা জাহির হতে না দিয়ে পারা যায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কি?

ইবনুল আরাবী বলেন :

প্রথমে যা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পরে যা' প্রকাশ হতে না দিয়ে পারা যায় না বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এ দু'টো এক জিনিস নয় । দু'টো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

জিনিস হতে হবে, তা হলে পরবর্তী জীনাৎ কি, যা' জাহির না করে পারা যায় না, যা' গোপন রাখা সম্ভব হয় না। এ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে।

এক, তা' হচ্ছে কাপড়। কেননা মেয়েরা বোরকা পরেও বাইরে বের হলে অন্তত তার বোরকার বাইরের দিকটি লোকদের সামনে প্রকাশমান হবেই; তা তো আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

দুই, সুর্মা ও অংগুরীয়। এ হচ্ছে ইবনে আনাসের মত।

তিন, মুখমণ্ডল ও দুই হস্ত ।

ইবনুল আরাবী বলেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মত আসলে একই। কেননা সূর্যা মুখের দিকে ব্যবহার করা হয়, আর অংগুরীয় ব্যবহার করা হয় হাতের দিকে-আংগুলে। মনে রাখা আবশ্যক যে, এখানে এসব জীনাৎ' ভিন পুরুষের সামনে প্রকাশ করতে নিষেধ করার মানে কেবল জীনাৎ না দেখানোই নয়; বরং এ সব জীনাৎ যেসব অংগে দেহের যেসব জায়গায় পরা হয়' তাও ভিন্ন পুরুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখতে হবে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী লিখেছেন :

"কোনো স্বাধীনা—ক্রীতদাসী নয়—এমন মহিলার পক্ষে নিজ স্বামী ও মুহাররম পুরুষ ছাড়া অন্য কারোর সামনে তার মুখমণ্ডল প্রকাশ করা আদৌ জায়েয নয়। কেননা নারীর সাধারণ ও আসল সৌন্দর্যই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তার মুখমণ্ডলে। এ কারণে একজন নারীর সমগ্র দেহ দেখা অপেক্ষা তার মুখমণ্ডল দেখায় নৈতিক বিপদ ঘটার সর্বাধিক আশংকা বিদ্যমান।'

নবী করীম (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। বলেছেন ঃ

المرأة عَورَةٌ فَإِذَا اخْرَجَتْ اسْتَشْرفَهَا الشَّيْطَانُ .

'নারীর আপাদমস্তক পূর্ণাবয়বই হচ্ছে গোপন করার জিনিস। এ কারণে সে - যখন ঘরের বাইরে যায়, তখন শয়তান তার সংগী হয়- পিছু লয়।

এ হাদীসের ভিত্তিতে পানিপথী লিখেছেন :

এ হাদীস প্রমাণ করছে যে, নারীর সমগ্র শরীরই হচ্ছে গোপন রাখার বস্তু। তবে নিতান্ত প্রয়োজনের সময় তা প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে সকল ইসলামবিদ সম্পূর্ণ একমত ।'

সে প্রয়োজন কি হতে পারে, যখন নারীর কোন না কোন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়া অপরিহার্য হয়। এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন কোন যুবতী নারীর এমন কোন পুরুষ নেই যে তার হাট-বাজারের প্রয়োজন পূরণ করে দিতে পারে, জুরুরী জিনিস ঘরে এনে দিতে পারে। তখন সে বোরকা পরে শুধু পথ দেখার কাজ চলে চোখের জায়গায় এমন ফাঁক রেখে ঘরের বাইরে যাবে এবং প্রয়োজনীয় জায়গায় গিয়ে দরকারী জিনিসপত্র খরিদ করে আবার ঘরে ফিরে আসবে।

যদি তার বোরকা না থাকে, না থাকে তা' যোগাড় করার সামর্থ্য, তাহ'লে সে যে কোন একখানা কাপড় দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পূর্ণাবয়ব আবৃত করে নিয়ে বে'র হবে।

এছাড়া দু'টো ক্ষেত্র আছে, যখন ভিন্ন পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল কিংবা দেহের কোন না-কোন অংগ প্রকাশ করতে হয়, যেমন ডাক্তার চিকিৎসকের সামনে অথবা আদালতে উপস্থিত হয়ে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে কোন বিষয়ে জবানবন্দী বা সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে। তখন মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা সর্ববাদীসম্মতভাবে জায়েয।

তাহলে আল্লাহ্র বাণী- 'তবে যা আপনা থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে' কথাটির দু'টো অর্থ দাঁড়ালো। এটি এই যে, নারী দেহের পূর্ণাবয়ব পর্দা, অতএব তা ভাল করে আবৃত করেই ঘরের বাইরে বের হবে। তখন সে বোরকা বা যে চাদর-কাপড় দিয়ে সর্বাংগ ঢাকা হলো, তার বাইরের দিকে ভিন্ন পুরুষ দেখলে কোন দোষ হবে না। কেননা তাল লুকানো তো আর সম্ভব নয়। এখন তা দেখেও যদি কোন পুরুষ কাবু হয়ে পড়ে, তবে তাকে 'পুরুষ' মনে করাই বাতুলতা। অন্তত তাতে নারীর কোনো ক্ষতি নেই, তার কোন গুনাহ্ হবে না।

আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, দেহের যে অংগ প্রকাশ না করে পারা যায় না যা লুকিয়ে রাখার উপায় নেই- বিশেষ প্রয়োজনের দৃষ্টিতে, যেমন ডাক্তারের কাছে দেহের বিশেষ কোনো রোগাক্রান্ত অংগ প্রকাশ করা, ইনজেকশন দেওয়া, আপারেশন করা কিংবা রোগ

নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, তা দেখানো কোন দোষ নেই, সে নির্দিষ্ট স্থান এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজন পুরুণের সীমা পর্যন্ত। তার বাইরে নয়। অথবা যেমন সাক্ষ্য দেওয়া বা জবানবন্দী শোনানোর জন্যে বিচারকের কাছে মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ দু'টো কথাই আল্লাহ্র বাণী | তবে যা যাহির হয়ে পড়া'র মধ্যে শামিল এবং তা প্রকাশ করা সম্পূর্ণ জায়েয।

- زِيْنَتُهَا وَوَقع الاسْتِثْنَاهُ فِيمَا يَهُو مِنْهَا بِحُكْمُ الضَّرُورَة

"মেয়েলোক কোন সৌন্দর্যই প্রকাশ করবে না। তার সৌন্দর্যের সব জিনিসই আবৃত করে রাখবে । প্রয়োজনের কারণে যা প্রকাশ না করে পারা যায় না, তা-ই বাদ পড়বে।'

বলা বাহুল্য, এসব আলোচনাই স্বাধীনা রমণী সম্পর্কে, ক্রীতদাসীদের সম্পর্কে নয় এবং নয় বৃদ্ধা, বিগতা যৌবনা নারীদের সম্পর্কে। কুরআন মজীদেই বলা হয়েছে :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فليسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَر جَاتٍ
- بِزِيدَةٍ - وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ .وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيم

যেসব মেয়েলোক ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসব থেকে চূড়ান্ত অবসর গ্রহণ করেছে, যারা বিয়ের বা স্বামী সহবাসের কোনো আশা পোষণ করে না, তাদের দেহাবরণ পরিত্যাগ করলে তাতে তাদের কোনো গুনাহ হবে না। তবে সে অবস্থায়ও তাদের সৌন্দর্য আর অলংকার প্রদর্শন করে বেড়ানো চলবে না।

আর তারা যদি তা থেকেও পবিত্রতা অবলম্বন করেও তা পরিহার না করে, তবে তা তাদের পক্ষে খুবই কল্যাণকর, মঙ্গলজনক। আর আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

আল্লামা আলুসীর মতে এরা হচ্ছে, বৃদ্ধা। আর বৃদ্ধাদের অধিক উপবেশনকারী বলা হয়েছে এ কারণে যে

- لانه يكسرنَ الصُّعُودَ لِكَبْرِ سَيِّهِنَّ

"কেননা তারা বার্ধক্যের কারণে বেশী সময় বসে বসেই কাটায়।'

فِيْهَا بَقِيَّة جَمَالِ وَهِي مَحَلٌّ لِلشَّهْوَةِ فَلَا تَدْخُلُفى هذه الآية

"যে সব বৃদ্ধা, যাদের দেখলে পুরুষেরা ঘৃণা বোধ করে; তাদের জন্যে এ হুকুম। যাদের রূপ-সৌন্দর্য অদিক বয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের জন্যে এ আয়াত প্রযোজ্য নয়।

বস্তুত যেসব মেয়ে বোরকা পরে সমস্ত শরীর মুখ ও মাথা আবৃত করে ঘর থেকে বের হয়, তাদের দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, এরা পর্দানশীন মহিলা দুষ্ট চরিত্রের বখাটে লোকেরা তাদেরকে চরিত্রবতী ও সতীত্ব সম্পনা মেয়ে মনে করে তাদের সম্পর্কে নৈরাশ্য পোষণ করতে বাধ্য হয়। ফলে কেউ তাদের পিছু নেবে না, তাদের আকৃষ্ট করার জন্যে কিংবা নিজেদেরকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্যে চেষ্টাও করবে না।

আল্লাহর বাণী :

ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ -

কিন্তু যারা উলংগ-অর্ধ-উলংগ হয়ে বোরকা ছাড়াই নিজেদের মাথা, গলা, বুক ও বাহুযুগল উন্মুক্ত রেখেই রাস্তা-ঘাটে, দোকানে, পার্কে হোটেল-রেস্তোঁরায় চলাফেরা করে, তাদের সম্পর্কে দুষ্ট লোকদের মনে এর বিপরীত ধারণা জাগ্রত হবে। তারা এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে আলাপ পরিচয় করবে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, নিজেদেরকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবে এবং তাদের সাথে অবাধ ও অবৈধ প্রণয় চর্চা করতে চেষ্টা করবে নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে। উলংগভাবে চলাফেরাকারী মেয়েদের শতকরা আশি ভাগের অবস্থাই যে এমনি তা' আজকের কোনো সমাজচরিত্রবিদই অস্বীকার করতে পারবে না। সমাজবিদ আবু হায়ান এ কথাই বলেছেন :

"কেননা পূর্ণমাত্রায় পর্দা ও শালীনতা রক্ষাকারী মেয়েলোক দেখলে তার দিকে কেউই অগ্রসর হতে সাহস পাবে না। কিন্তু উলংগভাবে চলাচলকারী মেয়েদের কথা আলাদা। কেননা তাদের প্রতি তো লোকেরা বড়ই আশা-আকাঙ্খা পোষণ করে।'

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্দা বাধ্যতামূলক করা উচিৎ

প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নারীর জন্য বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করা ফরজ। একান্ত প্রয়োজন না থাকলে নারীকে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করতে বলা হয় এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর। আগের জাহিলী যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন কর না।" (সূরা আহযাব ৩৩ : ৩৩)

কখনও নিতান্ত প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হলে পূর্ণ শরয়ী পর্দা সহকারে বের হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের (মুখের) ওপর নামিয়ে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে (যে, তারা সতী সাধ্বী মুমিন নারী), ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আহযাব ৩৩ : ৫৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবন কাসীর (র) (৭৭৪ হি.) বলেন-

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة. (تفسير ابن كثير: 442/6)

"আলী ইবন আবী তালহা, ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন নারীদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যখন নিজ ঘর থেকে কোন প্রয়োজনে বের হয়, তখন তাদের মুখমণ্ডলকে যেন মাথার ওপর থেকে বড় চাদর দিয়ে ঢেকে নেয় এবং এক চোখ খোলা রাখে।" (তাফসিরে ইবন কাসীর: ৬/৪৪২)

ইমাম আবু বকর জাসসাস (র) (৩৭০ হি.) বলেন-

في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن. اهـ (احكام القران: 486/3)

"এ আয়াত এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ যে, যুবতী নারী বের হওয়ার সময় নিজ মুখমণ্ডল পরপুরুষ থেকে ঢেকে রাখা এবং পর্দা ও সংযম প্রকাশ করার বিষয়ে আদিষ্ট, যেন অসাধু ব্যক্তিরা তাদের ব্যাপারে কোন লালসা করতে না পারে।" (আহকামুল কুরআন: ৩/৪৮৬)

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় পর্দা ব্যতীত বের হওয়া কোন ভাবেই জায়েয নয়- যে কোন প্রয়োজনেই হোক যত জরুরীতেই হোক না কেন। দুঃখের বিষয় আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে যেটি কিনা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। এই সহশিক্ষা ইসলামের অকাট্য বিধান পর্দার পরিপন্থী। এটি বিজাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি। পাশ্চাত্যের অনুকরণে এ সহশিক্ষা চালু করা হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি ইসলামের মূলনীতি পরিপন্থী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. –الأحزاب: 53

"আর তোমরা তাঁর (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।" -সুরা আহযাব (৩৩) : ৫৩

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها. -تفسير القرطبي (14/ 227)

"উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের কাছে পর্দার আড়াল থেকে কোনো প্রয়োজনে কিছু চাওয়া বা কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দিয়েছেন। সাধারণ নারীরাও উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া

শরীয়তের মূলনীতির দাবিও এটিই। কারণ, মূলনীতি হলো, নারীর কণ্ঠস্বরসহ গোটা শরীর পর্দার অন্তর্ভুক্ত।" -তাফসীরে কুরতুবী : ১৪/২২৭

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ হলেন সকল মুমিনের মা। অথচ তাঁদের সাথেই লেনদেন বা কথা-বার্তা বলতে হলে পর্দার আড়াল থেকে করতে বলা হয়েছে। তাহলে অন্যান্য সাধারণ বেগানা নারীদের ক্ষেত্রে হুকুমটি কত গুরুত্বপূর্ণ, তা সহজেই অনুমেয়।

নারী পুরুষের সংশ্রব ফিতনার জনক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. -صحيح البخاري: 4808، صحيح مسلم: 7122

"আমার পর পুরুষদের জন্য মহিলাদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোনো পরীক্ষা রেখে যাইনি।" -সহীহ বুখারি: ৪৮০৮, সহীহ মুসলিম: ৭১২২

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন,

إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء. صحيح مسلم : 7124

"দুনিয়া (নয়ন-মন আকর্ষণকারী) সুমিষ্ট ও সুসজ্জিত বস্তু। পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধি করে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, দেখতে চান তোমরা কেমন আমল কর। অতএব, দুনিয়ার ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকবে নারীদের ফাঁদ থেকে। বনী ইসরাইলের সর্বপ্রথম ফিতনা নারীদের নিয়েই সংঘটিত হয়েছিল।" -সহীহ মুসলিম: ৭১২৪

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب. -الاستقامة (1/ 361

“নারী-পুরুষ এ দুই শ্রেণীর পরস্পরের সংমিশ্রণ ফিতনার জনক। যখন বেগানা নারী-পুরুষের পরস্পর সংশ্রব ঘটে, তখন তা আগুন-লাকড়ির সংশ্রবের মতোই ভয়ঙ্কর হয়।” -আল ইস্তেকামা: **১/৩৬১**

শরীয়ত প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ও পর্দার ব্যবস্থা রক্ষা করে শিক্ষা প্রদানের নির্দেশ দেয়। তাই প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্দা বাধ্যতামূলক করা আবশ্যকীয়। উল্লেখ্য, বর্তমান সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় পর্দার লঙ্ঘন ছাড়াও অসংখ্য কুফর শিরক ও নাস্তিকতা রয়েছে। একজন মুমিনের জন্য যে এসব শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ একদমই নেই এবং ক্ষেত্রবিশেষে ঈমান হারিয়ে মুরতাদ হয়ে যেতে হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং যদি পর্দার ফরজ বিধান রক্ষা করে ক্লাস করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে সেখানে যাওয়া সম্পূর্ণ নাজায়িয।

পোশাক ও সাজসজ্জা : নারীর পোশাক কিরূপ হবে

হাদীস ঃ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : আল্লাহ তাআলা সেই মহিলাদের প্রতি রহম করুন, যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে (মক্কা থেকে মদীনায়) হিজরত করেন। আল্লাহ্ পাক যখন يُوبِهِنَّ (নারীরা যেন তাদের ওড়না দ্বারা গরা ও বক্ষ আবৃত রাখে) আদেশ নাযিল করলেন, তখন তারা তাদের মোটা মোটা চাদরগুলোকে কেটে ওড়না বানিয়ে নেয় । (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা : তফসীরকারকগণ লেখেন : প্রাক-ইসলামী যুগে নারীরা ওড়না দিয়ে মাথা আবৃত করার পর অবশিষ্ট ওড়না কোমরে বেঁধে নিত । ফলে, তাদের গলা ও বুকে ওড়না থাকত না। তাই আল্লাহ তাআলা মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করেন, যাতে তারা ওড়ানা দ্বারা মাথাও আবৃত করে এবঙ গলা ও বুকও আবৃত করে । এই আদেশ শুনে সাহাবী মহিলাগণ মোটা মোটা চাদর কেটে কেটে ওড়না বানিয়ে নেন এবং গলা ও বক্ষদেশও ওড়না দ্বারা ঢাকতে থাকেন। পাতলা কাপড় দ্বারা মাথা ও শরীরের পর্দা হতে পারে না বিধায় তারা মোটা মোটা চাদর দিয়ে ওড়না তৈরি করতেন। হযরত

আয়েশা (রা.) তাদের এই কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করে তাদের জন্যে আল্লাহর রহমত কামনা করেছেন।

আজকালকার নারীরা মাথা আবৃত করাকে দূষণীয় মনে করতে শুরু করেছে। তারা ওড়না পরিধান করলেও প্রথমতঃ তা এত পাতলা হয় যে মাথার কেশ ও সৌন্দর্যের জাধয়গাগুলো দৃষ্টির আড়াল হয় না। দ্বিতীয়ত, তারা এমন কাপড় দিয়ে ওড়না তৈরিক করে, যা মাথায় টিকে থাকে না। মসৃণতার কারণে বারবার খসে পড়ে এবঙ পর্দার উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দেয়।

হযরত দেহইয়া ইবনে খলিফা (রা.) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে একবার মিসরের পাতলা কাপড় উপহারস্বরূপ পেশ করা হয়। তিনি এগুলোর মধ্য থেকে একটি কাপড় আমাকে দিয়ে বললেন : এটি দু'খণ্ড করে একটি দিয়ে তুমি তোমার কোর্তা তৈরি করে নিয়ো।

অপর খণ্ড ওড়না বানানোর জন্যে তোমার স্ত্রীকে দিয়ো। কাপড়টি নিয়ে আমি রওয়ানা হলে তিনি বললেন : তোমার স্ত্রীকে বলে দিয়ো এই ওড়নার নিচে কোন কাপড় পরে নিতে।-(আবূ দাউদ)

একবার হযরত আয়েশা (রা.)-এর খেদমতে তার ভাইঝি হাফছা উপস্থিত হন। তিনি তখন একটি পাতলা ওড়না পরিধান করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) সেটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং নিজের কাছ থেকে একটি মোটা ওড়না তাকে পরিয়ে দিলেন। -(মুয়াত্তা মালেক)

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, পাতলা ওড়না পরিহার করা জরুরী। যদি পরিধান করতেই হয়, তবে তার নিচে মোটা কাপড় পরে নিবে, যাতে মাথা ও অন্যান্য অঙ্গ আবৃত থাকে। মুসলমান নারীকে এমন কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে, যা পরা না-পরা সমান এবং যাতে পর্দার উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। কামিজ, জাম্পার এবং ফ্রকও এমন পরবে, যাতে শরীর দৃষ্টিগোচর না হয়। আস্তিন পূর্ণ হওয়া চাই। গলা ও

বুকের অংশ এমনভাবে কাটতে হবে, যাতে পশ্চাতে ও সামনে কোন অংশ খোলা না থাকে ।

নারীদের সৌন্দর্য কিসে?

عَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سلَّمَ فَقَالَ أَى شَيْئٍ خَيْرُ الْمَرْأَةِ؟ فَسَكَتُوا تَكَتُوا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ لِفْظِمَة أَي شَبِي خَير للنِّسَاءِ قَالَتْ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ -

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা তিনি নবী করিম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাদের সৌন্দর্য কিসে! উপস্থিত লোকেরা নিরুত্তর অতঃপর আমি (আলী) ঘরে ফিরে হযরত ফাতেমা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, মহিলাদের সৌন্দর্য কিসে? তিনি জবাব দিলেন, মহিলারা এমনভাবে থাকবে যাতে কোন পুরুষ তাকে দেখতে না পায় । অর্থাৎ তারা, পর্দার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিবে

-(কাশফুল ইস্তেরাজ-২/১৫১)

যাবতীয় রূপ সৌন্দর্য পর্দার মধ্যে নিহিত। তাইপর্দাকে এমন গুরুত্ব দিতে হবে যেন মুহরিম ছাড়াঅন্য কোন পুরুষ দেখতে না পারে। পর্দার মাধ্যমে পরপুরুষ থেকে বেঁচে থাকা যায়। দুঃখের বিষয় যে কাজে অধিক কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে তার কোন গুরুত্বই নেই। লক্ষ্য করুন আজ শহরগুলোর প্রতি, দোকানদারের কাছে মহিলাদের ভীড়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, পুরুষদের যেন সেখানে স্থানই নেই। সকল বিভাগ যেন নারীদের দখলে। আর এ জন্য প্রতিনিয়ত ঘটছেও দুর্ঘটনা। কর্মকর্তা-কর্মচারী কুলি-মজুর নির্বিশেষে সকলেই মহিলাদের কাছে অবাধে আসতে পারছে। এমনকি তাদের বেডরুমে পর্যন্ত চলে যেতে পারে ।

সাজ-সজ্জা করে প্রকাশ্যে বিচরণকারিণী কিয়ামতের দিন

গভীর অন্ধকারে বাস করবে

عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ وَكَانَتْ خَادِمَةِ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُول الله . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم مِثْل الرَّافِلَة فِي الزِّينَة في غير أَهْلِهَا كَمِثْل ظُلْمَةِ يَوْمَ القِيمَةِ لَا نُورَلَها .

নবীজী (সা.)-এর খাদেমা হযরত মাইমুনা বিনতে সা'দ (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) বলেছেন, যে মহিলা নিজ স্বামীকে দেখানো ব্যতীত সাজসজ্জা করে শহরে বন্দরে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় সে কিয়ামতের দিন কঠিন অন্ধকারে থাকবে। সে কোন প্রকার আলো পাবে না।

-(তিরমিযি পৃ. ২৩, জামে ছগীর পৃ. ৪৯৭) স্বাধীন বে-পর্দা মহিলা যখন উত্তম পোশাক পরিধান করে তখন তার উদ্দেশ্য থাকে যে তাকে অন্যরা দেখুক। এতে তার পুলক জাগে এবং তার আরো উদ্দেশ্য থাকে যে, মানুষ তাকে দেকে দেখে তৃপ্তি লাভ করুন। সুতরাং ভদ্র ও সংযত মহিলা ছাড়া তাদের স্বামীর সম্মুখে সুন্দর পোশাক পরিধান করে না। কিন্তু যখন বাইরে বের হয় কিংবা কোন আত্মীয়ের বাড়িতে যায় অথবা শহরে বের হয় তখন পছন্দমত সুন্দর পোশাক পরিধান করে সাজগুজ করে এ উদ্দেশ্যে বের হয় যাতে করে অন্য লোকেরা তাকে দেকে তৃপ্তির ঢেকুর গিলে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটা হারাম।

এ কারণে সে সমস্ত মহিলাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত। এ সমস্ত মহিলারা অন্যকে ব্যভিচারের জন্য আহ্বান করে। পুরুষের ভীড়ে তারা ইচ্ছা করে প্রবেশ করে এবং হেলেদুলে চলাফেরা করে। যাতে করে কামুক পুরুষরা তাকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। তারা এতে খুব আরাম পায়। এ সমস্ত নারী জান্নাতের গন্ধও পাবে না। কিয়ামতের দিন তারা কঠিন অন্ধকারে থাকবে।

স্বামী আপনাকে আরো বেশি ভালবাসবে। একান্তই বাইরে যেতে চাইলে হে নারী জাতি, এ ধরনের আনন্দদায়ক পোশাক আপনার স্বামীকে দেখান। নিম্নমানের কাপড় পড়ে বের হোন।

যে নারী পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে

হাদীস ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : দোযখীদের দু'টি দলকে আমি দেখিনি। (কেননা, তারা এখনও অস্তিত্বলাভ করেনি। তারা পরে আত্মপ্রকাশ করবে)। এক. সেই দল, যাদের কাছে বলদের লেজের মত চাবুক থাকবে। তারা এই চাবুক দিয়ে মানুষকে (অন্যায়ভাবে)প্রহার করবে। দুই. এমন নারীদের দল, যারা কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গই থাকবে। তারা (পুরুষদেরকে) আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মস্তক বৃহদাকার উটের কুঁজের মত হবে, যা ঝুঁকে থাকবে। এরা না জান্নাতে দাখিল হবে, না জান্নাতের সুগন্ধি পাবে; অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে রাসূলে আকরাম (সা.) দুটি অনাগত দল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি জীবদ্দশায় তাদেরকে দেখেননি। কিন্তু আজ দুটি দলই তাদের অনিষ্ট ও অনাসৃষ্টি সহ বিদ্যমান আছে। আল্লাহর নবী (সা.) প্রথমে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা চাবুক হাতে বিচরণ করবে আর মানুষকে প্রহার করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী তাদের সম্পর্কে, যারা ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে কথায় কথায় দুর্বল ও অসহায় লোকদেরকে পিটিয়ে দেয়, তাদেরকে মজুর খাটায় এবং নানাপ্রকার নির্যাতনে পিষ্ট করে। আল্লাহ এমন জালেমদের কবল থেকে রক্ষা করুন। এই অসহায় ও নির্যাতিত বান্দারা কিয়ামতের দিন যখন বাদী হবে, তখন জুলুম ও নির্যাতনের পরিণতি ভোগ করতে হবে।

হাদীসে দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী নারীদের সম্পর্কে করা হয়েছে। বলা হয়েছে-এমন এমন নারী আত্মপ্রকাশ করবে, যারা বস্ত্র পরিহিতা হয়েও উলঙ্গ থাকবে।

অর্থাৎ তারা খুব পাতলা কাপড় পরিধান করবে। ফলে, দেহ আবৃত করার উপকারিতা অর্জিত হবে না। অথবা বস্ত্র পাতলা হবে না; কিন্তু দেহের গড়নের সাথে আঁটসাঁট হওয়ার কারণে তা পরিধান করা না-করা সমান হবে। অথবা শরীরে কাপড় থাকবে, কিন্তু সামান্য থাকবে। ফলে, অধিকাংশ শরীর খোলা থাকবে; যেমন আজকাল কোন

কোন শহরে হাঁটু পর্যন্ত কামিজ কিংবা ফ্রক পরা হয়। আস্তিনবিহীন কামিজ পরা হয় এবং উভয় বাহু কাঁধ পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। এ ধরনের পোশাক পরার কারণে নারীদেহের অধিকাংশই অনাবৃত থেকে যায়। এরপর বলা হয়েছে-নারীরা পরপুরুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং তারাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। অর্থাৎ তারা নিঃস্বতার কারণে উলঙ্গ থাকবে না; বরং পরপুরুষকে দেহ প্রদর্শন ও প্রলুব্ধ করা উদ্দেশ্য হবে। তারা মাথার কেশ ফুলিয়ে ফুলিয়ে মাথাকে উটের কুঁজের মত বড় ও মোটা করবে।

হাদীসের শেষ ভাগে বলা হয়েছে-এই নারীরা জান্নাতে দাখিল হবে না; এমন কি. জান্নাতের খোশবুও পাবে না। অথচ জান্নাতে সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে। কতটুকু দূরত্ব থেকে জান্নাতের খোশবু পাওয়া যাবে, এ সম্পর্কে এই হাদীসে কিছু বলা হয়নি। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, একশত' বছরের দূরত্ব হতেও জান্নাতের খোশবু নাকে আসবে। (তারগীব) এহেন জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া বাস্তবিক দুর্ভাগ্যের কথা ।

আতর মেখে পরপুরুষের কাছ দিয়ে যাওয়া

হাদীস : হযরত আবূ মূসা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :(কুদৃষ্টিকারী) প্রতিটি চক্ষু যিনাকার। নারী যখন আতর মেখে পুরুষদের মজলিসের কাছ দিয়ে যায়, তখন সে এমন, এমন; অর্থাৎ ব্যভিচারিণী। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে প্রথমেই বলা হয়েছে যে, কুদৃষ্টিকারী প্রতিটি চক্ষু যিনাকার। এতে পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল। যে পুরুষ বেগানা নারীকে দেখে অথবা যে নারী পরপুরুষের প্রতি তাকায়, তাদের উভয়ের চক্ষু যিনাকার। আসল যিনা যাকে বলা হয়, তা সকলেই জানে। নারী ও পুরুষের মধ্যে যিনার সম্পর্ক এক দিনেই হয়ে যায় না; বরং আসল যিনার আগে এমন অনেক কাজ করা হয়, যা একে অপরকে নিকটতর

করতে থাকে। এ কারণে শরীয়ত যিনার প্রতি আহ্বানকারী কর্ম ও কারণাদিকেও যিনা সাব্যস্ত করেছে।

অতএব, বেগানা পুরুষও নারীর একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও যিনা। অনুরূপভাবে খারাপ নিয়তে কিংবা আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে তাদের পরস্পরে কথা বলা, শোনা,. পরস্পরে হাত লাগিয়ে স্পর্শ করা ইত্যাদি সব যিনা ।

এই হাদীসে চোখের যিনা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন : যে নারী আতর মেখে পুরুষদের মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করে, সে প্রকারান্তরে যিনা করে। অতএব বুঝা গেল যে, খোশবু লাগিয়ে নারীদের বাইরে বের হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত কাজ।

নারী ও পুরুষের খোশবুর মধ্যে পার্থক্য

হাদীস : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : পুরুষদের খোশবু এমন হওয়া চাই, যার গন্ধ প্রকট হয় অর্থাৎ অন্যের কাছেও পৌঁছে এবং রং অনুজ্জ্বল হয়। আর নারীদের খোশবু এমন হওয়া চাই, যার রঙ দৃষ্টিগোচর হয় এবং গন্ধ ক্ষীণ হয় (অর্থাৎ খুব মামুলী গন্ধ ছড়ায়)। ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে পুরুষ ও নারীর খোশবুর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষ এমন খোশবু ব্যবহার করবে, যার দ্বারা কাপড়ে রঙ লাগাবে না কিংবা হালকা রঙ লাগবে; কিন্তু গন্ধ তীব্র হবে, যা অন্যের কাছেও পৌছবে; যেমন আতর, গোলাব, মেশক, আম্বর, কর্পূর ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে, নারী এমন খোশবু লাগাবে, যার রং কাপড়ে ফুটে ওঠে; কিন্তু গন্ধ খুব মামুলী হয়-কেবল নিজের নাক পর্যন্তই পৌছে কিংবা স্বামী নিকটে থাকলে সে-ও অনুভব করতে পারে।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নারীর সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষিত রাখার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) কেমন কেমন নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। পরিতাপের বিষয় বর্তমান যুগের মুসলমানরা এসব বিষয়ের প্রতি কর্ণপাতই করতে চায় না। আল্লাহর পবিত্র নবীর

অনুসরণ ছেড়ে নির্লজ্জ বিজাতির অনুসরণ করা ঈমানের দাবিদারদের জন্যে কতটুকু শোভা পায়, তা তাদের নিজেদেরই ভেবে দেখা দরকার।

কি সোনা-রুপার অলংকার ও অন্যান্য বস্তু ব্যবহার করার বিধান

হাদীসঃ হযরত হুযায়ফা (রা)-এঁর ভগিনীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ মহিলাগন, রূপার অলংকার দ্বারা তোমাদের ব্যাখ্যাঃ একথা ও রূপা সাজসজ্জার কাজ পারে না কি? মনে রেখ, যে নারী প্রদর্শন করার জন্যে ধর্মের অলংকার পরিধান করবে, একারণে সে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী)। সবজনবিদিত যে, নারীর খুব বেশি অলকার প্রিয়। জনৈক বুযুর্গ বলতেনঃ স্বর্ণের প্রতি নারীর মহব্বত এত প্রবল যে, তার শরীরের সর্বত্র স্বর্ণের পেরেক গেড়ে দিলে সে সে এতটুকু ও কষ্ট অনুভব করবে না। নারীমানের এই খায়েশের প্রতি শরীয়ত উপেক্ষা প্রদর্শন করেনি। তবে এর জন্যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এবং এমন আইন রচনা করেছে, যা মানুষকে অহংকার। আত্নপ্রীতি, অপরকে হেয় মনে করা এবং অপরের অধিকার খর্ব করা থেকে বিরত রাখেক। উভয়ের অলংকার পরিধান করা কয়েকটি শর্তাধীনে জায়েয। এটি শর্তগুলো হচ্ছেঃ ১. হালাল অর্থ দিয়ে অলংকার তৈরি করতে হবে ২. সোনা-রূপার যাকাৎ ও অন্যান্য প্রাপ্য আদায়ে জন্যে অলংকার পরিধান করা যাবেনা। করা যাবে না এবং তা প্রদর্শনের । রূপার অলংকার তেমন সমাদৃত নয় বিধায় এতে প্রদর্শন ও অহংকারের সুযোগ কোম। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) রূপীর অলংকার দ্বারা সাজ-সজ্জার কাজ চালাতে বলেছেন। তিনি ও প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন - মহিলাগন, তোমাদের সাজসজ্জার কাজ কি রূপার অলংকার দ্বারা চলতে পারেনা ? এ দিয়েই কাজ চালাও। যারা স্বর্ণ পরিধান করে। তারা প্রদর্শন করার জন্য স্বর্ণের অলংকার পরিধান করবে, একারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

পর্দার আসল রূপ

১. নারীরা প্রয়োজনে অন্য পুরুষের সাথে কথা বলবে তবে কোমনীয় স্বরে নয়।

ينسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا -

"ওহে নবীর স্ত্রীরা, তোমরা অন্য কোন মহিলার মতো নও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে (ভিন্ন পুরুষের সাথে কথা বলার সময়) কোমনীয় স্বরে কথা বলো না যা অন্তরে ব্যাধি আছে এমন লোককে প্রলুব্ধ করবে, এবং (সর্বদা) সংগত কথা বলবে।" (আল-আহযাব -৩২)

২. ইসলাম নারীদেরকে প্রয়োজনে অমুহরিম পুরুষের সাথে কথা বলার অনুমতি দিয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রীরা বহু পুরুষের কাছে দীনী বিষয় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রয়োজন নেই এমন ক্ষেত্রে মহিলাদের কণ্ঠস্বর ভিন্ন পুরুষকে শুনানো অপছন্দ করা হয়েছে। সেই জন্যই মহিলাদেকে আযান দিতে দেয়া হয়নি। সালাতে ইমাম ভুল করলে পুরুষদেরকে "আল্লাহু আকবার" কিংবা "সুবহানাল্লাহ" উচ্চারণ করে লোকমা দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু মহিলাদেরকে বলা হয়েছে হাতের ওপর হাত মেরে শব্দ সৃষ্টি করে লোকমা দিতে ।

উপরোক্ত আয়াতটি পর্দার বিধান সংক্রান্ত অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াত । এই আয়াত ও পরবর্তী আরো কয়েকটি আয়াতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রীদেরকে সম্বোদন করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। "কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে সকল মুসলিম পরিবারের সংশোধন। নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘর থেকে এই পবিত্র জীবন ধারার সূচনা হবে তখন অন্য সকল মুসলিম পরিবারের মহিলারা আপনা আপনি তা অনুসরণ করতে থাকবে। কারণ এই ঘরই তো ছিলো তাঁদের জন্য আদর্শ ঘরী।" দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.), (সূরা আল আহযাব, টীকা-৪৬)।

৩. কোন মহিলার কাছে কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوا هُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ط .....

"এবং যখন তাদের কাছে (নবীর স্ত্রীদের কাছে) কিছু চাইতে হয় তা চাও পর্দার আড়াল থেকে। এটি তোমাদের ও তাদের মনের জন্য পবিত্রতম পদ্ধতি।" (আলহযাব-৫৩)

"এই নির্দেশ আসার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রীদের ঘরের দরজায় পর্দা লটকিয়ে দেয়া হয়। আর যেহেতু নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘর ছিলো সকল মুসলিমের জন্য আদর্শ ঘর তাই সেই ঘরের অনুকরণে তাঁরা নিজেদের ঘরের দরজায় পর্দা লটকিয়ে দেন।"

দ্রষ্টব্যঃ তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.), সূরা আল-আহযাব, টীকা-৯৮।

৪. মহিলাদের ঘরে তাঁদের আব্বা, তাঁদের ভাইপো বোনপো ঘনিষ্ঠ মহিলারা ও মালিকানাধীন ব্যক্তিরা (দাস-দাসী) প্রবেশ কতে পারবে। আল্লাহ বলেন,

لَا جُنَاحَ عَلَيهِنَّ فِي أَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ اخَوَتِهِنَّ وَلَا نسَائِهِنَّ وَلَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ : وَاتَّقِينَ اللَّهَ طَ إِنَّ الله كَانَ عَليكُلِّ شَيْ شَهِيدًا -

"তাদের আব্বা (চাচা, মামা, দাদা, দাদার, আব্বা, নানা, নানার আব্বা শামিল), তাদের ছেলে (নাতি, নাতির ছেলে, দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে শামিল,) তাদের ভাই (বৈপপিত্রেয়, বৈমাত্রেয় ও দুধ ভাই শামিল), তাদের ভাইয়ের ছেলে (তাদের নাতি ও নাতির ছেলে শামিল), তাদের বোনের ছেলে (তাদের দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে শামিল), তাদের ঘনিষ্ঠ (মেলামেশার) মহিলারা ও তাদের মালিকানাধীন ব্যক্তিরা তাদের ঘরে প্রবেশ করলে কোন দোষ নেই। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। " (আল-আহযাব -৫৫)

৫. মহিলারা তাঁদের পরিহিত জিলবাবের (বড়ো চাদরের) একাংশ তাঁদের চেহারার দিকে ঝুলিয়ে দেবেন।

আল্লাহ বলেন,

يايُّهَا النَّبِيُّ قُلْلِازْوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ طَ ذَلِكَ ادنى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ط

"ওহে নবী, তোমার স্ত্রীদেরকে, মেয়েদেরকে ও মুমিনদের মহিলাদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের জিলবাবের একাংশ নিজেদের (মুখমণ্ডলের) ওপর টেনে দেয়। এতে করে তাদেরকে চেনা সহজ হবে এবং তাদেরকে উত্যক্তও করা হবে না।" (আল-আহযাব -৫৯)

এই আয়াত জিলবাব পরিধানের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নয় বরং পরিহিত জিলবাবের একটি অংশ ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেবার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, এই আয়াত নাযিলের পূর্বেই মুসলিম মহিলারা জিলবাব পরা শুরু করেছেন। আর যাঁরা জিলবাব পরতেন তাঁরা শুধু নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রীরাই ছিলেন না, সকল মহিলাই এই কাজে শামিল ছিলেন। "নিসাইল মু'মিনী" বলে তাঁদেরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই আয়াতে। এই আয়াত আরো প্রমাণ করে যে পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে পর্দা সংক্রান্ত যেই সব বিধান নাযিল করা হয়েছে সেইগুলোও মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত সকল মহিলার জন্যই প্রযোজ্য।

এই বিষয়ে নারীশ্রেষ্ঠা উম্মুল মুমিনীন আয়িশার (রা.) আমল উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে বিদ্যমান। আশিয়া (রা.) ছিলেন তাফসীরবিদ, হাদীসবিদ ও ফিকাহবিদ । আলকুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। ইসলামী জীবন বিধানের অনেক কিছু মুসলিম উমামহ তাঁর মাধ্যমেই জানতে পেরেছে। তাঁর সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمل مِنَ النِّسَاءِ الأمريم بِنْتِ عِمْرَانَ وَاسِعة اِمْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

আবু মূসা আলআশয়ারী (রা), (সহীহ আলবুখারী)

"পুরুষদের অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছে। মহিলাদের মধ্যে তা অর্জন করেছেন মারইয়াম বিনতু ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া। আর যাবতীয় খাদ্যের ওপর যেমন সারীদের (এক প্রকার উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাদ্য) মর্যাদা, সকল নারীর ওপর তেমন মর্যাদা আয়িশার।"

এই নারীশ্রেষ্ঠা আয়িশা (রা.) তাঁর পরিহিত জিলবাবের একাংশকে নিকাব বা চেহারার আবরণ বানিয়ে নিতেন।

বনী মুস্তালিক যুদ্ধ শেষে মুহাম্মাদুর রসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাদীনায় ফেরার পথে এক স্থানে সৈন্যদেরকে নিয়ে বিশ্রাম করেন। সেই সফরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)- তাঁর সাথে ছিলেন। বেশ রাত থাকতেই কাফেলা সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নেয়। এই সময় আয়েশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য একটু দূরে যান। প্রয়োজন সেরে হাওদাজে ফিরে এসে দেখেন তাঁর গলায় হার নেই। হার খুঁজতে তিনি হাওদাজ ছেড়ে চলে যান। এই দিকে কাফেলা চলে যায়। লোকেরা তাঁর হাওদাজ উটের পিঠে বসিয়ে দেয়। কিন্তু তারা টেরই পায়নি যে তিনি হাওদাজে বসা নেই কারণ হযরত আয়েশা ছিলেন হালকা পাতলা গড়নের। কাফেলা চলে গেলে তিনি এ স্থানে ফিরে এসে বসে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সাহাবী সাফওয়ান ইবনু মুয়াত্তাল আসসুলামী (রা.) সৈন্য বাহিনীর পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রাত্রি শেষে রওয়ানা হয়ে সকাল বেলা ঐ স্থানে এসে পৌঁছেন যেখানে আয়েশা (রা.) ঘুমিয়ে ছিলেন। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আয়েশা (র.) বলেন : "তিনি আমাকে দেখেই চিনে ফেলেন। কারণ পর্দার বিধান প্রবর্তনের পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনতে পেরেই তিনি বিস্মিত হয়ে উচ্চারণ করেন "ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কানে যেতেই আমি জেগে উঠি ও আমার চাদর দিয়ে আমার চেহারা ঢেকে ফেলি।" -বুখারী মুসলিম

৬. গৃহবাসীদের সম্মতি না পেয়ে ও তাদেরকে সালাম না জানিয়ে কারো ঘরে প্রবেশ করবেন না। আল্লাহ বলেন,

يايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُم حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا طَ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

হে ঈমানদারগণ, নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য কারো ঘরে গৃহবাসীদের সম্মতি না পেয়ে ও তাদেরকে সালাম না জানিয়ে প্রবেশ করোনা। এটি তোমাদের ধন্য উত্তম বিধান। আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।" (আননূর -৭)

৭. কাউকে ঘরে না পেলে অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করবেন না।

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا اَحَدًا فَلَاتَدْخُلُوْاهَا حَتَّى يُؤذَنَ لَكُم ج

"সেখানে কাউকে না পেলে বিনা অনুমতিতেই তাতে প্রবেশ করো না।" (আননূর -২৮)

১০. মুমিন পুরুষরা তাঁদের দৃষ্টি সংযত রাখবেন। আল্লাহ বলেন,

قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ذَلِكَ أَزْكَى لَهُم ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرُ مَ بِمَا يَصْنَعُونَ -

"মুমিন পুরুষদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। এটি তাদের জন্য বিশুদ্ধ নীতি। তারা যা কিছু করে আল্লাহ্ তা জানেন।" (আননূর -৩০)

আপন স্ত্রী কিংবা কোন মুহাররাম মহিলাকে ছাড়া অপর কোন মহিলাকে নজর ভরে দেখা কোন পুরুষের জন্য জায়েয নয়। একবার নজর পড়া ক্ষমাযোগ্য। আবার নজর দেয়া ক্ষমাযোগ্য নয়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের দেখাকে চোখের যিনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষ তার ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে যিনা করে থাকে। দেখা হচ্ছে চোখের যিনা। ফুসলানো কণ্ঠের যিনা। তৃপ্তির সাথে পর নারীর কথাশুনা কানের যিনা। হাত দ্বারা স্পর্শ করা হাতের

যিনা। অবৈধ উদ্দেশ্যে পথ চলা পায়ের যিনা। নযর এই সব অনুসঙ্গ পালিতে হওয়ার পর লজ্জাস্থান তাকে পূর্ণতা দান করে কিংবা পূর্ণতা দান করা থেকে বিরত থাকে।"

১৫. মহিলারা এমনভাবে পা মেরে চলবেন না যাতে তাঁদের লুকানো সাজ-সৌন্দর্যের কথা লোকেরা জেনে ফেলে আল্লাহ্ বলেন,

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ طَ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"এবং তারা যেন তাদের পা এমনভাবে না মেরে চলে যাতে তাদের লুকানো সাজ-সৌন্দর্যের কথা লোকেরা জেনে ফেলে। আর মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।" (আননূর - ৩১)

১৬. মালিকানাধীন ব্যক্তি ও না-বালেগ সন্তানেরা তিনটি সময়ে অনুমতি না নিয়ে গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করবে না । আল্লাহ বলেন,

ياتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَم يَبْلُغُوا الحُلم مِنكُم ثلث مَرَّاتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلوةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظهيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلوةِ الْعِشَاءِ قف ثَلْثُ عَوْرَاتٍ لكم ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ م بَعْدَهُنَّ ط

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের মালিকানাধীন ব্যক্তি ও নাবালেগ সন্তানেরা তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসা উচিত : ছালাতুল ফজরের আগে, দুপুরে যখন তোমরা পোশাক ছাড়া ও ছালাতুল ইশার পরে। এই তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়। অন্য সময় তারা তোমাদের কাছে এলে তোমাদের ও তাদের কোন দোষ নেই।" (আননূর -৫৮)

১৭. সন্তানেরা বালেগ হয়ে গেলে সকল সময় বড়োদের মতোই অনুমতি নিয়ে আব্বা-আম্মার কক্ষে প্রবেশ করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا بَلَغَ الأَطفَالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط

"আর তোমাদের সন্তানেরা যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তাদের তেমনি অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসা উচিত, যেমন তাদের বড়োরা অনুমতি নিয়ে আসে।" (আননূর -৫৯)

প্রত্যক্ষভাবে অনুমতি না চেয়ে এমন কোন সম্বোধন বা শব্দও যদি উচ্চারণ করে যার দ্বারা বুঝা যায় যে সে নিকটে আসতে চায় সেটাও অনুমতি চাওয়া বলেই গণ্য হবে। প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, "তোমরা তোমাদের আম্মা ও বোনদের কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।"- (ইবনু কাসীর)। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রা.) স্ত্রী যায়নাবের (রা.) বর্ণনা থেকে জানা যায় যে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) তাঁর ঘরে প্রবেশ করার সময়ও এমন কোন আওয়াজ করতেন যাতে বুঝা যেতো যে তিনি আসছেন । হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। (ইবনু জারীর)

১৮. বৃদ্ধারা যদি সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁদের চাদর নামিয়ে রাখেন এতে কোন দোষ নেই। তবে বৃদ্ধারাও যদি লজ্জাশীলতা অবলম্বন করেন সেটাই তাঁদের জন্য উত্তম।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جِنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْر مُتَبَرِّجت م
بِزِينَةٍ طَ وَانْيَسْتَعْفِفْنَخَيْرُ لَهُنَّ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

"আর যেই সব বৃদ্ধা বিয়ের আশা রাখে না তারা যদি সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছাড়া নিজেদের চাদর নামিয়ে রাখে এতে কোন দোষ নেই। তবে তারা যদি লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে সেটাই তাদের জন্য উত্তম।" 'আলকাওয়া'য়েদু মিনা নিসায়ে" অর্থ হচ্ছে "বসে পড়া মহিলারা। (আননূর -৬০)

" অর্থাৎ এমন বয়সে পৌঁছে যাওয়া মহিলাগণ এই বয়সে তাঁদের সন্তান জন্ম দেবার যোগ্যতা থাকে না, তাঁদের নিজেদের যৌন কামনা অবশিষ্ট থাকে না এবং

তাঁদেরকে দেখে পুরুষদের মধ্যেও যৌন বাসনা সৃষ্টি হয় না । এমন বৃদ্ধাদেরও সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিজেদের চাদর নামিয়ে রাখার অনুমতি নেই। তবে সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকলে তাঁদের চাদর নামিয়ে রাখার অনুমতি আছে ।

নারী গোপন থাকার যোগ্য

হাদীস : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে রসূলে করীম (স.) বলেছেন : নারী গোপন থাকার যোগ্য। যখন সে নিজ ঘর থেকে বাইরে যায়, তখন শয়তান তার প্রতি তাকাতে থাকে। এটা নিশ্চিত যে, নারী তখন সর্বাধিক আল্লাহর কাছে থাকে, যখন সে আপন ঘরের ভিতরে থাকে। (তিবরানী)

হাদীসের ব্যাখ্যা :

উল্লিখিত হাদীসে প্রথমে নারীর স্থান ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে গোপন করে রাখার উপযোগি বিধায় অন্দরই তার উপযুক্ত স্থান যে নারী পর্দার বাইরে ঘুরাফেরা করে, সে নারীত্বের সীমানা লঙ্গণ করে। তখন শয়তান দৃষ্টি উঁচিয়ে উচিয়ে তার দিকে তাকাতে শুরু করে অর্থাৎ নারী বাইরে গেলে শয়তান চেষ্টা করে যাতে মানুষ তার নাক-নকশা, রূপ-সৌন্দর্য ও পোশাকের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে করে মজা উপভোগ করে।

ইসলাম নারীদেরকে যতদূর সম্ভব আপন গৃহের অভ্যন্তরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। অনন্যোপায় হলে বাইরে যাওয়ার যে অনুমতি আছে, তাতেও কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে; যেমন-সুগন্ধি লাগিয়ে বের হবে না, পথের মাঝখান দিয়ে চলবে না এবং সমগ্র দেহ মোটা চাদর দিয়ে ঢেকে নিবে ইত্যাদি।

ইসলাম নারীকে লজ্জা, শরম, পবিত্রতা, সতীত্ব ও আত্ম-সম্মানবোধ শিক্ষা দেয়। সে মানবতাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে যে স্বাতন্ত্রমূলক পার্থক্য আছে, ইসলামের বিধি-বিধান পাঠ করলে তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলাম কখনও এটা সহ্য করে না যে মানুষ পশু হয়ে যাক এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মত জীবনযাপন করুক। পুরুষ ও নারীর মধ্যে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার যে একটি স্বভাবজাত দাবি আছে, ইসলামী শরীয়ত তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এতে জৈবিক অধিকার ও জৈবিক আনন্দের প্রতি পুরাপুরি খেয়াল রাখা হয়েছে। তবে মানুষকে বলগাহীন উটের মত ছেড়ে। দেয়া হয়নি যে, যা ইচ্ছা খাবে, যা ইচ্ছা পরবে, যেখানে ইচ্ছা দৃষ্টিপাত করবে এবং যার সাথে ইচ্ছা আনন্দ উপভোগ করবে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত

এক শ্রেণীর মুসলমান আমেরিকান ও ইউরোপীয় ইহুদী ও খৃস্টানদের দেখাদেখি এবং তাদের রচনাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদেরকেও পশুত্বের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চায়। তাদের সামনে পর্দার বিধি-বিধান পেশ করা হলে কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে থাকা সত্ত্বেও ধৃষ্টতা সহকারে বলে দেয় যে, এগুলো সব মোল্লাদের আবিষ্কার। নারীদের বেপর্দা ঘুরাফেরা করাকে তারা উন্নতি ও প্রগতি নাম দিয়ে থাকে। কিন্তু তারা এটাও জানে উন্নতি কোনটি, প্রশংসনীয় কোটি এবং কোনটি নিন্দনীয়। জাতির বৌ-কন্যার বেপর্দা হয়ে গৃহ থেকে বের হলে এবং বাজারে ও পার্কে পুরুষদের সাথে মিলেমিশে ঘুরাঘুরি করলে কিসের উন্নতি হল? এতে কি মনুষ্যত্ব উন্নতির চরম শিখরে পৌছে গেল, না আত্মসম্মান-বোধ ও সম্ভ্রান্ততায় কিছুটা প্রবৃদ্ধি অর্জিত হল? না, এতে বরং পবিত্রতা ও সতীত্ব লুণ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে এবং মানুষের ভদ্রতা ও সম্মান ধুলিধূসরিত হওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা নিষ্পন্ন হয়ে গেছে। মন্দকাজের উন্নতি কোন উন্নতি নাকি? এরূপ উন্নতি তো শয়তান ও তার দোসররাই পছন্দ করে। আল্লাহ, তার রসূল (সা.) এবং ঈমানদার পুরুষ ও নারীরা এরূপ উন্নতি পছন্দ করে না । 62

নারীদেরকে গৃহে থাকার নির্দেশ

সূরা আহযাবে এরশাদ হয়েছে-

بانِسَاءِ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْرُ فلا تخفف بالقول فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مُرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاهُ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَر جُن تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولى وَأَقِمْنَ الصَّلوة وأتين الزكر - وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُوله

হে নবী-পত্নীগণ, তোমরা অন্য যে কোন নারীর মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পর-পুরুষদের সাথে কোমল স্বরে কথা বলো না । এতে সেই ব্যক্তি প্রলুব্ধ হবে, যার অন্তরে ব্যাধি আছে। এবং তোমরা সৎ কথাবার্তা বলবে। আর তোমরা গৃহে অবস্থান করবে। প্রাক ইসলামী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাৎ দিবে এবং আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করবে।

এসব আয়াতে প্রথম নির্দেশ এই যে, কোন পর-পুরুষের সাথে প্রয়োজনে কথা বলতে হলে কমনীয় ভঙ্গিতে এবং আকর্ষণীয় স্বরে কথা বলবে না। কেননা, কোমলস্বরে কথা বলার প্রতিও আকর্ষণ থাকে, যেমন চলনের ভঙ্গিমায় মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। নারীর কণ্ঠস্বরে স্বভাবগতভাবে কমনীয়তা থাকে। তাই পবিত্রমনা নারী পর-পুরুষের সাথে কথা বলার সময় ইচ্ছা করে কঠোর ও রূঢ়কণ্ঠে কথা বলে, যাতে কোন দুষ্টমনা লোকের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি না হয় ।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে। তোমরা গৃহের মধ্যে অবস্থান কর। এ থেকে জানা গেল যে, দিবারাত্র অতিবাহিত করার জন্যে নারীদের আসল স্থানই হচ্ছে তাদের গৃহ। যে সকল প্রয়োজনের জন্যে গৃহ থেকে বের হওয়ার জায়েয, সে গুলোতে খুব পর্দা সহকারে বের হতে পারে। তবে বিনা প্রয়োজনে পর্দা সহকারে বের হওয়াও ভাল নয়।

তৃতীয় নির্দেশ এই যে, মূর্খতা যুগের নিয়ম অনুযায়ী গৃহের বাইরে বেড়াবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের সমাজে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। সে যুগের নারীরা নির্লজ্জভাবে বিনাদ্বিধায় বাজারে, মেলায় এবং অলিগলিতে বেপর্দা হয়ে ঘুরে বড়াত। তারা খুব সাজগোজ করেও বের হত । মাথায় কিংবা গলায় ফ্যাশনস্বরূপ ওড়না ব্যবহার করত, যাতে বক্ষ, কান ও মুখমণ্ডল আবৃত হত না। এভাবে তারা যত্রতত্র গমন করত এবং পুরুষদের ভিড়ে ঢুকে পড়ত। আপন-পরের কোন বাছ-বিচার থাকত না এবং পর-পুরুষ থেকে বেঁচে থাকার কোন চেষ্টাও করত না। এটাই ছিল প্রাক ইসলামী যুগের সামাজিক নিয়ম. যা আজও মুসলিম নারীদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে আছে । আজকালকার পর্দা বিরোধীরা এ নিয়মকে আরও উন্নত করতে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত ।

সূরা আহযাবে আরও এরশাদ হয়েছে :

তোমরা নবী-পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়ালে থেকে চাইবে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে নবী-পত্নীগণকে সম্বোধন করা হলেও বর্ণিত বিধান সকল মুসলিম নারীর জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রা.), মুজতাহিদ ইমামগণ এবং পুর্ববর্তী মনীষীগণ একবাক্যে একথাই বলেছেন। যে এসব আয়াতের বিধান কেবল নবী-পত্নীগণ পর্যন্ত সীমিত নয়; বরং সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

একজন স্থুলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও এসব আয়াত থেকে একথা বুঝতে বাধ্য হবে যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্রতা বিবিগণকে যখন আপন গৃহে অবস্থান করতে বলা হয়েছে, অথচ তাদেরকে উম্মতের জননী আখ্যা দেয়া হয়েছে, তখন উম্মতের অন্যান্য নারীদের জন্যে বেপর্দা হয়ে বাইরে বের হওয়া কিরূপে বৈধ হতে পারে? সম্ভ্রমও সম্মানের কারণে উম্মতের দৃষ্টি তাদের উপর পড়তে পারত না। এতদসত্ত্বেও তাদের উপর উপরোক্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

অতএব, যে সকল নারীর প্রতি ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় এবং যারা নিজেরাও পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করার ইচ্ছা রাখে, তাদের জন্যে প্রাক-ইসলামী যুগের মত বাইরে বে হওয়ার অনুমতি কিরূপে থাকতে পারে? উপরোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত বিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ফেতনা-ফ্যাসাদের পথ রুদ্ধ করা। বলাবাহুল্য, উম্মতের সাধারণ মহিলারা এই ফ্যাসাদ রোধ করার অধিকতর মুখাপেক্ষী। এ অবস্থায় সাধারণ মহিলাদেরকে এসব বিধানের বাইরে রাখা মূর্খতা নয় তো কি?

এছাড়া সূরা আহযাবের অন্য এক আয়াতে সাধারণ মুসলিম নারীদেরকেও পর্দায় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

يا أَيُّهَا النَّبِي قللازواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلك أننى انْتِعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا .

হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীগণকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ মুখমণ্ডলের উপর টেনে নেয়।

এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে। ফলে, তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এই আয়াত দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় : এক. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পত্নীগণ এবং কন্যাগণের সঙ্গে মুসলমানদেরকেও সমস্ত শরীর ও মুখমণ্ডল ঢেকে বের হওয়ার নির্দেশে শরীক করা হয়েছে। যারা দাবি করে যে, পর্দার নির্দেশ কেবল নবী-পত্নীগণের জন্যে, এতে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণিত হয়ে যায়।

দুই. আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, পর্দার জন্যে মুখমণ্ডলের উপর চাদর টানা জরুরী। এতে তাদের দাবিও খণ্ডিত হয়ে যায়; যারা বলে যে, নারীদের জন্যে মুখমণ্ডল ঢেকে বাইরে বের হওয়ার নির্দেশ ইসলামে নেই ।

তিন. এই আয়াত থেকে পর্দার জন্যে 'জিলবাব' ব্যবহার করার নির্দেশ জানা যায়। আরবী ভাষায় জিলবাব বড় চাদরকে বলা হয়। মহিলারা পরিধেয় বস্ত্রের উপরে এই চাদর ব্যবহার করত। আয়াতে বলা হয়েছে যে, নারীরা পরিধেয় বস্ত্রের উপর যেমন জিলবাব জড়িয়ে নেয়, তেমনি মুখমণ্ডলের উপরও যেন জিলবাবের কিয়দংশ টেনে নেয়। এভাবে চাদর জড়ানোর প্রচলন কোন কোন এলাকার নারীদের মধ্যে অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। বোরকা এই জিলবাবেরই একটি উন্নত আকার। অতএব, শরীয়তে বোরকার প্রমাণ নেই বলা নেহায়েত মূর্খতা।

দৃষ্টি হেফাযত করার নির্দেশ

যে সকল বিষয় একজন পুরুষকে একন নারীর প্রতি অথবা একজন নারীকে একজন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে, সেগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে দৃষ্টি। কোরআন মজীদে উভয় পক্ষকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ করা হয়েছে। সূরা নূরে প্রথমে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে এবং আপন আপন যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্যে অধিক পবিত্রতার বিষয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তারা করে। এরপর নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيُحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الأَمَاظَهَرُ مِنْهَا .

আপনি মুসলমান নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে আপন আপন যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না কিন্তু যা সাধারণভাবে খোলা থাকে।

এসব আয়াতে পুরুষ ও নারী উভয় পক্ষকে দৃষ্টি নত রাখার এবং যৌনাঙ্গের হেফাযত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পর্দা-বিরোধীরা জেনেশুনে অথবা অজান্তে এসব আয়াতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা থেকে বিরত থাকে । বলাবাহুল্য, দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ এজন্যে দেয়া হয়নি যে বৃক্ষলতা, পাথর, প্রাচীর এবং গৃহের আসবাবপত্রের দিকে দৃষ্টি ফেলা নিষিদ্ধ।

বরং এর কারণ এই যে, দৃষ্টি অবস্থানে ব্যবহার করলে যৌনাঙ্গের হেফাযত বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ জন্যেই তো দৃষ্টি নত রাখার সাথে সাথে যৌনাঙ্গের হেফাযতেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানুষ যাতে জৈব ও দৃষ্টির আনন্দ লাভ করতে পারে, সেজন্যে স্বামীকে স্ত্রীর জন্যে এবং স্ত্রীকে স্বামীর জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যে নারী-পুরুষের মধ্যে মাহরাম সম্পর্ক রয়েছে, তারা একে অপরকে সীমার মধ্য থেকে দেখতে পারে। কিন্তু তাদের জন্যেও একে অপরের প্রতি কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। মাহরামদের জন্যেও শরীরের সকল অংশ দেখা হালাল নয়।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) আরয করলেন : ইয়া রসূলাল্লাহ, যদি হঠাৎ বেগানার উপর দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে এ সম্পর্কে বিধান কি? রসূলে করীম (সা.) এরশাদ করলেন : অনতিবিলম্বে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে। (মুসলিম)

মহানবী (সঃ)-এরশাদ করেন :

'অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি হচ্ছে ইবলিসের তীরসমূহের অন্যতম।" এতে দর্শিতার ক্ষতির হার বেশি। সে একটি মনুষ্য সমাজকে উদ্বিগ্ন করে তোলে । আজকের সমাজ এর উজ্জ্বল

প্রমাণ। তাই একদা নবী করীম (সঃ) সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন- বল, মহিলাদের জন্য কোন জিনিসটি উত্তম? কারো মুখে উত্তর নেই। হযরত আলী (রাঃ) বাড়ী এসে ফাতিমাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, মহিলারা এমনভাবে বস্ত্রাবৃত থাকবে যে, কোন পুরুষ তাদের দেখতে না পায় ।

এতো গেলো দেখা প্রসঙ্গ, এবার আসা যাক কথা প্রসঙ্গে। পুরুষ ও নারীর অনেক ক্ষেত্রে কথোপকথনের প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে দৃষ্টি নত রাখার সাথে সাথে কোমল ও আবেদনকারী কণ্ঠস্বর পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

একবার রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বললেন : প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কেননা, প্রথম দৃষ্টিতে গোনাহ হবে না। (কারণ, এটা অনিচ্ছাকৃত।) কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার জন্যে হালাল নয়। (এর জন্যে ধরপাকড় হবে; কারণ এটা ইচ্ছাকৃত।) (মেশকাত)

উদ্দেশ্য এই যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন গায়ের মাহরাম নারীর উপর দৃষ্টি পড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সরিয়ে নিবে। যদি দৃষ্টি না সরাও এবং দেখতে থাক তবে একে দুই দৃষ্টি গণ্য করা হবে এবং দ্বিতীয়টি হবে ইচ্ছাকৃত। এর জন্যে ধরপাকড় হওয়া বলাই বাহুল্য। পর্দাহীনতায় কুদৃষ্টির অনেক বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যা নারী-পুরুষ উভয়েই করে থাকে। দৃষ্টি সংরক্ষিত থাকলে যৌনাঙ্গও সংরক্ষিত থাকবে। হাদীসে কুদৃষ্টিকেও এক প্রকার যিনা আখ্যা দেয়া হয়েছে ।

দৃষ্টি সংযত রাখার পুরস্কার

مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلى مَحَاسِنَ امْرَة ثُمَّ بَعضُ بَصرَهُ إِلّا اخْلَفَ اللهُ لَهُ ما مِننُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتِهَا (رواه احمد

হাদীসে আছে, হঠাৎ কোন রমণীর রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি কোন মুসলমানের দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে যদি কেবল আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টি অবনত করে তবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ

তাআ'লা তাকে এমনভাবে ইবাদত করার তৌফিক দেবেন যাতে সে পরম তৃপ্তি লাভ করতে পারবে। (আহমাদ)

আলোচ্য হাদীসে দৃষ্টি সংযত রাখা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাই বর্ণিত হয়েছে। সাথে সাথে এও বলা হয়েছে যে, দৃষ্টির হেফাজত করে কেবল নিজের কল্যাণই সাধিত হয় না বরং সাথে সাথে আল্লাহর পুরস্কারের কথাও ঘোষিত হয়েছে। কাজেই আমাদের প্রত্যেকের উচিত পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হতে সর্বদা নিজেকে বিরত রাখা।

অন্ধের কাছে থেকে পর্দা করার আদেশ

হাদীস : উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন : আমি এবং ময়মূনা (রা.) উভয়েই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ছিলাম। হঠাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) সম্মুখ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আসতে লাগলেন । (তিনি অন্ধ ছিলেন বিধায় আমরা উভয়েই তার কাছ থেকে পর্দা করার ইচ্ছা করিনি এবং স্বস্থানে বসে রইলাম ।) রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : তার কাছ থেকে পর্দা কর। আমি আরয করলাম : হয়া রাসূলাল্লাহ, সে কি অন্ধ নয় সে-তো আমাদেরকে দেখছে না। জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করলেন তোমরা উভয়েই অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না? -(আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, নারীরাও যতদূর সম্ভব, পুরুষদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (রা.) একজন অন্ধ ও পবিত্রমনা সাহাবী ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পত্নীগণও নেহায়েত সতীসাধবী রমণী ছিলেন এতদসত্ত্বেও তিনি উভয় পত্নীকে পর্দা করার আদেশ দিলেন।

লক্ষণীয় যে, যেখানে কুদৃষ্টির এতটুকু সম্ভাবনাও ছিল না, সেখানে এই আদেশ দেয়া হয়েছে। আজকালকার নারীদেরকে পুরুষদের প্রতি তাকানোর অনুমতি কিরূপে দেয়া যেতে পারে?

এ থেকেই বিয়ে-শাদীতে একটি মন্দ প্রথার নিষিদ্ধতাও জানা গেল বিবাহের পর বর যখন কনেকে নিয়ে বিদায় হতে চায়, তখন সালামীর জন্যে তাকে গৃহের অভ্যন্তরে ডাকা হয়। সেখানে পরিবারের ও পাড়া প্রতিবেশিনী নারীরা বরকে দেখে এবং শ্যালিকারা বরের সাথে হাসিঠাট্টা ও রং-তামাশা করে। এটা কোনরূপেই দুরুস্ত নয় ।

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُول

অন্ধের সাথেও পর্দা করতে হবে

الله ، أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمْيَا وَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ رواه أحمد ، الترمذي وأبوداؤد)

হুজুর (সঃ) বলেছেন, (তাঁর দু'জন সহধর্মিনীকে লক্ষ্য করে) তোমরা এর সাথেও পর্দা কর । হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বললাম, এ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম তো অন্ধ ; সে আমাদেরকে তো দেখেও না চিনতেও পারে না। এদের সাথে পর্দা কেন ? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এরা অন্ধ বটে কিন্তু তোমরা তো অন্ধ নও। তোমরা তো তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ। (আহমদ, তিরমিযী)

অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীনগণ মনে করেছিলেন যে, অন্ধ পুরুষদের সাথে নারীদের পর্দা করার প্রয়োজন নেই। কেননা এরা তো দেখতে পায় না । কিন্তু এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, পুরুষের জন্য মহিলাদের প্রতি তাকানো যেমন বৈধ নয়, তদ্রূপ নারীদের জন্যও পরপুরুষের প্রতি তাকানো জায়েয নয় ।

দেবরের সাথে মস্করা করা হারাম

হযরত উকবাহ ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, খবরদার! মহিলাদের কাছে আসা যাওয়া থেকে নিরাপদ থাক। তখন এক আনসারী

হুজুর (সা.)-কে জিজ্ঞেস কররেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! দেবরের ব্যাপারে হুকুম কি? তখন হুজুর (সা.) বললেন, দেবর সেতো মৃত্যুতূল্য।

-(বুখারী-২/৭৮৭)

চিন্তা করুন, দেবরকে মহিলাদের বেলায় মৃত্যু বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভাবীর জন্য মৃত। মৃত্যু যেমন ধ্বংসের কারণ অনুরূপ ভাবীর জন্য দেবরও ধ্বংসের কারণ । অর্থাৎ জাহান্নামের কারণ। বুখারী শরীফে রয়েছে যে, মৃত্যু থেকে মানুষ যে রকমভাবে রক্ষা পেতে চায় তদ্রুপ দেবর থেকে ভাবীরও সতীত্ব রক্ষা করা উচিত।

দেবরের সাথে পর্দা

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ : أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : الْحَمو الموت . (رواه البخاري)

হুজুর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা মহিলাদের নিকট যাতায়াত করা থেকে বেঁচে থাক । তখন জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! দেবর (স্বামীর ভাই) কি ভাবীর নিকট যাতায়াত করতে পারবে ? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, দেবর (ভাবীর জন্য) মৃত্যুতুল্য। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ মৃত্যু যেমন মা-বাপ ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজন কারোর প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে জান কবজ করে, তেমনি দেবর ভাবীর ঈমান, আখেরাত বরবাদের জন্য বড় জমদূত । এ ক্ষেত্রে ভাশুরের সাথেও কড়া পর্দার তাকিদ রয়েছে।

ভিন্ন পুরুষের সাথে ওঠাবসা মহিলাদের জন্য হারাম

- عين اثين عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُل بِامْرَأَةِ الأَمَعَ ذِى مَحْرِم

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা.) বলেছে সাবধান! মুহরিম ছাড়া কোন নারী কোন পুরুষের সাথে নির্জনে বস বাস করবে না । (বুখারী-২/৭৮৭)

কোন মুহরিম কিংবা অতি নিকটের আত্মীয় ছাড়া মহিলার অন্য যে কোন পুরুষের সাথে চলাফেরা হারাম। কারণ শয়তান তখন চোখ কান এবং অন্তরকে যিনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

আজকের আধুনিক যুগের নারীরা বিশেষ করে শহরের উঠতি বয়সের মেয়েরা পুরুষ বন্ধুর সাথে যেখানে ইচ্ছা আসা যাওয়া করে, ভাব জমায়। এটাকে তারা ভালবাসা বলে থাকে। এই সস্তা ভালবাসাই একদিন মেয়ের জীবনে কাল হয়ে দাড়ায়।

"বিশেষ করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা এতে বেশি জড়িত। পার্কে, গাছতলায়, পুকুর পাড়ে কিংবা অন্য কোথাও নির্জনে বসে নানা কথায় লিপ্ত হয়। স্বভাবতই যুবক যুবতীরা একত্রে থাকলে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ইদানীং মানুষের সামনেই জোড়ায় জোড়ায় পাশাপাশি বসে প্রেমালাপে মত্ত হতে দেখা যায় । এজন্য তারা উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্মুক্ত মাঠ কিংবা গাছতলায় বা শহীদ মিনারগুলোকে বেছে নিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ আসা যাওয়া করুক তাতে এ যুগলদ্বয়ের কিছু আসে যায় না। নির্লজ্জের মত আলাপচারিতায় মত্ত আছেই।

রূপ যৌবন অতি ক্ষণস্থায়ী। এটাকে সৎপথে ব্যয় করলে আপনি হবেন একজন গর্বিত মা, হবেন একজন গুণবতী বোন জিজ্ঞেস করুন, আপনার দাদী কিংবা নানীর কাছে। তাহলেই বুঝতে পারবেন প্রেম ভালবাসা যৌবন এবং সামাজিক মান-সম্মান কি?

অবৈধভাবে কেউ অন্তঃসত্তা হয়ে গেলে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করার জন্য কেন হাসপাতাল ঠিকানা হয়? সমাজের নিকট সে কলংকিনী হয়ে যাবে এজন্য নয় কি? তাহলে আপনি শিক্ষিত হয়ে পশুকেও হার মানালেন তাই নয় কি? তাই একান্ত প্রয়োজন ছাতড়া গায়রে মুহরিমের সাথে কথা বলাইহারাম । আবার পর্দাহীনতা তো বিলকুল হারাম ।

পর পুরুষকে দেখা এবং তার প্রতি তাকানো নিষেধ

عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةَ بنت الحارث) فَاقْبَلَ ابن أم مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أمرنا بالحِجَاب فَدَخَلَ ملينا فَقَالَ احْتَجامِنَا فَقُلْنَا يَارَسُول الله اليس هُوَ أَعْمَى - لَا يُبْصِرُنَا فَقَالَ أَفَعَمْيَا وَان أَنْتُما - الستُمَا تُبْصِرَانِه

হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটে হাজির ছিরাম এবং সেখানে মাইমুনা বিনতে হারিসও ছিলেন । এমন সময় অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম সেখানে এলেন। ঘটনাটি ঘটেছির পর্দার হুকুমের পরে। হুজুর (সা.) আমাদের উভয়কে পর্দা করতে বললেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! সে কি অন্দ নয়? সে তো আমাদের দেখে না। রাসূধলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরাও অন্ধ নাকি? তোমরা তাকে দেখ না?

বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলারা পরপুরুষ থেকে সাবধান থাকবে। শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত তাদের সাথে কথা বলা, দেখা জায়েয নেই । এই বিষয়টা আজ মহিলারা তেমন গুরুত্ব দেয় না। জানালার ফাঁক দিয়ে বা অন্য কোন ছিদ্র দিয়ে উকি ঝুকি করে পুরুষকে তারা দেখে এবং মনে করে এতে আর কি অপরাধ? দেখুন, পরপুরুষকে দেখাই যেখানে নিষেধ সেখানে তাদের সাথে বসে আড্ডা দেয়া হাসাহাসি করা, কথা বলা ঠাট্টা-মস্করা জায়েয হবে কি করে?

স্বামীর সামনে অন্য নারীর রূপসৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ

হাদীস ঃ হযরত ইবনে মসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, এক নারী অপর নারীর সাথে সহ উপবেশন করার পর আপন স্বামীর সামনে অন্য নারীর দৈহিক গড়ন ও রূপমাধুর্য এমনভাবে বর্ণনা করবে না, যেন সে সেই নারীকে দেখছে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উদ্দেশ্য এই যে, আপন স্বামীর সামনে কথা প্রসঙ্গে কোন নারীর কথা এসে গেলে তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু তার সামনে কোন নারীর পুরাপুরি অবস্থা এভাবে

বর্ণনা করবে না, যা শুনে সেই নারীর রূপ-সৌন্দর্য ও নাক-নক্শা স্বামীর দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে। কোন নারীর অবস্থা এরূপ পরিষ্কার ও স্পষ্টরূপে বর্ণনা করাও এক প্রকার পর্দাহীনতা। কাউকে চোখে দেখলে যেমন তার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, তেমনি রূপসৌন্দর্য শুনেও অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং সাক্ষাৎ করতে মন চায়। এছাড়া এরূপ বর্ণনায় বর্ণনাকারিণীর ক্ষতিরও আশংকা থাকে। কেননা, স্বামী যদি সেই নারীকে হাসিল করার ফিকিরে লেগে যায়, তবে সে নিশ্চিতই পরিতাপ করবে।

পরপুরুষের সাথে একান্তে থাকার নিষিদ্ধতা

হাদীস : হযরত ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন : কোন পুরুষ যখন কোন নারীর সাথে একান্তে থাকে, তখন সেখানে তাদের ছাড়া তৃতীয়জন শয়তানও অবশ্যই থাকে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ শয়তানের কাজই হল গোনাহ করানো। যখনই কোন পুরুষ বেগানা নারীর সাথে নির্জনে থাকবে, তখন শয়তানও সেখানে থাকবে। সে উভয়ের ভাবাবেগকে উৎসাহিত করবে এবং উভয়ের মনে খারাপ কাজের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করবে। একারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) পরপুরুষের সাথে নির্জনে থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অতএব উস্তাদ, পীর, মামা, চাচাত ভাই, খালাত ভাই-যেই হোক না কেন, তাদের সাথে নির্জনবাস থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী।

হাদীস : হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : খবরদার! বিয়ে করা স্বামী অথবা মাহরাম ছাড়া কোন ব্যক্তি যেন কোন স্বামীহীনা নারীর কাছে রাত্রি অতিবাহিত না করে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, কোন পুরুষ তার স্ত্রী কিংবা মাহরাম নারী ছাড়া কোন পরনারীর কাছে যেন রাত্রি অতিবাহিত না করে। রাত্রি হোক কিংবা দিন সব সময়ই পরনারী ও পরপুরুষের একান্তে থাকা নিষিদ্ধ; যেমন প্রথমোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়। কিন্তু বিশেষভাবে রাতে থাকার নিষিদ্ধতা বর্ণনা করার কারণ

এই যে, রাতের অন্ধকারে গোনাহ করার সুযোগ পাওয়া খুব সহজ হয়ে থাকে। এই নিষেধাজ্ঞায় নারী-পুরুষ উভয়েই সমান। কিন্তু বিশেষভাবে পুরুষকে সম্বোধন করার কারণ এই যে, পুরুষ অধিক শক্তিশালী বিধায় যদি কোন পরনারীর কাছে একাকীত্বে পৌঁছে যায়, তবে নারী তাকে হটিয়ে দিতে অক্ষম হবে। তাই পুরুষকে বলা হয়েছে; যেন সে কোন পরনারীর কাছে রাত অতিবাহিত না করে। যদি কোন পুরুষ এই আদেশ লঙ্ঘন করে, তবে নারীর কর্তব্য হবে সেখানে থেকে চলে যাওয়া এবং সেই পুরুষকে একাকী ছেড়ে দেয়া।

পরকীয়া : কারণ ও প্রতিকার

ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানব বংশের ধারাবাহিক সংরক্ষণ, মানববংশ বৃদ্ধি, ইসলামের পরিপূর্ণ অনুশীলন ও বৈধভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণ ও লজ্জাস্থান হেফাযতের জন্য মহান আল্লাহ পরিবার প্রথা প্রচলন করেছেন। আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ নিজেই মানব জাতির প্রথম পরিবার গঠন করেন (বাক্বারাহ ২/৩৫)। পরিবার মানব সমাজের মূল ভিত্তি। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অধিকার আদায় ও বিশ্বাসের মাধ্যমেই পরিবার টিকে থাকে। অপরদিকে অধিকার খর্ব হ'লে এবং বিশ্বাসে ঘাটতি হ'লে পরিবার ধ্বংস হয়। জন্ম নেয় পরিবার বিরোধী চিন্তা-চেতনা। অধিকার লাভে পা বাড়ায় ভুল পথে। জড়িয়ে পড়ে অনৈতিক সম্পর্কে, জড়িত হয় পরকীয়ায়।

সাম্প্রতিককালে যেসব সামাজিক ব্যাধি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তন্মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পরকীয়া। যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং-এর মত এটি ব্যক্তিচরিত্র ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম রূপ। প্রতিদিনের খবরের কাগজের একটি অংশে থাকে পরকীয়ার খবর। আর এই পরকীয়ার নিষ্ঠুর বলি হচ্ছে স্বামী বা স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। আলোচ্য প্রবন্ধে পরকীয়ার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পরকীয়ার পরিচয়

‘পরকীয়া’ বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দ। পরকীয়া হল বিবাহিত কোন নারী বা পুরুষ নিজ স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সাথে বিবাহোত্তর বা বিবাহবহির্ভূত প্রেম, যৌন সম্পর্ক ও যৌন কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া। সমাজে এটি নেতিবাচক হিসাবে গণ্য।

মূলতঃ পরকীয়া হল- বৈধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর নিজ স্বামী বা স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে পর পুরুষ বা পর নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

পরকীয়ায় জড়িত হওয়ার কারণ

বর্তমানে সমাজে পরকীয়ার হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেলজিয়ামের মনস্তাত্ত্বিক এস্থার পেরেল তাঁর ‘দ্য স্টেট অব অ্যাফেয়ার’ গ্রন্থে পরকীয়াকে ক্যান্সারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিবাহিত নারী-পুরুষের পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল।-

১. ইসলামী শিক্ষার অভাব: ইসলাম মানব জাতির চরিত্রের হিফাযতের জন্য নারী-পুরুষকে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে এবং বিবাহ বহির্ভূত যাবতীয় সম্পর্ককে হারাম ঘোষণা করেছে (আন‘আম ৬/১৫১)। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক হারাম ও এর ভয়াবহ শাস্তি না জানার কারণে মানুষ পরকীয়ার মত নিকৃষ্ট কাজে জড়িয়ে পড়ে।

২. সামাজিক কারণ : ইসলাম সামর্থ্যবান পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিলেও (নিসা ৪/৩) অনেক পুরুষ সামাজিক কারণে একাধিক বিয়ে করতে পারেন না। কারণ সমাজ বহু বিবাহকে ভাল চোখে দেখে না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন চাহিদার অতৃপ্তি থেকে অনেকে এ সম্পর্কে জড়ায়। অপরদিকে দুর্বল ও অসুস্থ পুরুষের ক্ষেত্রেও নারী সামাজিক ভয়ে তালাক না নিয়ে পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে।

৩. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা : পুরুষ-নারীর অবাধ মেলামেশার সুযোগে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর আলাপচারিতা ও পরবর্তীতে পরকীয়ায় জড়িয়ে

পড়ে। মহিলারা আজকাল চাকুরী, ব্যবসা, লেখাপড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য কারণে ইসলামী বিধান উপেক্ষা করে বাড়ির বাইরে যাচ্ছে। আর পর পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা ও ঠাট্টা-মশকরার মধ্য দিয়ে একে অপরের প্রতি ঝুকে পড়ছে। অথচ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ،

'মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনছার ছাহাবী জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! স্বামীর ভাইয়ের (দেবর-ভাসুর) ব্যাপারে কি হুকুম? তিনি উত্তর দিলেন, স্বামীর ভাই হচ্ছে মরণের ন্যায়'

স্বামীর ভাইয়ের ব্যাপারে যদি ইসলাম এত কঠোরতা আরোপ করে তাহ'লে অপরিচিত বা সাময়িক পরিচিতদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি হ'তে পারে? নিঃসন্দেহে তা আরো কঠোর হবে।

৪. পর্দাহীনতা : পরকীয়ার অন্যতম কারণ হল পর্দাহীনতা। এর ফলে নারী-পুরুষ একে অপরের দেখা-সাক্ষাৎ করার ও কথা বলার সুযোগ পায়। এতে তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর শয়তান এটাকে আরো সুশোভিত করে উপস্থান করে এবং পরকীয়ার দিকে নিয়ে যায়। এজন্য ইসলাম পর্দাহীনতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ،

'মহিলারা হচ্ছে আবৃত বস্তু। সে বাইরে বের হ'লে শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তোলে'। সুতরাং যে পোষাকে নারীর চুল, গ্রীবা, বক্ষ, পেট, পিঠ ও আবৃত অঙ্গ প্রকাশিত থাকে তা পরিধান করা হারাম।

পর্দাহীনতা বিভিন্নভাবে হতে পারে। আর এসবের কারণে নারী-পুরুষ পরকীয়ার দিকে ধাবিত হয়। নিম্নে পর্দাহীনতার কয়েকটি পর্যায় উল্লেখ করা হল।

ক. দৃষ্টিপাত : পরকীয়া শুরু হয় নারী-পুরুষের একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। গায়র মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ জায়েয) নারীর প্রতি তাকানো ইসলাম হারাম করেছে। মহিলাদের মধ্যে যাদের প্রতি সাধারণভাবে তাকানো হারাম তাদের ছবি দেখাও হারাম; এমনকি মৃত হলেও। আবূ মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً،

'প্রতিটি চোখই যিনাকারী। কোন নারী সুগন্ধি মেখে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে গেলে সে এমন এমন'। অর্থাৎ যিনাকারিণী।

তিনি আরো বলেন,

اَلعَيْنَانِ تَزْنِيَان وَزِنَاهُمَا اَلنَّظْرُ،

'(মানুষের) চক্ষু দু'টিও যেনা করে, আর চক্ষুদ্বয়ের যেনা হল দৃষ্টিপাত করা। এই পাপের মাধ্যমেই পরকীয়ার সূচনা হয়।

খ. কথা বলা : গায়র মাহরাম নারী-পুরুষ পরস্পরের সাথে সরাসরি বা টেলিফোনে কথা বলার মাধ্যমে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এক পর্যায়ে তারা পরকীয়ার দিকে ধাবিত হয়, জড়িয়ে পড়ে ব্যভিচারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنا، مُدْرِكٌ ذلكَ لا مَحالَةَ، فالْعَيْنانِ زِناهُما النَّظَرُ، والأُذُنانِ زِناهُما الاسْتِماعُ، واللِّسانُ زِناهُ الكَلامُ، والْيَدُ زِناها البَطْشُ، والرِّجْلُ زِناها الخُطا، والْقَلْبُ يَهْوى وَيَتَمَنّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ،

আদম সন্তানের উপর যেনার কিছু অংশ লিপিবদ্ধ হয়েছে সে অবশ্যই তাতে লিপ্ত হবে। দুই চোখের যেনা হল, দৃষ্টিপাত করা, দুই কানের যেনা হল শ্রবণ করা, মুখের যেনা হল, (গায়র মাহরাম মহিলার সাথে) কথা বলা, হাতের যেনা হল, স্পর্শ করা এবং পায়ের যেনা হল, অগ্রসর হওয়া। আর অন্তর আশা ও আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবায়ন করে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে। সুতরাং গায়র মাহরাম পুরুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

গ. স্পর্শ করা : গায়র মাহরাম নারীর প্রতি তাকানো যেমন যেমন জায়েয নয়, তেমনি তার গায়ে হাত লাগানোও জায়েয নয়। নবী করীম (ছাঃ) পুরুষদের হাতে হাত রেখে বায়‘আত করতেন। কিন্তু মেয়েদের বায়'আত নেবার সময় কখনো তাদের স্পর্শ করতেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غيرَ أنَّه بايَعَهُنَّ بالكَلامِ، واللهِ ما أخَذَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النِّساءِ إلّا بما أمَرَهُ اللهِ، يقولُ لهنَّ إذا أخَذَ عليهنَّ: قدْ بايَعْتُكُنَّ كَلامًا-

আল্লাহর কসম! কথার দ্বারা বায়আত গ্রহণ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাত কখনো কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। আল্লাহর কসম! তিনি কেবল সেসব বিষয়েই বায়আত গ্রহণ করতেন, যেসব বিষয়ে বায়আত গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। বায়‘আত গ্রহণ শেষে তিনি বলতেন, আমি কথা দ্বারা তোমাদের বায়‘আত গ্রহণ করলাম’।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, উমায়মা বিনতে রুকায়া (রাঃ) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আসুন, আমরা আপনার হাতে বায়‘আত করব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি স্ত্রীলোকের হাতে হাত মিলাই না। সুতরাং গায়র মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অনুরূপভাবে যেসব পুরুষের সাথে বিবাহ বৈধ, তাদের সাথে মুছাফাহা করা বৈধ নয়। মহিলা বৃদ্ধা অথবা পুরুষ বৃদ্ধ হলেও আপোষে মুছাফাহা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে মহিলা (স্পর্শ করা) হালাল নয়, তাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার সুচ গেঁথে যাওয়া অনেক ভাল।

মুছাফাহার ব্যাপারে যদি ইসলাম এত কঠোরতা অবলম্বন করে, তাহলে কিভাবে একজন বেগানা পুরুষ-নারী একে অপরকে স্পর্শ করতে পারে?

ঘ. গায়র মাহরামের সাথে সফর করা : মেয়েদের মাহরাম ছাড়া একাকী অথবা গায়র মাহরামের সাথে সফর করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। কেননা এতে পরকীয়া ও অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। অপরদিকে পরকীয়ার কারণেও নারী-পুরুষ নিজেদের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য অনেক স্থানে সফর করে থাকে। সেকারণ ইসলাম মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের সফর কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এমনকি হজ্জের মত ফযীলতপূর্ণ সফরও মাহরাম ব্যতীত জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ،

মেয়েরা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না। মাহরাম কাছে নেই এমতাবস্থায় কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকট গমন করতে পারবে না। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে এমন কোন মহিলার জন্য বৈধ নয় যে, সে তার পিতা, পুত্র, স্বামী, ভাই অথবা কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া তিন দিন বা তার বেশী পথ সফর করে।

স্মর্তব্য যে, মহিলাদের একাকী সফরের কারণে অনেক সময় তারা ধর্ষণের শিকার হন। এমনকি চলন্ত বাসে বা গাড়ীতেও ইদানিং এই বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। বখাটের ইভটিজিং-এর শিকার, শারীরিক ও মানসিক যৌনতার শিকার ইত্যাদি কারণে অনেক মেয়ে অত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

ঙ. মাহরাম ব্যতীত নারী-পুরুষের নির্জনবাস করা : পর্দাহীনতার আরেকটি স্তর হল গায়র মাহরাম নারী-পুরুষ নির্জনে একত্রিত হওয়া। ইসলাম একে হারাম ঘোষণা করেছে। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ. قُلْنَا وَمِنْكَ قَالَ وَمِنِّيْ وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ،

'যাদের স্বামী উপস্থিত নেই, সে সকল মহিলাদের নিকট তোমরা যেও না। কেননা তোমাদের সকলের মাঝেই শয়তান (প্রবাহিত) রক্তের শিরায় বিচরণ করে। আমরা

বললাম, আপনার মধ্যেও কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার মধ্যেও। কিন্তু আমাকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেছেন, তাই আমি নিরাপদ।

তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোন মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ না ঐ মেয়ের কোন মাহরাম তার সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয় জন থাকে শয়তান। তিনি আরো বলেন, 'কোন পুরুষ যেন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ তার সাথে তার মাহরাম না থাকে এবং কোন মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষণ না কোন মাহরাম তার সাথে থাকে।

বিবাহ বৈধ সকল নারী-পুরুষ নির্জন স্থানে, গাড়ীতে, লিফটে, বাড়ীতে বা পর্দার অন্তরালে একাকী কিছু সময়ের জন্যও অবস্থান করা জায়েয নয়। ইসলাম একে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ،

'কোন পুরুষ কোন (গায়র মাহরাম) নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হ'লে শয়তান হয় তাদের তৃতীয় জন। বর্তমানে এটাকে অনেকে পাপই মনে করে না। দেবর-ভাবী, শালী-দুলাভাই, ড্রাইভার-মহিলা গৃহকর্তা, ডাক্তার-নার্স, অফিসের বস-মহিলা পিএ, শিক্ষক-ছাত্রী, পীর-মহিলা মুরীদ ইত্যাদি বেগানা নারী-পুরুষ প্রতিনিয়ত নির্জনে একত্রিত হয়ে কাজ করছে। ফলে সমাজে পরকীয়ার ঘটনা তীব্রতর হচ্ছে।

৬. ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া : পরকীয়ার আকেরটি কারণ হ'ল, ছেলে-মেয়ের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের অমতে বিয়ে দেওয়া। অভিভাবকরা নিজেদের কথা ভাবেন এবং অনেক তাড়াহুড়া করে তাদের সন্তানদের বিয়ে দেন। কিন্তু ছেলে-মেয়ের পসন্দ বা মতামতকে অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেন না। ফলে এসব ছেলে-মেয়েদের বিবাহিত জীবন সুখের হয় না। ছেলে-মেয়ে প্রথমে মেনে নিলেও পরে তাদের মধ্যে

পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। পরিবারের ভয়ে কিছু না বললেও এক সময়য়ে তারা উভয়ে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৭. দৈহিক অক্ষমতা : নারী-পুরুষ জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এই চাহিদা পূরণ না হ'লে নারী-পুরুষ পরকীয়ায় লিপ্ত হয়। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের চাইল্ড অ্যাডোলসেন্ট ও ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. হেলালুদ্দীন আহমাদ বলেন, মনোদৈহিক ও সামাজিক কারণে মানুষ পরকীয়ায় জড়ায়। প্রথমে আসে দৈহিক বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্কে অতৃপ্তি থেকে অনেকে এ সম্পর্কে জড়ায়।

৮. নারীর পোষাক : পোষাক মানুষকে যেমন সম্মানিত করে তেমনি পোষাকের কারণে অনেক অঘটনও ঘটে থাকে। নারীদের টাইটফিট, আঁট-সাট, পাতলা ও জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকের কারণে পর পুরুষ তার দিকে আকৃষ্ট হয়। ইসলাম এমন পোষাককে হারাম করেছে, যা পাতলা হওয়ার কারণে ভিতরের চামড়ার রঙ নযরে আসে। এজন্য মুসলিম মহিলাদের পাতলা শাড়ি, ওড়না প্রভৃতি পোষাক পরিধান করে বাইরে যাওয়া জায়েয নয়। আলকামাহ ইবনু আবু আলকামাহ (রাঃ) তাঁর মাতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفا،

'একদিন হাফছাহ্ বিনতু আব্দুর রহমান (রাঃ) একটি খুব পাতলা ওড়না পরিহিত অবস্থায় আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) উক্ত পাতলা ওড়নাখানা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَيَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَيَجِدْنَ رِيحَهَاوَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামের অধিবাসী, যাদেরকে আমি দেখিনি (তারা ভবিষ্যতে আসবে।) প্রথম শ্রেণী (অত্যাচারীর দল) যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মত চাবুক, যা দ্বারা তারা লোককে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হ'ল সেই নারী যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে, যারা পুরুষদের আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, যাদের মাথা (খোপা বাঁধার কারণে) উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মত হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে।

আয়েশা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, একদা আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'হে আসমা! মেয়েরা যখন সাবালিকা হয় তখন এই দু'টি অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ প্রকাশ করা তার জন্য সংগত নয়। এ বলে তিনি তাঁর চেহারা ও দু'হাতের কব্জির দিকে ইশারা করেন'

৯. পশ্চিমা সংস্কৃতি : পশ্চিমাদের নিকট খোলামেলা পোষাকে চলা, বেপর্দায় নিজেকে প্রদর্শন করা অন্যায় নয়। অনেক মুসলিম ছেলে-মেয়ে পশ্চিমাদের অনুকরণে পোষাক পরিধান, তাদের স্টাইলে চলা এবং তাদের মত বেশ ধারণ করে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করে। এভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ছেলে-মেয়েরা খোলামেলা পোষাক পরা এবং নারী-পুরুষ অবাধে মেলা-মেশা করার কারণে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে।

১০. অসমতা : বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের বয়স, আর্থিক সচ্ছলতা, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বয়সের অধিক ব্যবধানের ফলে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মানসিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। যা এক সময় স্থায়ী বিচ্ছেদের রূপ পরিগ্রহ করে কিংবা তারা পরকীয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এজন্য ইসলাম বয়স, সম্পদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমতাকে গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ،

‘তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ কর এবং সমতা বিবচেনায় বিবাহ কর, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখ’

১১. প্রযুক্তির সহজলভ্যতা : প্রযুক্তি যেমন মানুষের জীবনকে সহজ ও গতিময় করেছে তেমনি অনেক ক্ষেত্রে এর অপকারিতা জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছে। হাতের নাগালে মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেইসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক বিভিন্ন মাধ্যমে থাকার কারণে প্রতিনিয়ত অনেকের সাথে পরিচয় হচ্ছে এ পরিচয় থেকে অনেকে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ছে।

১২. কর্মসংস্থান : কর্মসংস্থান পৃথক হওয়ার কারণে অনেক স্বামী-স্ত্রী একসাথে অবস্থান করতে পারে না। ফলে পুরুষ তার অফিসের মহিলা সহকর্মীর সাথে এবং নারী তার অফিসের পুরুষ সহকর্মীর সাথে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ‘ক্রিয়ার মেন্টাল হেলথ ইউনিট এর সাইকোলজিস্ট ইশরাত জাহান বীথি বলেন, পরকীয়ায় জড়ানোর একটি বড় কারণ হল শূন্যতা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন শূন্যতা তৈরী হয়, তখন আরেকজন সেখানে প্রবেশ করে। হয়তো স্বামী বা স্ত্রী আর আগের মতো করে কথা বলে না বা আদর করে না। যত্ন কম নেয়। এসব কারণে অন্যের প্রতি আসক্তি তৈরি হয়।

১৩. বিদেশী টিভি চ্যানেলের প্রভাব : বিদেশী টিভি চ্যালেনগুলো পরকীয়ার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এসব চ্যানেলগুলো বিভিন্ন সিরিয়ালের আড়ালে মানুষদেরকে পারিবারিক কলহ, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব বিশেষ করে পরকীয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

১৪. আইনের দুর্বলতা: আধুনিক সমাজে পরকীয়ার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বজায় থাকলেও এটি আইনত অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না, তবে অভিযোগ প্রমাণিত হ’লে পরকীয়াকারী ব্যক্তির বিবাহিত সঙ্গী তার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোর্টে আবেদন করতে পারেন।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কারো স্ত্রী যদি পরকীয়ায় লিপ্ত হয় তাহলে স্বামীর কোন আইনগত প্রতিকার নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতে পারে। পরকীয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে স্ত্রীর কোন শাস্তির বিধান নেই।

কিন্তু দন্ডবিধির ৪৯৭ ধারা অনুসারে স্ত্রীর প্রেমিকের শাস্তির বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাকে আইনের মুখোমুখি করানো যাবে। কিন্তু স্ত্রীকে আইনে সোপর্দ করা যাবে না। এমনকি স্ত্রীকে অপরাধের সাহায্যকারী হিসাবেও গণ্য করা যাবে না।

ইসলামে পরকীয়ার শাস্তি : ইসলামে যেসব অপরাধের দন্ড উল্লেখিত হয়েছে, তন্মধ্যে পরকীয়ার মাধ্যমে সংঘটিত যেনা-ব্যভিচারের শাস্তিই সবচেয়ে কঠিন। নিম্নে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হল।

ইসলামে ব্যভিচারের সকল উপায়-উপকরণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ ব্যভিচার করলে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ সাপেক্ষে যেনা-ব্যভিচার প্রমাণিত হলে এর দু'ধরণের শাস্তি রয়েছে।-

এক. অবিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তি : পরকীয়ার দুই জনের একজন যদি অবিবাহিত হয় তাহ'লে তার শাস্তি হ'ল- ১০০ বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী- তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমানদার হও; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' (নূর ২৪/২)।

দুই. বিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তি : বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য পাথর নিক্ষেপে মৃত্যু নিশ্চিত করা। আবূ হুরায়রাহ ও যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, একবার দু'লোক ঝগড়া করতে করতে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এলো। তাদের একজন বলল, আল্লাহর কিতাব মুতাবিক আমাদের মাঝে ফায়ছালা করে দিন। দু'জনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফায়ছালা করে দিন। আর আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন,

বল। লোকটি বলল, আমার পুত্র এ লোকটির কাছে চাকর হিসাবে ছিল। আমার পুত্র তার স্ত্রীর সঙ্গে যেনা করেছে। লোকেরা বলেছে, আমার পুত্রের (শাস্তি) রজম হবে। তাই আমি একশ' বকরি ও একটি বাঁদী নিয়ে তার ফিদইয়া দিয়েছি।

এরপর আমি আলেমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তারা আমাকে জানালেন যে, আমার পুত্রের একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন হবে। আর রজম হবে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কসম ঐ সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফায়ছালা করে দেব। তোমার বকরী ও বাঁদী তোমাকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। তিনি তাঁর পুত্রকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন। আর উনায়ক আসলামীকে আদেশ দেয়া হ'ল অন্য লোকটির স্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য। সে যদি (ব্যভিচার) স্বীকার করে তবে তাকে রজম করতে। সে তা স্বীকার করল। সুতরাং তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হল।

বুরায়দাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন মায়েয ইবনু মালিক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'আমাকে পবিত্র করুন'। তিনি বললেন, তোমার ওপর আক্ষেপ হয়, ফিরে যাও এবং আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাও ও তওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন কিন্তু কিছু দূরে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। নবী করীম (ছাঃ) এবারও তাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এভাবে যখন তিনি চতুর্থবার এসে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আচ্ছা! তোমাকে আমি কিসের থেকে পবিত্র করব? তিনি বললেন, যিনা থেকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে কি পাগল? জানানো হল, না সে পাগল নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তবে কি সে মদ্যপায়ী? তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকলেন, কিন্তু মদের গন্ধ পাওয়া গেল না। তখন তিনি বললেন,

أَزَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

'তুমি কি যিনা করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে রজম করা হল।

এ ঘটনার পর আস্দ বংশের গামিদী গোত্রের জনৈক নারী এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, তোমার ওপর আক্ষেপ হয়, ফিরে যাও! আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। তখন সে বলল, আপনি মায়েয ইবনু মালিককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমাকেও কি অনুরূপ ফিরিয়ে দিতে চান? অথচ আমি তো সেই নারী যে যিনার দ্বারা অন্তঃসত্তা। তখন তিনি বললেন, সত্যি কি তুমি যিনার দ্বারা গর্ভবতী? মহিলা বলল, জি, হ্যাঁ! নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যাও! তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তখন এক আনছারী মহিলাটির বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। অতঃপর সন্তান হওয়ার পর ঐ লোকটি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, গামিদী গোত্রীয় মহিলা বাচ্চা প্রসব করেছে। তখন তিনি বললেন, তার শিশু বাচ্চাটি রেখে এখন তাকে রজম করা যাবে না। কেননা বাচ্চাটির দুধ পান করানোর মতো কেউ থাকবে না। তখন আনছারদের থেকে জনৈক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী! তাকে দুধপান করানোর দায়িত্ব আমার ওপর। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি তাকে রজম করলেন।

উল্লেখ্য যে, যেনা-ব্যভিচারের এই শাস্তি বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব কেবলমাত্র দেশের সরকারের। কোন ব্যক্তি বা সামাজিক দায়িত্বশীল তা বাস্তবায়ন করবে না।

সফরে নারীর জানমাল ও সতীত্বের হেফাযত

হাদীস ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ যে নারী আল্লাহর উপর ও পরকাল দিবসের উপর ঈমান রাখে, তার জন্যে মাহরাম ছাড়া একদিন এক রাত্রির দূরত্ব সফর করা হালাল নয় । (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নারীকে মাহরাম ছাড়া একদিন একরাত্রের দূরত্ব সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। কতক রেওয়ায়েতে মাহরাম ছাড়া যে-কোনো দূরত্বে সফর করার

নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। আবার কতক রেওয়ায়েতে মাহরাম ছাড়া তিনদিন তিন রাতের সফর নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সাবধানতার দাবি এটাই যে, সফর নিকটের হোক কিংবা দূরের, নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না, বিশেষত আজকালকার যুগে, যাকে ফেতনা-ফ্যাসাদের যুগ বলা যায়। অন্যান্য হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে নারী মাহরাম ছাড়া তিনদিন তিনরাতের কম দূরত্বের সফরে চলে যতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে, একদিন একরাতের দূরত্ব মানে ষোল মাইল এবং তিনদিন তিন রাতের দূরত্ব মানে আটচল্লিশ মাইল। নবুয়তের আমলে উটের পিঠে চড়ে প্রত্যহ ষোল মাইলের এক মনযিল সফর করা হত। তাই সফরের দূরত্বকে একদিন একরাত অথবা তিনদিন তিনরাতের দুরত্ব বলা হত ।

দ্রুতগতিসম্পন্ন মোটর, রেল কিংবা বিমান যে কোন যানবাহনেই সফর করা হোক, ৪৮ মাইল (৭৭ কিলোমিটার) দূরত্বের সফর নারীর জন্যে জায়েয নয়; যদি তার সাথে স্বামী কিংবা কোন মাহরাম না থাকে। এর কম দূরত্বের সফর হলে যেতে পারে। কিন্তু এ থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম। কেননা, যে-কোন সফর এবং একদিন একরাত দূরত্বের সফর করতেও কোন কোন রেওয়ায়েতে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লামা শামী (রহ.) লিখেন : তিনদিন তিনরাত দূরত্বের কম সফর হলে প্রয়োজন বশত মাহরাম ছাড়াই নারী চলে যেতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একদিন দূরত্বের সফরেও মাহরাম ছাড়া যাওয়া মাকরূহ্ বলেছেন ।

হজ্বের সফর তিন মনযিলের কম হলে ফরয হজ্বের বেলায় মাহরাম ছাড়া যেতে স্বামী নিষেধ করতে পারবে না।

প্রকাশ থাকে যে, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, চাচাত ভাই এবং খালাত ভাই মাহরাম নয়। তাদের সাথে সফরে যাওয়া দুরুস্ত নয় এবং বেপর্দা হয়ে সামনে আসাও জায়েয নয় ।

অনেক মানুষ নিজেকে শ্যালিকার মাহরাম মনে করে এবং বলে- তার ভগিনী যতদিন আমার বিবাহে আছে, ততদিন তাকে বিবাহ করা দুরুস্ত নয় বিধায় আমি তার মাহরাম। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, মাহরাম কেবল সেই ব্যক্তি, যার সাথে চিরতরে বিবাহ নিষিদ্ধ ।

সফরে নারীর সাথে মাহরাম থাকলে তার জানমাল ও সতীত্বের হেফাযত হবে । এজন্যেই শরীয়তের এই বিধান।

মেয়েদের হজ্জ যাত্রা ও বিদেশ সফর

মেয়েদের পর্দার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে উপরে যে আলোচনা পেশ করা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কোনো গায়র-মুহাররম পুরুষের সাথে নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হওয়া কোনো মেয়েলোকের পক্ষেই জায়েয নয়। এ পর্যায়ে প্রশ্ন উঠে কোনো মেয়েলোকের উপর যদি হজ্জ কর হয়, আর তাঁর যদি স্বামী বা এমন কোনো মুহাররম পুরুষও না থাকে যে তাকে সংগে করে হজ্জ-সফরে নিয়ে যেতে পারে, তাহ'লে তখন সে কি করবে।

ইবনে দকীকুল রীদ বলেছেন : বিষয়টিকে দু'টো পরস্পর বিরোধী সাধারণ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। একদিকে আল্লাহ্ বলেছেন :

وَاللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلاً –

‘আল্লাহ্ই জন্যে আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই কর্তব্য যার সে পর্যন্ত পৌছবার সামর্থ্য রয়েছে। এ সাধারণ নির্দেশ পুরুষদের সংগে সংগে সামর্থ্যবর্তী মেয়েলোকদের উপরও প্রযোজ্য। যে মেয়েলোকের মক্কা গমনের সামর্থ্য রয়েছে, তাকেই হজ্জ করতে হবে- ফরয।

অপরদিকে নবী করীম (স.) বলেছেন :

. لا تسافِرُ المَرأةُ الأمَعَ ذِى مَحْرَم

'মেয়েলোক আদৌ বিদেশ সফর করবে না-তবে কোন মুহাম পুরুষকে সংগে নিয়ে করতে পারে।' এ কথাটি সব রকমের সফর প্রসংগেই প্রযোজ্য, অতএব কোন মেয়েলোকই মুহাররম পুরুষ সাথী ছাড়া আদৌ কোন সফর করবে না, তা' হজ্জের সফরই হোক না কেন। দারে কুতনী' বর্ণিত এ পর্যায়ের একটি হাদীসের বিশেষ অংশ হচ্ছে :

- ولا تحجن امرأة الاومعهازوج

"স্বামীর সংগে ছাড়া কোনো মেয়েলোকই কখনো হজ্ব করতে পারে না।'

'এবং মেয়েলোক স্বামীকে সংগী না বানিয়ে একাকী তিনদিনের দূরত্বের পথে সফর করবে না এবং হজ্জ করতেও যাবে না।' এসব হাদীস সামনে রাখলে হজ্জের সফরকে অন্যান্য সাধারণ সফর থেেেক আলাদা করে বিবেচনা করা চলবে না। ইমাম আবূ হানীফা, নখয়ীও ইস্হাক ইবনে বাওয়া প্রশ্ন তুলেছেন :

ط اداء اوشرط وجوب هل هوسر

মেয়েদের হজ্জ সফর প্রসঙ্গে মুহাম সাথী হওয়া কি হজ্জ ফরয হওয়া জন্যে শর্ত, না হজ্জ আদায় করার জন্যে? (আর এ দুটোর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান।) '

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে অতি সহজেই চিন্তা করা যায় যে, হজ্জের মতো একটি ফরয আদায়ের সফর সম্পর্কে যখন এতো দূর কড়াকড়ি ইসলামে রয়েছে, তখন প্রমোদ সফর, শিক্ষা সফর, সাংস্কৃতিক দোত্যের সফর ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী হতে পারে। ছাত্রী, শিল্পী, শিক্ষায়ত্রী কিংবা রাষ্ট্রদূত-যিনিই হোন না কেন, কারোর পক্ষেই স্বামী কিংবা কোন মুহার্ম পুরুষ সংগী ছাড়া বিদেশ সফর আদৌ জায়েয নয় ।

বিপদের সময়েও পর্দা জরুরী

হাদীস : হযরত কায়স ইবনে শাম্মাস (রা.) বলেন ও উম্মে খারাপ নারী এক সাহাবী মহিলা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে আপন পুত্রের অবস্থা জানার জন্যে উপস্থিত হল। তার পুত্র (কোন এক যুদ্ধে) শহীদ হয়েছিল। সে যখন উপস্থিত হল, তখন তার মুখমণ্ডলে মুখোশ ছিল। এই অবস্থা দেখে জনৈক সাহাবী বললেন : আপনি মুখোশ পরিহিত হয়ে পুত্রের অবস্থা জানতে এসেছেন? উম্মে খাল্লাদ জওয়াব দিলেন : আমি আমার পুত্রের ব্যাপারে বিপদে পড়েছি; তাই বলে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে বিপদগ্রস্ত হব না। (অর্থাৎ লজ্জা শরম বিসর্জন দেয়া পুত্র খতম হয়ে যাওয়ার মতই বিপজ্জনক বিষয়)। অতঃপর উম্মে খাল্লাদের জিজ্ঞাসার জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : তোমার পুত্র দুজন শহীদে সওয়াব পাবে। তিনি প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, এর কারণ কি? এরশাদ হল ঃ কেননা, তাকে আহলে কিতাব (গ্রন্থদারীরা) হত্যা করেছে। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যাও এই ঘটনা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পর্দা সর্বাবস্থায় জরুরী। বিপদ হোক কিংবা আনন্দোৎসব-গায়র মাহরামের সামনে বেপর্দা হয়ে আসা নিষিদ্ধ। কোন কোন পুরুষ ও নারী এমন কাণ্ড করে, যেন তাদের মতে

বিপদাপদের সময় শরীয়তের কোন আইন প্রযোজ্য নয়। বিলাপ করা নিষিদ্ধ-একথা জানা সত্ত্বেও গৃহে কারও মৃত্যু হলে তারা সজোরে বিরাপ শুরু করে। জানাযা বাড়ি থেকে বের করা হলে নারীরা দরজার বাইরে পর্যন্ত পিছনে পিছনে চলে আসে এবং মোটেই পর্দার প্রতি খেয়াল করে না। মনে রেখ, ক্রোধ, খুশী, আনন্দোৎসব, বিপদ ইত্যাদি সকল অবস্থায় শরীয়তের বিধি নিষেধ মেনে চলা অপরিহার্য ।

পর্দার বিষয়ে শুধু শুনা নয় মানতেও হবে

শুনলাম এবং মানলাম :

আসলে উরাইযের জন্য এতো ফতোয়ার প্রয়োজন ছিল না । কোরআন ও হাদিসেই যখন চেহারার পর্দার আবশ্যিকতার বর্ণনা রয়েছে, তখন এতসব ফতোয়ার দরকার কি?

উরাইয বলল, আমি পূর্বে জেনেছিলাম 'মুখমণ্ডলের পর্দার প্রথা কেবল আরব তথা সৌদি অধিবাসীদের নিজস্ব রীতি'। কিন্তু গোটা পৃথিবীর নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য শোনার পর আমার সে সন্দেহ দূর হয়ে গেছে ।

নারীদের মাহরাম কারা?

আচ্ছা সারা! তো আমি কার কার সামনে চেহারা খোলা রাখতে পারব? প্রশ্ন উরাইযের।

জবাবে সারা বলল, নারীরা তাদের মাহরামের সামনে চেহারা খোলা রাখতে পারে । এরা হলেন সেসকল লোক যাদের সাথে কোনভাবেই বিবাহ বৈধ নয় । আল্লাহ তাআলা সূরা নূর-এর মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেছেন-

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِ بْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِ بْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

সাহসী সিদ্ধান্ত

উরাইয ও মিহার মাঝে আলোচনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সারা বলল, প্রকৃত শক্তিশালী সেই, যে সঠিক সময়ে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নিজেকে পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে। আজ আমাদের কতো বোন চেহারার পর্দার গুরুত্ব ঝোঝে অথবা অন্তত এতটুকু মানে যে, চেহারা ঢেকে রাখাটাই উত্তম। তাদের সেটা করার ইচ্ছাও জাগে । কতেক

সময় কোনো পূর্ণ পর্দাবৃতা নারীকে দেখে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হায়! আমিও যদি তার মতো পরিপূর্ণ পর্দা করতে পারতাম । এভাবেই বছরের পর বছর চলে যায়; কিন্তু তারা আল্লাহর আনুগত্যের পথে ফিরে আসার সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয় না । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে

ইরশাদ করেছেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয় । (সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৬)

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালনে ঐচ্ছিকতার কোনো সুযোগ নেই । ইচ্ছা হোক বা না হোক আল্লাহর বিধান মানতেই হবে । আর আল্লাহ তাআলাও কোনো মানুষের ওপর তার সাধ্যাতীত কাজ চাপিয়ে দেন না । পর্দা আল্লাহ প্রদত্ত এক অলঙ্ঘনীয় বিধান । এটি চাশতের নামায ও দান-সদকার ন্যায় ইচ্ছা নির্ভর কোনো ইবাদত নয় । বরং এটি ইসলামের এক মহান ফরয বিধান ।

পরকালে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে । এটি ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ । এর মাঝেই মুসলিম নারী-পুরুষ উভয়ের অন্তরের পবিত্রতা নিহিত । আল্লাহ তাআলা যেমনটি বলেছেন-

"ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

*এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।' (সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৩)

পর্দা নারীর লজ্জার ভূষণ । এটি নারী লাজুকতা ও কোমলতায় পূর্ণতা আনে ।

উরাইয ও মিহা! দেখো, পৃথিবীর সবকিছুই পর্দা করে ।

সমীরণের চাদরে ঢাকা ভূপৃষ্ঠের ঘূর্ণন। তাজা ফল-ফলাদিতে আছে বাকলের আবরণ । খাপের আচ্ছাদনে থাকে তরবারী । কলমের বড়িতে ঢাকা থাকে কালি । অমূল্য চোখের সুরক্ষায় আছে পাপড়ির ছাউনি ।

নারী হলো সুবাসিত ফুল । সবাই চায় তার ঘ্রাণ নিতে । তাই তাদের পর্দাবৃত হয়ে থাকতে হবে । ফলের বাকল ফেলে দিলে তা নষ্ট হয়ে যায় । আবরণ মুক্ত কলা কালো হয়ে যায়।

তোমরা এসব কিছুর চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। তাই নিজেদেরকে পর্দাবৃত রাখো ।

সারার কথাগুলো মিহার মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলল । ইন্টারনেটে পড়া এক আমেরিকান তরুণীর ঘটনা তার মনে পড়ে গেল । সে সারাকে বলল, হ্যাঁ, সত্যিই, পর্দায় থাকার মাঝেই রয়েছে নারীর প্রকৃত মর্যাদা । এই পর্দার বদৌলতে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে ।

সারা আশ্চর্য হয়ে বলল, তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই । মিহা বলতে লাগল- ঘটনাটি আমি ইন্টারনেটে পড়েছিলাম । এক পূর্ণ পর্দাশীলা নারীর হাতে সাতজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে । সে ছিল এক আমেরিকান মুসলিম নারী । নিজ ধর্ম ইসলাম নিয়ে তার গর্বের শেষ ছিল না। তার কারণে তিনজন প্রফেসর এবং চারজন শিক্ষার্থী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ।

মেয়েটির কারণে ইসলাম গ্রহণকারী এক প্রফেসর সাংবিদকদের কাছে দেওয়া সাক্ষাতকারে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, আমাদের ভার্সিটিতে এক আমেরিকান মুসলিম নারী পড়ত। সে আপাদমস্তক পর্দায় ঢেকে ভার্সিটিতে আসত । ভার্সিটির এক প্রফেসর ছিল ইসলাম ধর্মের ঘোর বিদ্বেষী । সে সবসময় অবলা সরলা মেয়েটিকে নানাভাবে বিব্রত করার চেষ্টা করত । কিন্তু মেয়েটি ঈমানের বলে বলিয়ান ছিল । অবশেষে সে অধৈর্য হয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে অভিযোগ জানাল।

ভাইস চ্যান্সেলর বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করলেন এবং দুজনকেই তাদের আপত্তিসমূহ গ্রহণযোগ্য প্রমাণসহ পেশ করতে বললেন। ভার্সিটির প্রায় সব প্রফেসরই এই অভিনব বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল ।

মেয়েটি প্রফেসরের ব্যাপারে বলল, ইনি ইসলাম ধর্মকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন । আর সেজন্যেই তিনি আমার সাথে অসঙ্গত আচরণ করেন । উপস্থিত অপর এক অমুসলিম ছাত্রী তার কথার সত্যায়ন করে প্রফেসরকে দোষী সাব্যস্ত করল ।

প্রফেসর দেবার মতো উত্তর খুঁজে না পেয়ে ইসলামকে কটাক্ষ করে আবোল তাবোল বকতে শুরু করল । ছাত্রীটিও তখন প্রফেসরের কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিল এবং ইসলামের প্রকৃত বাণী সবার সামনে তুলে ধরল । ছাত্রীটির প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত সবার মনে দাগ কেটে গেল । তারা তার কাছে ইসলাম সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল । মেয়েটিও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তাদের সব প্রশ্নের সন্তোষমূলক জবাব দিতে থাকল । প্রফেসর যখন দেখল বিতর্ক অনুষ্ঠানটি ইসলামী লেকচারের রূপ পরিগ্রহ করেছে, তখন সে সেখান থেকে কেটে পড়ল ।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে মেয়েটি উপস্থিত প্রফেসরবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞান সম্বলিত কিছু বই বিতরণ করল । এই ঘটনাটি কিছু দিন পর্যন্ত টক অব দ্যা ভার্সিটি ছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই ভার্সিটির চার শিক্ষার্থী এবং তিন প্রফেসর ইসলাম গ্রহণ করে নিল ।

সারা এবং উরাইয আগ্রহের সাথে সেই আকর্ষণীয় ঘটনাটি শুনছিল । উরাইযের মনে একটি প্রশ্ন বারবার উঁকি দিচ্ছিল ।

পর্দাবিরোধীদের তিনটি দলিল এবং তার জবাব

প্রথম দলিল

হযরত জাবের (রাযি) থেকে বর্ণিত হাদিস যা ইমাম মুসলিম রহ. তার কিতাব সহীহ মুসলিম শরীফে উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি হলোঃ

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত,

একদা রসুল (স.) ঈদের খোতবা শেষে নারীদের দিকে মনোযোগী বলেন। তিনি তাদের সাদকা করার হুকুম দিলন। তখন নারীদের মধ্য হতে মলিন চেহারার অধিকারিনী এক নারী দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রসুল! কেন?" (মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-৮৮৫)

হাদিসটিতে হযরত জাবের (রাযি.), প্রশ্নকারী নারীটির বর্ণনায় 'মলিন চেহারার অধিকারিণী' শব্দটি বলেছেন। শব্দটি বলেছেন। বোঝা যায় সেই নারীর চেহারা তখন অনাবৃত ছিল।

জবাবঃ

প্রথম কথা হলো এই ঘটনাটি হযরত জাবের (রাযি.) ছাড়াও আরও কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। যারা সবাই ঈদের নামাযে শরীক ছিলেন এবং মেয়েটিকে দেখেছেন। হযরত জাবের (রাযি) ছাড়া অন্য কেউ সেই নারীর চেহারার বর্ণনা দেন নি। সম্ভবত হযরত জাবের (রাযি)পর্দার বিধান অবর্তীণ হওয়ার আগেই তাকে দেখেছিলেন। আবার এটাও হতে পারে, 'মলিন চেহারার অধিকারিণী'তার উপাধি ছিল। অন্য সাহাবীরা এটা জানত না।

ইবনে ওমর (রাযি.) দূর থেকে দেখেই তাকে সুঠাম দেহ সৌষ্ঠববিশিষ্টা নারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তার চেহারার বর্ণনা দেন নি।

* হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.), ইবনে আব্বাস (রাযি.) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) ওনারা 'এক মহিলা বলল' বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত যদি মেনে নেয়া হয় যে, সেই নারীটির চেহারা খোলা ছিল, তাহলে এমনও হতে পারে যে- সেই নারীটি বয়োবৃদ্ধা ছিল।তৃতীয়ত এটা পর্দার বিধান অবর্তীন হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

দ্বিতীয় দলিল: খুসআমি মহিলার ঘটনা

নারীদের চেহারা খোলা রাখার পক্ষে যারা বলেন-তাদের দ্বিতীয় দলিল হলোঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসুলুল্লাহ (স.) ঈদুল আযহার দিন ফখল ইবনে আব্বাস (রাযি) কে স্বীয় সাওয়াবীর পাশে বসিয়ে নিলেন। ফযল ইবনে আব্বাস (রায়ি.) সুন্দর - সুপুরুষ ছিলেন। রাসুলুলর (স.) মানুষের প্রশ্নের জবাব দিতে থাকলেন

ইত্যবসরে খাসআম গোত্রের এক সুশ্রী নারী রসুলুল্লাহ(স.) এর নিকট কিছু জিজ্ঞেস করল। হযরত ফযল(রায়ি.)তার দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন।

রসুল (সঃ) পেছনে ফিরে দেখলেন ফযল(রাযি) নারীটির দিকে তাকিয়ে আছে। রাসুল (স.)তার চিবুক ধরে চেহারাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেনঃ (সহীহ বুখরী শরীফ, হাদিস নং ৬২২৮)

জবাবঃ

প্রথম কথা হলো আলোচ্য হাদিসে একথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়নি যে, মহিলাটির চেহারা অনাবৃত ছিল। মহিলাটিকে সুশ্রী বলা হয়েছে। আর কোনো মহিলার সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে হলে তার চেহারা দেখা জরুরী নয়। হাত-পায়ের সৌন্দর্য দেখেও ত্বকের উজ্জ্বল্য ও রূপ-লাবণ্যের সজীবতা অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয়ত ধরে নিলাম মহিলার চেহারা তখন অনাবৃত ছিল। তাহলে হজ্ব ইত্যাদিতে নারীদের জন্য চেহারা খোলা রাখা জায়েজ হলে রাসুল(স.) উক্ত সাহাবির মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতেন না। কারণ তিনিতো কোনো হারাম কাজে লিপ্ত ছিলেন না।

তৃতীয়ত, আরবী ভাষার 'জামালুন' শব্দটি- চেহারার রুপ- মাধুরী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এখানে 'জামালুন' না বলে 'হুসনুন' ব্যবহার করা হয়েছে যা অর্থ সৌন্দার্য মুগ্ধ হলেন।

তৃতীয় দলিল

ইমাম আবু দাউদ রহ. তার কিতাবে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন- হযরত খালিদ বিন দুরাইক উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশ রোবি) থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন- একদা আসমা বিনতে আবু বকর(রাযি), রসুল (স.) এর এখানে আসলেন। তার গায়ের কাপড়টি পাতলা ছিল। তাই রাসুলুল্লাহ (স.) অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'আসমা! প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর মেয়েদের চেহারা ও হস্তদ্বয় ব্যতিত অন্য কোনো অঙ্গ দৃশ্যমান হওয়া উচিৎ নয়।'

(সুনান আবু দাউদ হাদিস নং- ৪১০৪৪)

জবাব

এই হাদিসটি যঈফ (দুর্বল)। এটাকে প্রমান হিসেবে পেশ করা যাবে না।

কারণঃ * হাদিসটি বর্ণনা করার পর ইমাম আবু দাউদ (রহ.) নিজেই লিখেছেন যে, এটি খালিদ ইবনে দুবাইকের পক্ষ থেকে একটি মুরসাল রেওয়ায়াত। খালেদ ইবনে দুবাইক আয়েশা (রাযি) এর যুগের ছিলেন না।

* এই হাদিসের সনদে সাঈদ বিন বাশির আবু রহমান বসরী নামের এক রাবী আছেন। মুহাদ্দিসীনে কেরাম যাকে যঈফ বলেছেন। যার বর্ণিত হাদিস প্রামান হিসেবে পেশ করা হতো না।

* হাদিসের সনদে কাতাদাহ ও ওলিদ বিন মুসলিম নামী আরও দুইজন রাবি আছেন যারা হাদিস বর্ণনায় তাদলিস করে থাকেন। তাই তাদের থেকে বর্ণিত হাদিস প্রমাণ হিসেবে পেশযোগ্য না।

উপরিউক্ত তিনটি দোষের কারণে হাদিসটি যইফের স্তরে পড়ে। সুতরাং এটাকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা ঠিক নয়।

বিভিন্ন ধর্মে নারীর স্থান

ইসলাম পূর্বে নারী

সৃষ্টির মূলে পৃথিবীর বুকে নারীর যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ইসলাম পূর্বকালে জগৎ নারীকে যথার্থ সম্মান দিতে যথেষ্ট কার্পণ্য করেছে। নারীর ন্যায্য অধিকার ও দাবী পূরণে বরাবর সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছে। এমনকি নারীর যথার্থ মান স্বীকার করতেও সংকোচবোধ করেছে। নারীকে মনে করা হতো অস্থাবর সম্পত্তি অথবা তদাপেক্ষাও নিকৃষ্টতম। নিম্নে তার কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করেছি।

বৌদ্ধ ধর্মে নারী

সনাতন ধর্মগুলোর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। গৌতমবুদ্ধ পৃথিবীতে একজন বড় সংস্কারকের গৌরব অর্জন করে গেছেন। তার ধর্ম মতে হিন্দু ধর্মের মতো ব্রাহ্মণ, শুদ্র, ধনী-দরিদ্র বা বড়-ছোটর কোন প্রভেদ ছিল না। বংশ ও জাতির তারতম্য তিনি মানতেন না। এই ছিল তার বৌদ্ধ সাম্যের উন্নত শিক্ষা। বৌদ্ধ ধর্মে পশু-পাখী মারা ও ভক্ষণ করা হারাম। কথিত দয়ার সাগর এ বুদ্ধ ও নারী জাতির জন্য কিছু করে যাননি বা কিছু করার প্রয়োজনবোধও করেননি। একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাকে জিজ্ঞেস করলেন- "নারী জাতির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে? বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া ও মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী। এভাবে অন্য এক সময়ও তিনি বলেছেন, "নারীদের সাথে কোনরূপ মেলামেশা বা অনুরাগ রেখো না। তাদের সাথে কথাবার্তাও বলবে না, পুরুষের পক্ষে নারী ভয়ংকর বিপদস্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গী দ্বারা পুরুষের বিশ্বাসধন লুট করে নেয়, নারী একটি সশরীরী ছলনা মাত্র। নারী থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম এই যে,

নারীর সঙ্গে সৎ ব্যবহারকারী পুরুষ পরকালের মহামুক্তি ও কল্যাণ হতে বঞ্চিত থাকবে। যে ধর্ম বলে নারীর সঙ্গে বাস অপেক্ষা ব্যাঘ্রের মুখে চলে যাওয়া বা জল্লাদের ছুরির নীচে মাথা পেতে দেয়া উত্তম, সেই ধর্ম কখনও রমণী জাতিকে শান্তি ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে পারে না। গৌতমের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়, তাদের সহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ এ কারণেই গৌতম বিয়ে প্রথার বিরোধী থেকে বিশ্ববাসীকে সংসার ত্যাগ ও সন্নাসব্রতের দিকে আহবান করেছিলেন। সাথে সাথে নারী জাতি তার নীতি আদর্শ হতে হতাশা ও দুর্দশা উপহার পেয়েছিল।

হিন্দু ধর্মে নারী

হিন্দু ধর্ম বহু পুরাতন ধর্ম। বহুকাল থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ এ ধর্মের অনুস্মরণ করে আসছে। মানব রচিত পরিবর্তনশীল এই হিন্দু ধর্মেও রমণীর অধিকার ও মর্যাদার দিকে কখনও কৃপার দৃষ্টি দেয়া হয়নি। সতীদাহ প্রথার মত নির্মম অমানুষিক বিধান হিন্দু ধর্মেরই দান। পুরুষ একই সময়ে একাধিক বিয়ে অথবা স্ত্রী বিয়োগের পর নতুন বিবাহের সুযোগ লাভ করতো, কিন্তু নারীর জন্য সে মানবীয় অধিকারটুকু ছিল না। স্বামী বিয়োগের পর বেঁচে থাকা দূরের কথা, আরেক বিয়েতো আরও দুরূহ ব্যাপার, স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ না হলে, মৃত স্বামীর সাথে ছটফট করে পুড়ে ভস্ম না হতে পারলে স্বর্গীয় সাফল্যই লাভ হবে না। যদি কোন জননী কোন প্রকারে এ সতীদাহের বর্বরতা থেকে বেঁচেও যেতো, তবু তার ঘরে সমাজে বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখাবার সুযোগ ছিল না, বরং ঘৃণা ও বঞ্চনার কষাঘাতে ইহলোক ত্যাগ করাই তার জন্য শ্রেয় ছিল।

সনাতন ধর্মে একই সময়ে দশ দশটি স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিল। হিন্দুরা তালাক শব্দের সাথে পরিচিত নয়। নারীরতো কথাই নেই, পুরুষও তালাক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। অথচ এতে নারীর অধিকারই খর্ব হয়েছে বহুলাংশে। কারণ, কোন মেয়ে পুরুষের কাছে

ভাল নাও লাগতে পারে, তথাপি তাকে নিয়ে বাধ্য হয়ে ঘর করতে হবে। সম্পর্ক ভাল হোক বা না হোক স্ত্রী হিসেবে সেখানে তাকে থাকতেই হবে। সেক্ষেত্রে পুরুষটি স্ত্রীকে অবাধভাবে যন্ত্রণা দেয়ার সুযোগ লাভ করে এবং নারীকে যুগ যুগ ধরে এ নির্যাতন সয়ে আসতেই হচ্ছে হিন্দু সমাজে। স্বামী সৎ হলে তো স্ত্রীর কপাল ভাল, কিন্তু স্বামী অসৎ হলে তার যুলুম-নির্যাতন থেকে নারীকে মুক্তি দেয়ার মত কোন পথ বা অবলম্বন হিন্দু ধর্মে নেই, বরং স্বামীকে আরও উপদেশ দেয়া আছে যে, নারীকে দিবা-রাত্রি কখনও স্বাধীন হতে দেবে না, পরাধীনতাই তার মূল প্রাপ্য। হিন্দু ধর্মে আরও বলা হয়েছে- নারী জীবনে কখনও স্বেচ্ছায় কোন কাজ করতে পারবে না।

শয্যাপ্রিয়তা, অলংকারাসক্তি, পাপলিপ্সা, আত্মগর্ব, ক্রোধ, একগুয়েমী ও প্রারক্তিকরণ নারী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গর্হিত কাজ করা তাদের স্বভাব। মিথ্যা বলা তাদের অভ্যাস। নারীর সঙ্গে কখনও পরামর্শ করতে নেই।পুরুষেরা অপকর্মের ফলস্বরূপ পরজন্যে নারীত্ব লাভ করে।

সনাতন ধর্মে লিখা আছে "অদৃষ্ট নরক বন্য ও বিষধর সর্প, এর কোনটিই নারীর সমান ক্ষতিকর নয়"। হিন্দু নারীরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে নারী জাতির প্রতি লেখা এ ধরনের ঘৃণা ও যুলুমের অধ্যায়গুলো পাঠ করে দুঃখ প্রকাশ করছে এবং এর প্রতি নিন্দার ঝড় তুলেছে। ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত "সমাজে নারীর স্থান.. শীর্ষক এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধকার খ্যাতনামা শিক্ষিকা একজন হিন্দুনারী লেখেছেন- হিন্দু গ্রন্থগুলোতে কিভাবে নারী জাতিকে হীন, পাপমূর্তি এবং বিশ্বাসের অযোগ্য বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে তা ভাবতেও অবাক লাগে। আমাদের মনু স্মৃতির লিখক মহারাজ তদীয় গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়ে নারীকে দাস সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মূলতঃ তাদের সংগত মানবীয় অধিকারটুকু ছিনিয়ে নিয়েছে। আর একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে, "যদি কোন শতবর্ষী হাজার রসনাবিশিষ্ট্য ব্যক্তি পৃথিবীর সব সাজসজ্জা পরিত্যাগ করে কেবল নারীর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে থাকে তবুও সে তা বলে শেষ করতে পারবে না। লেখিকা আরও উল্লেখ করেন তুলসী রামায়নেও নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাষায় আমাদের প্রতি বিশোদগার করা হয়েছে। তাতে আছে, নারী জাতির অন্তরে সর্বদা ৮টি দোষ বিদ্যমান থাকে, যথা ঔদ্ধত্য, মিথ্যা,

চালাকী, শঠতা, ভয়, বুদ্ধিহীনতা, কর্কশতা ও নির্দয়তা। আবার তিনি লিখেছেন, স্ত্রী ও শুদ্রকে লেখাপড়া শিক্ষা দিও না। বিয়ে ছাড়া অন্য সময় নারী সাজসজ্জাও গ্রহণ করতে পারবে না। বর্তমান হিন্দু নারী সমাজে যুগের প্রভাবে জাগরণ ও আত্মমর্যাদার সৃষ্টি হওয়ায় সংবিধানের মাধ্যমে ধর্মীয় আইনে আমূল পরিবর্তন আনতে তারা বাধ্য হচ্ছে। অবশেষে তিনি লিখেছেন, সর্বত্র হিন্দুওয়ানী শিক্ষার জয় জয়কার, কিন্তু হিন্দু নারীদের অবস্থা যেই তিমিরে সেই তিমিরই রয়ে গেছে।যে ধর্মে নারী জাতিকে এত ঘৃণা, ভৎর্সনা করেছে, করেছে নির্দয় অবিচার, সে ধর্মে নারীর মান কখনও সংরক্ষিত থাকতে পারে না।

ইহুদী ধর্মে নারী

বনী ইসরাঈল এক আজব জাতি। উশৃংখলা অন্যায়-অত্যাচার, গোড়ামী বাড়াবাড়ী যাদের সহজাত স্বভাব। বিরক্তিকরণ, মনোবৃত্তির পুঁজা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার প্রদর্শন ও আম্বিয়া (আঃ)-দের হত্যা করা তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা তাদের মাঝে বহুল প্রচলিত। হযরত মূসা (আঃ) তাওরাত কিতাব নিয়ে বনী ইসরাঈলদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যার দীক্ষা দেয়ার জন্য তিনি অমরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর তিরধানের পর তৎকালীন ভণ্ড ইহুদী রাজাদের কল্যাণে কুচক্রী ইহুদী জাতি প্রকৃত তাওরাত ভস্মীভূত ও বিনষ্ট করে দেয়। তখন তাওরাত রাখা বা পাঠ করা অন্যায় বলে বিবেচিত হতো। এর তিন শত বছর পর মানুষের মুখ থেকে শুনে শুনে (যার কোন মজবুত ভিত্তি ছিল না) বর্তমান তাওরাত সংকলন করা হয়।

বর্তমান তাওরাতে লেখা আছে, নারীরা পণ্য দ্রব্যের মত, তাদেরকে অবাধভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। ইহুদী সমাজে তাই প্রাচীনকাল থেকে কন্যা শিশুদের কেনাবেচার প্রচলন বিদ্যমান ছিল। বরের কাছ থেকে দাসত্বের মূল্য স্বরূপ এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেয়া হতো। ইহুদী ধর্মে ভাইদের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃজায়াকে বিয়ে করা এক অপরিহার্য

নীতি, তাতে মেয়ের মতামত গ্রহণের কোন প্রশ্নই ছিল না। তাদের মাঝে একাধিক বিয়ের এত অধিক প্রচলন ছিল যে, যার যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারতো।

ইহুদীদের নির্ভরযোগ্য কিতাব "আহাদ নামায়ে আতীক, নামক গ্রন্থে আরও লেখা আছে- নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে শান্তি পরিবেশন করা। সে মূলতঃ পাপের প্রস্রবন। পূণ্য কর্মের যোগ্যতা নারীর মাঝে অনুপস্থিত থাকার কারণে সে মান মর্যাদার যোগ্য হতে পারে না। ইয়াহুদীদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, একমাত্র হাওয়া (আঃ)-এর প্ররোচনায় হযরত আদম (আঃ)-গন্দম খেয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে হযরত আদম (আঃ)-এর এত দুর্দশা পোহাতে হয়। এ থেকে ইহুদীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, নারী জাতি প্রথম থেকেই অন্যায় ও পংকিলতার উসকানিদাত্রী হয়ে আছে। অতএব সে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য। শুধু এ একটি মাত্র কারণ থেকেই ইয়াহুদীরা নারী জাতির ন্যায্য অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে দিয়েছে।

কাল্পনিক তাওরাতে এ বিধানও ছিল যে, "দুজন পুরুষের মাঝে ঝগড়া বা লড়াই শুরু হলে কোন নারী যদি তার স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে আসে গাড়াবা পক্ষাবলম্বন করে, তবে তা হবে ঐ স্ত্রীর জন্য অমার্জনীয় অপরাধ। সে অপরাধে তার উভয় হস্ত কেটে দেয়া হবে। গভীরভাবে প্রনিধান করুন যে, নবী মাদায়েন শহরে গমন করে পানির জন্য অপেক্ষমান দু'টি বালিকাকে দেখে স্নেহের তাড়নায় তাদের সাহায্যে ছুটে গিয়েছিলেন যা কোরআনে পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে, তারই প্রিয় উম্মতের দাবীদার ইহুদী জাতির ইতিহাস নারী কেলেংকারীতে পরিপূর্ণ। তুচ্ছ ভুল-ত্রুটি অহেতুক কথাবার্তা বা পার্থিব স্বার্থের মোহে তারা স্ত্রীর জীবন বিপন্ন করে তুলতো। পাপহীন তালাকের প্রবণতা ছিল তাদের মাঝে বর্ণনাতীত। এত শুধু তালাক নয় বরং রমণীর পবিত্র জীবনকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা। অসহায় ঐ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর দিকে আর কেউ ফিরেও তাকাবে না। নারীর পবিত্র আত্মার প্রতি পুঞ্জিভূত ঘৃণার কারণেই ইয়াহুদী পুরুষেরা তাদের ইবাদতের সময় এ বলে প্রার্থনা জানায় যে, হে আল্লাহ তুমি যে আমাকে নারী করে সৃষ্টি করনি এজন্য তোমার শুকরিয়া, তোমায় মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আজকের ইয়াহুদী জাতি অবশ্য খৃস্টান জগতের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার কারণে এবং যুগের শ্রোতধারাকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে নারী সমাজকে সে রকম অবহেলা-অবজ্ঞা আর করতে সাহস পায় না। তাই তাদের ধর্মীয় কিতাব তাওরাতকেও পরিবর্তন করে যুগ চাহিদার অনুকূলে সাজিয়ে নিয়েছে। অভিশপ্ত সে জাতি যারা স্বীয় জীবনকে বিক্রিত করার সাথে সাথে ধর্মীয় গ্রন্থকেও বিসর্জন দিয়ে দেয়।

খৃষ্ট ধর্মে নারী

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সভ্যতার দাবীদার খৃষ্ট ধর্মানুসারীরা। তারাও ধর্মীয়ভাবে নারীকে পাপের প্রতীক বলে বিশ্বাস করে। খৃষ্টানরা মনে করে, হযরত হাওয়া (আঃ)-এর ভুলের কারণে নারী রক্তে পাপ স্থায়ীভাবে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। মানব শরীরে মাতৃরক্তের অংশ থাকে বিধায় সন্তানও পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ একটি মাত্র পাপের মধ্যে আরও অনেক গুনাহ নিহিত রয়েছে। যথা: মানুষ আল্লাহর বাধ্যতার পরিবর্তে স্বীয় চাহিদাকে প্রধান্য দেয়া, যাতে কুফর, শিরক

স্রষ্টার দরবারে ধৃষ্ঠতাও রয়েছে। রয়েছে হত্যার অপরাধ কেননা এ পাপের দ্বারা মানুষ নিজেকে মৃত্যুর উপযুক্ত করেছে। ব্যভিচার, জ্বিনা, চুরি, লোভ-লালসা প্রবৃত্তি পূজা তারই থেকে উৎসারিত। তাই পৃথিবীতে এমন একজন মর্যাদাবান ব্যক্তির আগমনের প্রয়োজন ছিল, যিনি নিজ রক্তদানে মানব আচলের সব পাপ দাগ ধুয়ে মুছে দর্পণ সাদৃস স্বচ্ছ করে দিতে পারেন। হযরত ঈসা (আঃ) ই হলেন ঐ মর্যাদার মশালবাহী মহামানব যিনি শুল বরণ করে আত্ম কুরবানী দ্বারা মানুষের এ পাপ কলংক মিটিয়েছিলেন। মা হাওয়া (আঃ) কৃত পাপের কলংক ঘুচাবার দ্বিতীয় আর কোন পথ ছিল না, ইয়াহুদী জাতির নিকট নারী পাপের প্রতীক হবার আর একটি কারণ এই যে, নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত একজন শুদ্ধ মানুষের শুল বরণ করতে হলো। তাদের ভাষায় পাপ ও ঈসা হত্যা উভয়ের মূল কারণ নারী, কাজেই সেই দোষী।

তাদের বানানো ইঞ্জিল পাঠ করলে জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) নাকি স্বীয় পূতঃপবিত্র মা মরিয়মকেও ধিক্কার দিয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। যারা মাতৃজাতিকে বিশ্ব পাপী বা পাপের প্রস্রবন বলে আখ্যায়িত করে তাদের প্রতি ঘৃণা ছড়ায়, বিষোদগার করে এবং নিম্নমানের জীব বলে তাদের পরিচয় দেয়, সে ধর্ম বা জাতির থেকে কখনও নারী জাতির মুক্তি কিংবা মর্যাদার আশা করা যায় না।

পারসিক ধর্মে নারী

কথিত আছে ইরানের অগ্নিপূজকদের ধর্মীয় নেতা ছিল যরোয়েষ্টি। তার বক্তব্য এবং ধর্ম নীতিতেও নারীদের ব্যাপারে লাজ্জাস্কর ও ঘৃণিত বিষয় পরিলক্ষিত হয়। হযরত ঈসা (আঃ) জন্মের প্রায় পঁচিশ বছর আগের যুগটি ছিল যরোয়েষ্টির যুগ। তার মাজুসি ধর্মের মূল বৈশিষ্ট ছিল যৌন কেলেংকারী। সম্রাট পারভেজ ও মজুসী ছিল, যে একই সাথে বার হাজার নারীর পতিও বটে। এ বার হাজার স্ত্রীর মধ্যে শতাধিক ছিল তার মা, খালা, ফুফু বোন প্রমূখ নিকটাত্মীয় স্বজন। পারভেজ এ বার হাজার স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিলো না, বরং ইচ্ছা বিশ পঞ্চাশজন কে তালাক দিতো বা হত্যা করতো আবার পছন্দমত স্ত্রী সংগ্রহ করে নিতো। সে সময় নারী জাতি পন্যদ্রব্য হিসেবে সাধারণভাবেই বেচাকেনা হতো। সতীন পুত্রের সাথে সৎ মায়ের সহবাস করার মত নির্লজ্জ কর্মকাণ্ডেও তারা জড়িত ছিল। এভাবে মা বোন মেয়ের পার্থক্য উঠিয়ে দেয়ার ফলে মজুসী ধর্ম বহু দূর দেশেও পরিচিতি লাভ করেছিলো। এ ধর্মের অন্যতম সংস্কারক দার্শনিক মযুক এসে ঘোষণা দিলেন, ধন ও ধনী সকল অন্যায়ের মূল উৎস। তাই সে ধন ও নারীকে ব্যক্তি অধীনে না রেখে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করলো। এক ব্যক্তির ধন-সমস্ত দেশবাসীর ধনে এবং এক ব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত জনতার ভোগের পাত্রে পরিণত

হলো। যুবতী নারী সম্পর্কে বলা আছে, কোন পুষ্পবতি যেন সূর্য না দেখে, কোন পুরুষের সঙ্গে কথোপকথন না করে, আগুনের দিকে দৃষ্টি না দেয়, পানিতে অবতরণ না করে, অন্য কোন পুষ্পিতা নারীর সঙ্গে একত্রে শয়ন না করে, খাদ্য স্পর্শ না করে,

কোন পাত্র ধরতে হলে হাত যেন কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নেয়। কোন ঋতুবতী নারী এর ব্যতিক্রম করলে তার জন্য বেহেশত হারাম। প্রসূতি ঘরের নিয়মও অনুরূপ কঠোর ছিলো। প্রসবের পর চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন প্রসূতি নারী মাটি বা কাঠের পাত্র স্পর্শ করার অনুমতিও পেত না। ঐ সময়ের মধ্যে কোন প্রসূতি ঘরের বারান্দায় পা রাখতে পারতো না। ঋতুকাল একটি পাপকাল বলে বিবেচিত হতো, এমনকি ঐ সময়ের পাপ থেকে তাওবা করার জন্য বছরের একটি মাত্র মাস নির্ধারণ করা ছিল। সেখানকার দুর্ভাগা নারী জাতি নিজেদের জীবনকে বোঝা বলে মনে করতো। নারী ছিল স্বামীর দাসীস্বরূপ, আল্লাহ দাসত্ব থেকে তাদেরকে মুক্ত করে স্বামীর গোলামীতে নিয়োজিত করেছিল।

ইসলাম ধর্মে নারী

বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ধর্মে যখন ছিল নারীর প্রকৃত মর্যাদা অস্বীকৃত উপেক্ষিত অবহেলিত, যখন নারী নির্যাতন ও নিপীড়নে সারাটি জগত ছিল খড়গহস্ত, তখন ইসলাম দিল নারী অধিকার পুনঃ উদ্ধারের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব। শুরু হল তার মানোন্নয়নের অগ্রযাত্রা। মহান আল্লাহ ঘোষণা দিলেন, "হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রভূকেই ভয় কর, যিনি একই জীব হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ নারী অবহেলিত নয়, নয় লাঞ্ছনার পাত্রী, সেতো মহীয়সী, সে কল্যাণী, নর ও নারী সকলেই এক আদমের সন্তান। উভয়ের সৃষ্টির উপাদান এক ও অভিন্ন। পুরুষের পক্ষে নারীকে অবজ্ঞা করা আত্ম প্রবঞ্চনার শামিল। কারণ, নারী নিকৃষ্ট হলে পুরুষ নিকৃষ্ট হতে বাধ্য। নারী শান্তির আধার, সান্তনার উৎস, সে প্রিয়ার জাত, ভালবাসার পাত্রী। জীবন সংগ্রামে পুরুষের পক্ষে নারীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, জীবনের

স্বার্থকতায় পুরুষ নারীর মুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ পাক তার পাক কালামে এরশাদ করেন, “তোমরা যাতে শান্তি লাভ কর, তজ্জন্যে তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জীবন সঙ্গীনীকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি-

ভালবাসা। ইহা আল্লাহ তায়ালার অন্যতম নিদর্শন। কুরআনুল কারীমের এ ঘোষণা যেমন অভূতপূর্ব তেমন অবিস্মরণীয়। নারীর লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারে ইসলামের এ ঘোষণা অদ্বিতীয় ভূমিকা রচনা করেছে। নারীর মান উন্নয়নে ইসলামের এহেন অবদান দুনিয়ার ইতিহাসে নতুন। ধর্মের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল।

পর্দার মাধ্যমে নারীদের সতীত্ব রক্ষা

(পর্দাহীনতা ও ব্যভিচারের কারণে বণীঈসরাইলের সত্তর হাজার লোক ধ্বংস হয়, কোরআনে পুন্যাত্মা নারী পুরুষের প্রশংসা, বিবাহের জন্য কন্যাহ পছন্দে ইসলামের পূর্বশর্ত, স্ত্রীর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা নিষেধ)

নারীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টি পরম আন্তরিকতার।আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে নারীর সাথে উত্তম আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নারীকে নিরাপদ রাখার জন্য, সব ধরনের যৌন হয়রানী থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের উপরই কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধু পুরুষ বা শুধু নারীর উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বরং নারী-পুরুষ উভয়ের সমান সচেতনতায় আমাদের সমাজটা অনেক বেশি সুন্দর ও নিরাপদ হয়ে উঠতে পারে।

পুরুষকে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ.

মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। -সূরা নূর, (২৪) : ৩০

নবীজী ইরশাদ করেছেন-

يَا عَلِيّ لَا تُتْبِعِ النّظْرَةَ النّظْرَةَ فَإِنّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ.

হে আলী! (পর নারীর প্রতি অনিচ্ছায়) চোখ পড়ে গেলে আবার তাকিও না। কারণ প্রথমবারের দৃষ্টি তোমাকে মাফ করা হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার এ ছাড় থাকবে না। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২১৪৯

আর নারীকে বলা হয়েছে ঘরের শান্ত ছায়াঘেরা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে। অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হতে। ইরশাদ হয়েছে-

وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى.

নিজ গৃহে অবস্থান কর। (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত। -সূরা আহযাব (৩৩): ৩৩

নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় মানব সভ্যতার ভিত গড়ে উঠেছে। ইসলাম পুরুষকে জীবিকা উপার্জন দায়িত্ব দিয়েছে। আর স্ত্রী সংসার দেখা-শোনা করবে। সংসার নারীর রাজ্য। সে এর মুকুটহীন রাণী। উপার্জনের কঠিন দায়িত্ব ইসলাম নারীর কাঁধে চাপায়নি। বরং জীবনের প্রতিটি ধাপে তার সমস্ত প্রয়োজন, শখ-আহ্লাদ পূরণের জন্য কর্তব্যপরায়ণ, হৃদয়বান দায়িত্বশীল স্থির করে রেখেছে। কুরআন-হাদীসের আলোকে মুসলিম নারীদের জন্য মূল বিধান হল নিজের ঘরেই অবস্থান করা। তার ঘরে থাকাটাই পর্দার একটি প্রকার। তাই যথাসম্ভব মুসলিম নারীরা ঘরে থাকবেন এবং প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবেন না।

খালাতো-চাচাতো-মামাতো ভাই-বোন, দেবর-ভাসুর, দুলাভাই ইত্যাদি যারা মাহরাম নয় তাদের সাথে পর্দার বিধান দিয়েছে ইসলাম। এ বিধান যারা উপেক্ষা করছে তারাই যুলুমের শিকার হচ্ছে বেশি। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন (বিপিএফ) এবং সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক যৌথভাবে একটি গবেষণা চালিয়ে দেখেছে, বাংলাদেশে শারীরিক ও মানসিকভাবে চ্যালেঞ্জে থাকা অর্ধেকের বেশি শিশু যৌন হয়রানির শিকার। এবং সেটি তারা হচ্ছে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের দ্বারাই।এই স্বজনেরাই এখন শিশুদের জন্য ভয়ের কারণ।চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, বোনের স্বামীরাও রয়েছে এই তালিকায়। পাশের বাড়ির বৃদ্ধ দাদু ও গৃহশিক্ষকও বাদ যান না।

"কিশোরী মেয়ে বান্ধবীর বাড়ি যাবে। একা যাবে কী করে। সঙ্গে পাঠানো হলো প্রাপ্তবয়স্ক মামাতো ভাইকে। পথে মামাতো ভাই...। (দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১০)"

২০১৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রসিদ্ধ এক জাতীয় দৈনিকের একটি শিরোনাম- 'নীরব থাকার সংস্কৃতি ঝেড়ে ফেলতে হবে'। এখানে কিশোরী নির্যাতনের কাগজ-কলমের যে পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে তা রীতিমত আঁতকে ওঠার মতো। মাত্র ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের কিশোরীরা ...নির্যাতনের শিকার। এদের হার শতকরা ৩৪.২ শতাংশ।এ যুলুম থেকে বাঁচার জন্য লেখিকা দুটি পথ বাতলেছেন। এক. নীরব থাকা চলবে না; সোচ্চার হতে হবে। দুই. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।লেখিকা কিশোরীদের যুলুমের হাত থেকে রক্ষা করতে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সচেতনভাবে ইসলামের নির্দেশনা এড়িয়ে গিয়েছেন।

লেখিকা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা বলেছেন। ইসলামও এ গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। যত বড় অন্যায়, শাস্তিও তেমন কঠিন হওয়া চাই। নারী-বিষয়ক অপরাধের ক্ষেত্রে ইসলামের চেয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ঘোষণা আর কেউ দেয়নি। কিন্তু ইসলামের সেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রসঙ্গ আসলে এসব পরামর্শদাতা লেখক-লেখিকা তখন অতি মানবতাবাদী হয়ে উঠেন। অপরাধীর প্রতি তখন তাদের অতিমানবতাবোধ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা ভুলিয়ে দেয়। এটিই আসলে আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ফলাফল- উদভ্রান্তের ন্যায় এদিক ওদিক ছুটে চলা।তাদের কেউ কেউ নারীদের আত্মরক্ষার কথা বলে।কিন্তু এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান কেউ চায় না। অপরাধের মূল শেকড়টি জিইয়ে রাখতে চায়। কারণ, মূল শেকড় উপড়ে ফেলতে তাদের প্রবৃত্তি বাধা দেয়। তারা অন্যায় পথে প্রবৃত্তির চাহিদাও পুরা করতে চায় আবার যুলুম থেকেও নারীদের বাঁচাতে চায়। ফলে তাদের সকল চেষ্টা হয় তীহ প্রান্তরে অনর্থক ছুটে চলা।

তারপরও কেউ যুলুমের শিকার হলে ইসলাম নীরব থাকতে বলে না। ইরশাদ হয়েছে-

. لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَ كَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

মন্দ বিষয়ের প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে কারো উপর যুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। -সূরা নিসা (৪) : ১৪৮

ইসলাম সকল অন্যায়ের মূলোৎপাটন করে। নারীর সতিত্ব রক্ষায় ইসলাম যে দিক নির্দেশনা দেয় তা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী।

ফেমিনিজম ও তার ইতিহাস

নারীবাদ বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত একটি আন্দোলন যা নারীর ক্ষমতায়ন, ভোটদানের অধিকার এবং নারী পুরুষ সমান এই দাবী থেকে শুরু হয়। কালের পরিক্রমায় অনেক নারীবাদী আন্দোলন এবং আদর্শ তৈরী হয়েছে যেগুলোর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং লক্ষ্য উপস্থাপন করে। (উইকিপিডিয়া) চতুর্দশ শতাব্দীতে 'দ্য বুক অফ দ্য সিটি অফ লেডিস' বইটির ইতালিয়-ফরাসি লেখিকা ক্রিস্টিন ডি পাইজান সমসাময়িক নারী বৈষম্যের বিরুদ্ধে লিখেছিলো। এছাড়াও আরও সমসাময়িক লেখিকা আছে যারা নারীবাদের প্রাথমিক প্রবর্তনা করে। তবে তারও আগে প্লেটো নারীদের রাজনৈতিক ও যৌন সাম্যতার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে ইউরোপের দেশগুলোতে নারীরা বৈষম্যের শিকার ছিলো। ইউরোপিয়ানরা ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদেরকে নিচু করে রাখতো। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ অর্থাৎ বিকৃত বাইবেলের শিক্ষা ছিলো এরকমই। যখন নারীরা তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হয়, এ নিয়ে লেখালেখি শুরু করে তা সাধারণভাবেই খ্রীষ্টধর্মের বিরোধিতায় রূপ নেয়। এভাবেই ধর্মের সাথে নারীবাদী মতবাদের একটা ঠান্ডা মাথার যুদ্ধ শুরু থেকে চলে আসছে। প্রাথমিকভাবে সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে উঠে এবং এর জন্য গ্রহণযোগ্যতাও পায়। কিন্তু কালের পরিক্রমায় নারীবাদের নতুনত্ব এসেছে। নারীবাদের ইতিহাসকে তিন টি ভাগে ভাগ করা হয়। বর্তমান সময়ে তাদের দাবিগুলোর অন্যতম হচ্ছে নারী পুরুষের সমঅধিকার। পুরুষ

যা করতে পারবে নারীকেও তা করতে পারতে হবে। পশ্চিম বিশ্বে এমন দাবিও করা হয়েছে যে - পুরুষরা যেমন দেহের উপরিভাগের পোশাক জনসম্মুখে খুলে ফেলতে পারে নারীদের সেই অধিকার থাকতে হবে। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার ৬ টি অঙ্গরাজ্যে নারীদের দেহের উপরিভাগ জনসম্মুখে অনাবৃত করার বৈধতা দেয়া হয়েছে।নারীবাদীদের বর্তমানে নারী অধিকার ও স্বাধীনতা কায়েম করতে গিয়ে নিজের স্বকীয়তা হারাতে বসেছে।

নারীবাদীরা ইসলামের অনেক বিধানের বিরোধীতা করে। এর মধ্যে আছে - পর্দার বিধান, পুরুষদের একাধিক বিবাহ, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি। তারা পুরুষের কর্তৃত্ব স্বীকার করতে রাজি নয়। অথচ আল্লাহ বলেছেন,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

অর্থ: পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল কারণ আল্লাহ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।(সুরা নিসা - ৩৪)

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

অর্থ :নারীদের উপর পুরুষদের একধাপ অধিক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (সুরা বাক্কারাহ - ২২৮)

তারা মনে করে সংসার সামলানো নারীদের দায়িত্ব নয়। তারা বোঝাতে চায় যুগ যুগ ধরে মানুষ কুসংস্কারে ডুবে আছে। নারীরা শুধু ঘর সামলাবে, স্বামীর খেদমত করবে - এর স্পষ্ট বিরোধীতা করে তারা। ইসলাম নারীদের করেছে সংসারের পরিচালিকা আর পুরুষদের দায়িত্ব বাহিরে কাজ করা।

নারীবাদী দের আরেকটি দাবি তারা নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলে। ইসলাম কখনোই সমতার কথা বলে না বরং ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলে। যার যতটুকু প্রয়োজন তার জন্য সেটাই নির্ধারন করে। নারীদের যে সুবিধা প্রয়োজন তা

নারীদের দেয়া হয়েছে এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধা দেয়া হয়েছে।

যেসকল কারণে নারীবাদীরা ঈমানহারা হয়

১)সকল বিষয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার দাবি করলে। আল্লাহ বলেন,

و ليس الذكر كالأنثى

অর্থ : পুরুষেরা তো নারীদের মতো নয়। (সূরা আল ইমরান, ৩৬)

২)পর্দাকে কটাক্ষ, বিদ্রুপ করলে।

৩)পুরুষের উত্তরাধিকার নারীর তুলনায় দ্বিগুণ - একে বে ইনসাফি মনে করলে।

৪) পুরুষকে নারীর উপর কর্তৃত্ববান - এরূপ না মানলে।

৫)দেশ পরিচালনায় নারী নেতৃত্ব হারাম এ কথা অস্বীকার করলে।কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন-

لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة

"ঐ জাতি কখনই সফল হতে পারবে না যারা নারীকে তাদের কর্তৃত্বশীল/ শাসক হিসেবে নির্ধারণ করে।" (সহীহ বুখারী: ৪১৬৩)

অনুরূপভাবে বিচারপতির পদ।''

(তাফসির ইবনে কাসির: ১/৪৯২)

৬) পুরুষের একাধিক বিবাহের বিধানকে বিদ্রুপ করলে।

পশ্চিমা বিশ্ব থেকে নারীবাদের উদ্ভব হলেও তারা এর প্রতি বিরক্ত। নারীবাদ তাদের জীবন কে বিষিয়ে তুলেছে। পশ্চিমারা নারীদের বাইরে থাকার কুফল অনুধাবন করে আবার ইসলামের স্বভাবসম্মত নীতির দিকেই ফিরে আসছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ লেখেন-বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যস্ত থেকে, নির্মাণ,

উৎপাদনসহ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে এবং সৃজনশীল কাজকর্মে ব্যাপৃত থেকে নারী যথেষ্ট সময় পায় না গৃহের প্রাত্যহিক দায়দায়িত্ব পালন করার; শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার এবং সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করার। আমরা আবিষ্কার করেছি যে, শিশু ও যুবকদের চারিত্রিক সমস্যা, আমাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও উৎপাদনসমস্যাসহ আরো অনেক সমস্যার অংশত কারণ হল, পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা এবং পারিবারিক পরিবেশের প্রতি শিথিল দৃষ্টিভঙ্গি।

নারীকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান বানাবার এই হল নির্মম পরিণতি। এখন, 'প্রেসট্রোয়কা'র প্রক্রিয়ায় আমরা এই ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছি। একারণেই এখন আমরা সংবাদ সম্মেলনে, গণসমাবেশে, কর্মস্থলে, বাসাবাড়িতে এ বিষয়ে উত্তপ্ত বিতর্কের অবতারণা করছি যে, নারীদেরকে তাদের সঠিক নারীসুলভ কাজকর্মে ফিরিয়ে আনাটা সম্ভব করতে আমাদের কী করা উচিত।'১৯-০৪-১৭ তারিখে বিবিসি এ্যারাবিক-এ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনটির শুরুতেই আছে, 'আমেরিকার ক্রমবর্ধমান সংখ্যক নারীরা গৃহে অবস্থান করাকে প্রাধান্য দিচ্ছে'। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'খ্রিস্টিয়ান সাইন্স মনিটরে' বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'গত দশ বছরে এই চিন্তার সমর্থকদের হার বেড়েছে যে, পিতা বাহিরে কাজ করবে। আর মা গৃহে অবস্থান করবে।'

নারীবাদ বা ফেমিনিজম বলতে ইসলামে কিছু নেই। এর পুরোটাই ভ্রান্তি। এই মতবাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে গোমরাহ বলা গেলেও কাফির বলা যায় না। কিন্তু নারীবাদীরা কিছু ক্ষেত্রে শরীয়তের অকাট্য ও সুস্পষ্ট কোনো বিষয় কে অস্বীকার করে, অভিযোগ করে বা বিদ্রুপ করার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ঈমান চলে যাবে। এই ধরণের ভ্রান্ত মতবাদ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের ইসলামের দিকে রুজু হতে হবে। ইসলামই একমাত্র নারীকে যথাযথ অধিকার দিয়েছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা

সৃষ্টিগত দিক দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নারী ও পুরুষকে ভিন্ন আকৃতির করে সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও নারী-পুরুষ একে অপরের থেকে ভিন্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইনসাইক্লোপীডিয়া প্রণেতা নারী শব্দের আলোচনায় লেখেন - "নারী ও পুরুষদের মধ্যে যদিও যৌনাঙ্গসমূহের গঠন ও আকৃতির পার্থক্যটাই সর্বপ্রধান, কিন্তু পার্থক্য কেবল এই ক্ষেত্রেই নয়, নারীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পুরুষদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পূর্ণ সামনজ্ঞস্যহীন, এমনকি নারী ও পুরুষের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা হ্যত একান্তই এক ধরণের মনে হয়, সেগুলোও প্রকৃতপক্ষে সামনজ্ঞস্যহীন।

প্রকৃতপক্ষে নারীর শারীরিক গঠন শিশুর শারীরিক গঠনের অনূরূপ। ফলে দেখা যায় অনুভূতির ক্ষেত্রে নারী পুরুষের তুলনায় অতি শীঘ্র প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এ কারণেই নারীদের মধ্যে ধীরতা ও স্থিরতার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে পুরুষের গড় উচ্চতার তুলনায় নারীর গড় উচ্চতা ১২ সেন্টিমিটার কম। পুরুষের গড় ওজন ৪৭ কেজি, কিন্তু নারীর শরীরের গড় ওজন ৪২.৫ কেজি অর্থাৎ নারীর শরীরের ওজন পুরুষ অপেক্ষা ৫ কেজি কম হয়ে থাকে। ডক্টর দ্য করিনি ইনসাইক্লোপীডিয়ায় লেখেন - "সমষ্টিগতভাবে পরীক্ষা করলে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর শরীরের মাংসপেশী পুরুষের মাংসপেশী থেকে ভিন প্রকৃতির এবং ঘনত্ব ও শক্তির দিক দিয়ে এতোই দুর্বল যে, এগুলোর স্বাভাবিক শক্তির তিন ভাগ করা হলে দুই ভাগই পুরুষের ও এক ভাগ নারীর অংশে পড়বে। নারীর তুলনায় পুরুষের মাংসপেশী দ্রুত সঞ্চালিত হয় এবং ক্রিয়া অধিকতর শক্তিশালী।মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হৃৎপিন্ড।নারী ও পুরুষের হৃৎপিন্ডেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

পুরুষের হৃৎপিন্ডের তুলনায় নারীর হৃৎপিন্ড ৬০ ড্রাম ছোট ও হালকা হয়ে থাকে। সাইকোলজির মতে নারীর মস্তিষ্কের শিরা উপশিরা আঁকা-বাকা রেখা পুরুষের মস্তিষ্ক

কোষ অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণ কম এবং নারীর মস্তিষ্ক কোষের পর্দা বা আবরণসমূহও অপরিনত।

নারীর পর্দা বনাম পুরুষের দায়িত্ব

ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই যেমন পবিত্র ও অশ্লীলতামুক্ত জীবন যাপন করতে নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি নির্দেশ দিয়েছে পরস্পরকে কল্যাণ ও পবিত্রতার কাজে সহযোগিতা, উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করতে।

প্রকৃতপক্ষে নারীসমাজ সামষ্টিকভাবে পুরুষ সমাজের জন্য কঠিনতম পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে পুরুষদের অবশ্যই নারীর প্রতি যে দায়িত্ব- কর্তব্য আছে তা সঠিকভাবে পালন করবে হবে। নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব অপরিসীম। নারী পুরুষের তুলনায় দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কিছুটা দূর্বল। এজন্য পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষগনই নারীদের প্রভাবিত ও পরিচালিত করে থাকে।

পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও নিজের অধীনস্ত মানুষদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। নিজের জন্য সতর আবৃত করা যেমন ফরয, তেমনিভাবে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের সতর আবৃত করাও বাড়ির কর্তার উপর ফরয। কোনো ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, স্ত্রী বা অন্য অধীনস্ত কেউ যদি নিজের ঘরে অথবা বাইরে নিজের সতর অনাবৃত রাখে তাহলে তাদের পাপে ঐ ব্যক্তিও পাপী হবে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহর তায়ালা মুমিন বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার পরিজনদেরকে বাঁচাতে। রসুল (স.) বলেছেন, "সাবধান! তোমরা সকলেই অভিভাবকত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্বধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।....... বাড়ির কর্তাব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী

তার স্বামীর বাড়ি ও তার সন্তানদের দ্বারিত্বপ্রাপ্তা এবং তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(বুখারী আস সহীহ ১/৩০৪,৪৩১,২/৮৪৮)

আরেক হাদীসে এসেছে, রসুল(স.) বলেছেন, "

তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না;১) যে তার পিতামাতার অবাধ্য ২)পুরুষের অনুসরণকারী পুরুষালী মহিলা এবং ৩)দাইউস"

দাইউস বলা হয় ঐ সমস্ত লোককে যারা নিজের পরিবারের সদস্যদের অন্যায় ও অশ্লীলতা মেনে নেয়।

অতএব আমরা বুঝতে পারলাম,পর্দা শুধু নারীর করনীয় নয়। পাশাপাশি এটি পুরুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব,যে দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে অনেক আমলী পুরুষও জাহান্নামে যেতে পারেন।

পর্দার বৈজ্ঞানিক ও আত্মিক উপকারিতা

পর্দা করার জন্য কোনো ক্ষতি হয়েছে—এমন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যারা সঠিকভাবে পর্দা করে, তারা মানসিকভাবে খুবই আত্মনির্ভরশীল এবং শক্ত মনোবলের অধিকারী হয়।

একজন পর্দানশিন মেয়ে ভাবে—সে সব সময় আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনে রত আছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে রক্ষা করছেন। সে একধরনের আধ্যাত্মিক প্রশান্তি অনুভব করে। অন্যদিকে যারা মুখের সৌন্দর্য দেখাতে চায়, তাদের মধ্যে একধরনের ইসলামবিরোধী সংস্কৃতির প্রভাব কাজ করে ।

যে সকল মুসলিম দেশের মেয়েরা পর্দা করে, তাদের সৌন্দর্য অতুলনীয়। গর্ভাবস্থায় পর্দার গুরুত্ব অনেক। সনাতন হিন্দু সমাজে মেয়েদের গর্ভাবস্থায় বাইরে যেতে দেওয়া

হতো না, পাছে সন্তানের ওপর অন্য কারও খারাপ প্রভাব পড়ে। খ্রিষ্টান ধর্মেও এই বিধান মান্য করা হতো। ইদানীং এসব উঠে গেছে। তাইতো দেখা যায় বাবা-মা ভালো; অথচ সন্তানরা চেহারা ও আচার-আচরণে দিনদিন জঘন্য হচ্ছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, শরীর থেকে ৪০-৬০% তাপ বের হয় মাথার মাধ্যমে। ফলে শীতের মাসগুলোতে যারা মাথা ঢেকে রাখেন, তারা যারা মাথা ঢেকে রাখে না, তাদের চেয়ে ৫০% ভাগেরও বেশি সুরক্ষা পান।

V. G. Rocine একজন বিখ্যাত ব্রেন বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন- ব্রেন ১০৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গলে যায়। সুতরাং মাথা না ঢেকে দীর্ঘক্ষণ বাইরে কাজ করলে ব্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় । স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়। ব্রেনের কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পায় । এটি অবশ্য খুব কঠিন অবস্থাতে হয়। Bernord Jensen বলেছেন— ব্রেন গরমের প্রতি খুব সংবেদনশীল। যারা মাথা ঢেকে রাখেন, তাদের শারীরিক অবস্থা যারা ঢাকেন না, তাদের চেয়ে ভালো।

যারা পুরো শরীর এবং মুখ ঢেকে রাখে, তাদের চামড়া সূর্যের রশ্মি থেকে রক্ষা পায়। ফলে চামড়া ভাঁজ পড়ে না এবং তারা সহজে বৃদ্ধ হয় না। ছেলেদের চোখ থেকেও নেগেটিভ দৃষ্টি পড়ে না। ফলে যে সমস্ত মহিলা কারও সামনে যায় না, তাদের সৌন্দর্য অটুট থাকে।

আমাদের সমাজে চুলের স্টাইল, মেকআপ এবং পোশাক অন্যদের আকৃষ্ট করার প্রধান উপকরণ। যেমন : টিভি সিনেমাতে দেখানো হয়, ব্রেন অবচেতনভাবেই এই সৌন্দর্য গ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। বিপরীতে কেউ যখন এভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে, তখন সে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তারা দিনের পর দিন এসব সৌন্দর্য প্রদর্শন দেখতে দেখতে তা একান্তভাবে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়। ফলে আমরা যখন বিয়ের জন্য পাত্রী খোজ করি, তখন সবাই নায়িকা চাই।

একজন ছেলে যখন সব সময় এ ধরনের খোলামেলা মহিলাদের মধ্যে কাজকর্ম করে, তখন প্রতিনিয়ত এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ট্রেস অনুভব করে—যা থেকে মুক্তি পাওয়া

তার জন্য খুবই কঠিন। এর ফলে তার শরীরে হরমোন নির্গত হয়। যেমন: এপিনেফ্রিন (এড্রেনালিন), নর এপিনেছিন এবং গ্লুকোকরটিকয়েডস যা জীবন রক্ষাকারী হরমোন। এগুলো নিজেদের মধ্যে আন্তঃবিক্রিয়া করে। এর ফলে সে অপ্রত্যাশিত অনেক বেশি স্ট্রেস অনুভব করে। ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলে মেয়েরা যখন আকর্ষণীয়ভাবে ঘুরে বেড়ায়, তখন বিপরীত লিঙ্গের মানুষের অনেক বেশি হরমোন নির্গত হয়, যা খুবই ক্ষতিকর।

এইসব হরমোনের অধিক নিঃসরণের কারণে রক্তচাপ বেড়ে যায়। মাসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বন্ধ্যত্ব বৃদ্ধি হয়। তার বৃদ্ধি থেমে যায়, হিপ্পোকেমপাস ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হতে থাকে। এর ফলে সে তার সঙ্গীর প্রতি ধীরে ধীরে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে বা পরবর্তী প্রজনে খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করে।

সুতরাং এখানে মহিলাদের পর্দা খুবই জরুরি, যাতে তারা অন্যদের কাছে অনৈতিক বা ভুল বার্তা না দেয়। একজন মহিলা শুধু মহিলাই নন; তিনি মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তার কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হোক—

তিনি তা কিছুতেই চাইতে পারেন না। একবার ভেবে দেখুন তো, আপনার- আমার বেপর্দা কিংবা নিজেদের ভুল উপস্থাপনার কারণে কত মানুষের মনোজগতের কত ক্ষতি হচ্ছে। এর কোনো জবাব কি আল্লাহকে দিতে পারব? উপকার না করতে পারি কিন্তু কারও ক্ষতির কারণ হওয়া তো আরও বেশি মারাত্মক অপরাধ। কেননা, একটি ছেলে মানসিকভাবে একটি মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল। কারণ, মেয়েরা অতি সহজেই একটি ছেলেরে তার দিকে আকর্ষিত বা প্রলুব্ধ করতে পারে।

জার্মান দার্শনিক নিটশে বলেছেন—'নারীকে পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিলে মেয়েদের বন্ধ্যত্ব বৃদ্ধি পাবে।' বর্তমানে আমরা সেটি ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি। মেয়েরা একই সাথে একাধিক পুরুষের সাথে একান্তে মেলামেশা করলে শরীরে বিষাক্ততার সৃষ্টি হয়। ফলে এইডস, গনোরিয়া, সিফলিস ইত্যাদি জটিল রোগের সৃষ্টি হয়।

ইসলামি শরিয়াহতে বিধবা ও তালাকের পর ইদ্দত পালন এই বৈজ্ঞানিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পুরুষের সাথে নারীদের দৈহিক গঠন, শক্তি, বৃদ্ধি ও চরিত্রগত পার্থক্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। নারীর দেহ-মন স্থিতিশীল। পুরুষের দেহ-মন গতিশীল। ভিয়েনা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক অসওয়াল্ড সোয়ার্জ বলেছেন—'পুরুষের বুদ্ধি খোলে ঘরের বাইরে তাঁর কর্মক্ষেত্রে। আর নারীর বুদ্ধি থাকে ঘরের কোনে।' নারীদেহে পুরুষের খারাপ চাহনি ক্ষতিকর রশ্মির মতো কাজ করে। সেজন্য তাদের চৌদ্দজন মাহরম আত্মীয় ছাড়া অন্যদের সামনে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে।

কিছু কিছু অমুসলিম ও মুসলিম পণ্ডিতরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, যারা বোরকা-নেকাব ব্যবহার করেন, তারা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েন। তাদের ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হয় এবং ডিপ্রেশনে থাকে। এটি একটি ভুল ধারণা। তারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন জাপানের মহিলাদের গড় আয়ু ৮১.৬ বছর, সৌদি মহিলাদের ৭৫.৩ বছর, ইয়েমেন ৬৪.৩ বছর, আফগানিস্তান ৪৩.৮ বছর—এটা নাকি পর্দা করার কারণে হয়েছে। সত্যই হাস্যকর! জাপানিদের জীবনযাপন পদ্ধতি, খাবার সবকিছু অতি উন্নতমানের। ফলে তাদের আয়ু বেশি। আমাদের মুসলিম দেশের অধিকাংশ মহিলারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, সুষম খাবার ও স্বাস্থ্য জ্ঞানের অভাবসহ বিভিন্ন কারণে তাদের গড় আয়ু কম। এখানে অবশ্যই বোরকা-নেকাব দায়ী নয়।

পর্দা ও লজ্জা

পর্দা লজ্জার অংশ। রাসূলুল্লাহ বলেছেন-

"মানুষ নবুয়তের যে বাণীগুলো শিখেছে, তার একটি হলো- যদি তুমি লজ্জাবোধ না করো, তাহলে যা খুশি তা-ই করো। ৮০

রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন- 'লজ্জা ঈমানের অংশ আর দুর্ব্যবহার জাহান্নামের অংশ।

তিনি আরও বলেছেন-

“হে লোকেরা নিশ্চয় আল্লাহ চিরস্থায়ী সহনশীল ও গোপনকারী। তিনি লজ্জা ও পর্দা অবলম্বনকারীকে ভালোবাসেন।

“যে আল্লাহকে ভয় এবং লজ্জা করে না, সে যেন নিজেকে পশুর মধ্যে গণ্য করে ।

আলি (রা.) ফাতিমা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন – 'কল্যাণ কীসে?' ফাতিমা (রা.) বললেন—'বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া এবং বেগানা পুরুষকে তার প্রতি দৃষ্টিপাতের সুযোগ না দেওয়ার মধ্যেই নারীর কল্যাণ নিহিত।'

আলি (রা.) পুরুষদের লক্ষ করে বললেন- 'তোমাদের কি লজ্জা বলতে কিছু নেই? তোমাদের কি আত্মমর্যাদাবোধ নেই, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের বাইরে ছেড়ে দাও। আর তারা পুরুষের দিকে তাকায় এবং পরপুরুষেরাও তাদের দিকে তাকায়, যা অবৈধ তৃপ্তি লাভের নামান্তর। যখন মানুষের লজ্জার অনুভূতি হারিয়ে যায়, তখন সে ধীরে ধীরে পশুর স্তরে নেমে আসে।'

পর্দা অনুশীলনকে প্রভাবিত করে বিশ্বায়ন, স্থানান্তর এবং প্রবাস থেকে ফিরে আসা মুসলিম মহিলারা ধর্মীয় তাৎপর্যবহির্ভূত অঞ্চলে যারা বাস করে, তারা অন্য মহিলাদের পর্দা অনুশীলনকে প্রভাবিত করেছেন । একটি প্রধান প্রভাব হলো আধুনিক হওয়া এবং সর্বশেষতম ফ্যাশনগুলো ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা। একই সাথে অনেক শহুরে অঞ্চলে আধুনিকীকরণের কারণে পর্দাকে হালকাভাবে পালন করার প্রবণতা তৈরি করে।

আমেরিকানদের মতো ধর্মনিরপেক্ষ, অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাসকারী দক্ষিণ এশীয় প্রবাসী মুসলিমদের পর্দা সম্পর্কে মনোভাব হালকা। কিছু ক্ষেত্রে তারা পর্দার ধারণার বিপরীতে অবস্থান করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পর্দা এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্দা প্রায়শই তাদের অন্যায় সুযোগ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। মহিলারা যে লেভেলে পর্দা পালন করেন, সেই অবস্থা তাদের আয়- উপার্জনের ওপর প্রভাব ফেলে। অনেক সময় পূর্ণ পর্দা করে আয়-উপার্জনের জন্য তারা সমস্যার মুখোমুখি হন, যা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ করে। অর্থাৎ পূর্ণ পর্দা, হাফ পর্দা যা-ই হোক, তারা চাকরি

পায় না। ফলে ওইসব দেশে বসবাস করা অধিকাংশ মহিলা পর্দা করেন না; অথচ আমরা বিদেশফেরত কাউকে দেখলে তাকেই আদর্শ ভাবি। তাদের মতো পোশাক পরা পছন্দ করি। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ, অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাসকারী মুসলিম মহিলাদের আধুনিক পোশাক আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে ।

পর্দা ও রূপচর্চা

নারীদের ভারসাম্য রেখে সাজসজ্জা করার অনুমতি রয়েছে। নবিজি এ ব্যাপারেও নির্দেশ দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.) বলেন—

‘একজন মহিলা পর্দার পেছন থেকে রাসূলুল্লাহ -এর হাতে একটি কাগজ দিতে চাইল। রাসূলুল্লাহ নিজ হাত গুটিয়ে নিলেন (কাগজটি নিলেন না)। বললেন- “আমি জানি না, এটা কী পুরুষের হাত না নারীর।” মহিলা আরজ করলেন, “নারীর হাত।” রাসূলুল্লাহ বললেন- “তুমি যদি নারী হতে, তাহলে নিশ্চয়ই নখে মেহেদি থাকত। ”’[৮৬]

তবে সাজসজ্জায় সীমা অতিক্রম করতে নবিজি নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন-

'আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক ওই নারীদের ওপর, যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা করায়, যারা ভ্রু চেঁছে সরু (প্লাক) করে, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির মানসে দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে।

শরীরের বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো- চেহারা অধিক সুন্দর করে মানুষকে দেখানো। অধিকাংশ মানুষ কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করছে। কিছু মানুষ নিজের আনন্দ এবং বিধর্মীদের সমাজ পদ্ধতি অনুসরণ করে সেগুলো সমাজের জন্য সঠিক বলে মনে করে। অনেক সময় ইসলামকে বেশি কঠোর বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে বলে- ইসলামের সাথে এগুলোর কোনো বিরোধ নেই। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে, ইসলামে আদৌ পর্দার কোনো বিধান নেই। তারা কবিরা গুনাহ ও নাফরমানির সাথে সাথে মূর্খতা ও মুনাফিকিসুলভ ধৃষ্টতাও দেখিয়ে থাকে ।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

'রাসূল যে বিধান তোমাদের দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো।' সূরা হাশর : ৭

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন-

“যে মহিলা পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে পরচুলা লাগাতে বলে, আর যে মহিলা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং উলকি উৎকীর্ণ করতে বলে, তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

আধুনিক ডিজাইনের জামা, গয়না, হেয়ার স্টাইল, মেকআপ, ম্যাচিং জুতা পরা, স্মার্টভাবে চলাফেরা করা একটি মেয়ের জীবনের সবচেয়ে বড়ো স্বপ্ন । এই স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে তাকে সারাজীবন অনেক মূল্য দিতে হয়। আধুনিক হওয়ার জন্য ছোটো থেকেই বাবা-মায়ের ওপর চাপ দেয়। তার জন্য অনেক টাকা-পয়সা অপচয় হয়।

সাজগোজের খেয়াল রাখতে গিয়ে অনেকের লেখাপড়া কম হয়।

কেউ একাধিক প্রেম করে নিজের জীবন নষ্ট করে, সেইসঙ্গে ছেলেদের জীবন নষ্ট করে।

· হতাশায় ভোগে, ড্রাগ ও খারাপ জীবনে আকৃষ্ট হয়।

অনেকে অতিরিক্ত টাকার জন্য অন্ধকার জগতে হারিয়ে যায়। আজকাল অনেক ছাত্রী তাদের জীবনের স্ট্যাটাস বজায় রাখার জন্য পতিতাবৃত্তিও করে থাকেন।

সে যদি ইসলামি বিধানমতে পর্দা করত, তাহলে তার জীবনকে সে অন্যভাবে দেখতে পেত। নামাজ, পর্দা তার জীবনের পথকে সম্পূর্ণ বদলে দিত। তার সাজগোজ, পোশাক আর হাল ফ্যাশনের জন্য কোনো বাড়তি টাকার প্রয়োজন পড়ত না।

তাকে অ্যাসিড মারতে বা ইভটিজিং করতে কেউ রাস্তায় দাড়িয়ে থাকত না। সে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম না দিয়েই তার জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করে নিজের জীবনের শান্তি খুঁজে পেত।

রাসূলুল্লাহ বলেছেন—'চার শ্রেণির মহিলা জাহান্নামি। তাদের একটি হলো—যে মহিলা পরপুরুষ থেকে নিজেকে পর্দার বিধান মেনে চলে না এবং সাজসজ্জা ও রূপের প্রদর্শনী করে বাইরে বের হয়। যে মহিলা পানাহার ও ঘুম ব্যতীত আর কোনো কিছুতেই আগ্রহ প্রকাশ করে না।

আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ স বলেছেন—'মিরাজের রাতে আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে, সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা। কারণ, তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও স্বামীর আনুগত্য কম করে, বাইরে চলাফেরা করার সময় সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে, অধিক পরিমাণে সাজসজ্জা করে, অধিক সৌন্দর্য প্রদর্শন করে জনসাধারণকে রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট করে।'

মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য আজকাল টিনএজ থেকে বয়স্ক মহিলারা কী না করছে। পার্লার, রকমারি কসমেটিক্স ব্যায়ামাগার ইত্যাদিতে যাওয়া। এসব করতে প্রচুর সময় আর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আমরা সম্পদের হিসাব দেওয়ার সময় আল্লাহকে কী বলব - সৌন্দর্যবর্ধন /প্রদর্শনের জন্য পার্লারে গিয়ে সম্পদ ব্যয় করেছি? অপব্যয়কারী তো শয়তানের ভাই ।

মহিলারা গুপ্তধন। যখন সে ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে দখল করে নেয়; অর্থাৎ অভিনন্দন জানায়। মহিলারা যতক্ষণ ঘরে অবস্থান করে ততক্ষণই তারা আল্লাহর চোখে সবচেয়ে মর্যাদাশীল। রাসূলুল্লাহ বলেন—'মিরাজের রাতে আমি আমার উম্মতের নারীদের জাহান্নামের ভেতরে বিভিন্ন প্রকারের ভয়ংকর আজাবে নিপতিত হতে দেখেছি।'

জাহান্নামের নিজের চুলের দ্বারা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম, তার মাথায় মগজ ফুটন্ত পানির ন্যায় টগবগ করে ফুটছিল। এই শাস্তির কারণ হলো—সে বেপর্দা অবস্থায় চলাফেরা করত এবং মাথা ঢেকে রাখত না।

তিনি জাহান্নামে উলটো অবস্থায় ঝুলন্ত নারী-পুরুষ দেখতে পেলেন, যারা জিহ্বা দিয়ে নোংরা ময়লা চাটছে। ফেরেশতারা বললেন, এরা যিনাকারী নারী-পুরুষ। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের এভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সরি দেখতে পেলেন একটি কূপ থেকে জঘন্য দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, সেইসঙ্গে চিৎকার। তিনি এদের সম্পর্কে জানলেন, এরা অতি পাতলা কাপড় পরে সাজসজ্জা করে চলাফেরা করত।

সুন্দর থাকতে ইসলামে নিষেধ নেই। সৌন্দর্য ভেতর থেকে আসে। অবশ্যই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একই কথাই বলা হয়েছে। আমরা যদি সুন্দর হতে চাই, তাহলে প্রথমেই আমাদের অন্তর আর জীবনের উদ্দেশ্যগুলোকে সুন্দর করতে হবে। তাহলে সেই সৌন্দর্য চেহারাতেও প্রকাশিত হবে।

গবেষণা প্রবন্ধে এসেছে— সুন্দর হতে চাইলে সব সময় অজু অবস্থায় থাকা । অপরিচ্ছন্ন খাবার না খাওয়া অর্থাৎ বিশুদ্ধ খাবার খেতে হবে। মনের মধ্যে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য বা খারাপ চিন্তা থাকবে না। কারও হিংসা, দোষ চর্চা বা খারাপ করার চিন্তা করা যাবে না।

ছেলেদের দাড়ি পরিষ্কার করা। মহিলারা নন মাহরাম পুরুষের দিকে তাকাবে না। নিয়মিত নামাজ আদায় করবে। কখনো নামাজ পরিত্যাগ করবে না। ফজরের নামাজের একটু পূর্বেই ঘুম থেকে উঠবে। সূর্যাস্তের সময় না ঘুমাবে না। মনের মধ্যে কারও ক্ষতি করার ইচ্ছা, ঘৃণা, হিংস্রতা, বিরোধিতা থাকা যাবে না। শত্রুর জন্য ক্ষমা, মানুষের প্রতি দয়া সহানুভূতি, ভালোবাসা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা থাকতে হবে। ইসলামি মূল্যবোধবহির্ভূত নাটক, সিনেমা, শর্ট ফিল্ম না দেখা এবং নিয়মিত নফল রোজা রাখা।

হাসি-খুশি মুখের জন্য সর্বদা শান্ত থাকা জরুরি। সব সময় সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে। তাহলে মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে। সুন্দর ঠোঁটের জন্য দয়ালুভাবে সর্বদা

সত্য কথা বলতে হবে। সুন্দর চোখের জন্য মানুষের কল্যাণ অন্বেষণ করা, পাপের বস্তুর দিকে তাকানো যাবে না। সুন্দর চুলের জন্য হিজাব ব্যবহার, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য জ্ঞানীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করা এবং পজিটিভ চিন্তা করতে হবে।

তিনি জাহান্নামে উলটো অবস্থায় ঝুলন্ত নারী-পুরুষ দেখতে পেলেন, যারা জিহ্বা দিয়ে নোংরা ময়লা চাটছে। ফেরেশতারা বললেন, এরা যিনাকারী নারী-পুরুষ। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের এভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সরি দেখতে পেলেন একটি কূপ থেকে জঘন্য দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, সেইসঙ্গে চিৎকার। তিনি এদের সম্পর্কে জানলেন, এরা অতি পাতলা কাপড় পরে সাজসজ্জা করে চলাফেরা করত।

সুন্দর থাকতে ইসলামে নিষেধ নেই। সৌন্দর্য ভেতর থেকে আসে। অবশ্যই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একই কথাই বলা হয়েছে। আমরা যদি সুন্দর হতে চাই, তাহলে প্রথমেই আমাদের অন্তর আর জীবনের উদ্দেশ্যগুলোকে সুন্দর করতে হবে। তাহলে সেই সৌন্দর্য চেহারাতেও প্রকাশিত হবে।

গবেষণা প্রবন্ধে এসেছে— সুন্দর হতে চাইলে সব সময় অজু অবস্থায় থাকা । অপরিচ্ছন্ন খাবার না খাওয়া অর্থাৎ বিশুদ্ধ খাবার খেতে হবে। মনের মধ্যে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য বা খারাপ চিন্তা থাকবে না। কারও হিংসা, দোষ চর্চা বা খারাপ করার চিন্তা করা যাবে না।

ছেলেদের দাড়ি পরিষ্কার করা। মহিলারা নন মাহরাম পুরুষের দিকে তাকাবে না। নিয়মিত নামাজ আদায় করবে। কখনো নামাজ পরিত্যাগ করবে না। ফজরের নামাজের একটু পূর্বেই ঘুম থেকে উঠবে। সূর্যাস্তের সময় না ঘুমাবে না। মনের মধ্যে কারও ক্ষতি করার ইচ্ছা, ঘৃণা, হিংস্রতা, বিরোধিতা থাকা যাবে না। শত্রুর জন্য ক্ষমা, মানুষের প্রতি দয়া সহানুভূতি, ভালোবাসা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা থাকতে হবে। ইসলামি মূল্যবোধবহির্ভূত নাটক, সিনেমা, শর্ট ফিল্ম না দেখা এবং নিয়মিত নফল রোজা রাখা।

হাসি-খুশি মুখের জন্য সর্বদা শান্ত থাকা জরুরি। সব সময় সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে। তাহলে মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে। সুন্দর ঠোঁটের জন্য দয়ালুভাবে সর্বদা

সত্য কথা বলতে হবে। সুন্দর চোখের জন্য মানুষের কল্যাণ অন্বেষণ করা, পাপের বস্তুর দিকে তাকানো যাবে না। সুন্দর চুলের জন্য হিজাব ব্যবহার, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য জ্ঞানীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করা এবং পজিটিভ চিন্তা করতে হবে।

শেষকথা

পর্দার উদ্দেশ্য ছিলো নিজেকে যথাসম্ভব অনাকর্ষণীয় করে রাখা ও নিজের সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখার। আমরা অনেকেই পর্দার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে ফেলি। এমনসব কাজকর্ম করে ফেলি যার ফলে আমাদের পর্দা নষ্ট হয়।

আমরা সবাই একরকম না। কেউ মোটা, কেউ চিকন। পর্দার পোশাকের ক্ষেত্রে নিজের পরিপূর্ণ পর্দা হবে এরকম বোরকা বেছে নেবো। আর সবসময় প্রয়োজন সাপেক্ষে একইরকম বোরকা কিনবো। যখন আরো ভালো পোশাক পেলে, যেটায় আরো ভালোভাবে পর্দা করা যাবে তখন সেটা কিনবো। কেনার সময় নিজের নিয়তের ওপর খেয়াল রাখবো কেন কিনছি। নিজের পর্দার জন্য নাকি শখ পূরণের জন্য। রঙিন বোরকা পরিহার করবো। এমন এক রঙের বোরকা কিনবো যা দৃষ্টি আকর্ষণীয় নয়। সেটা হতে পারে, কালো, ধূসর, খয়েরী অথবা জলপাই রঙের। আমাদের অনেকের বোরকার বা জিলবাবের বিশাল কালেকশন আছে। প্রয়োজন অনুসারে পর্দার পোশাক কিনবো। পর্দার পোশাক কেনার নামে অপচয় করবো না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকবো। পর্দার পোশাক কেনার সময় দেখবো, কোনটা পড়লে আমাকে সুন্দর বা আকর্ষণীয় লাগবে না। কোনটা পড়লে আমাকে অনাড়ম্বর লাগবে।

আমরা অনেকেই হাতমোজার ওপর ব্রেসলেট, ঘড়ি ইত্যাদি পরি। নানান ডিজাইনের ব্যাগ বহন করি। ঘড়ি ও ব্যাগ অনেক সময় প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে এমন ঘড়ি, ব্যাগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় এক্সেসোরিজ কেনা উচিত যেটা অন্য কারো দৃষ্টি কাড়বে না। যথাসম্ভব ট্রেন্ড এড়িয়ে চলতে হবে।

আমরা অনেকে দেখা যায়, বিয়ে বা পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠানে সুন্দর আর জাঁকজমকপূর্ণ বোরকা পরি। কেন পরি কখনো নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি?

পরিবার যদি জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক কিংবা সামান্য জাঁকজমকপূর্ণ বোরকা পড়তেও জোর-জবরদস্তি করে আমি কেন এক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করবো? এতে তো আমার পর্দার আসলে উদ্দেশ্য পূরণ হয় না! আমি তো বোরকা-জিলবাব পরি নিজের সৌন্দর্য লুকানোর জন্য। এরকম সামান্য ছাড় দেওয়া থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হয় ট্রেন্ড। আর ছাড় দিতে দিতে একসময় আমরা পর্দাকে বানিয়ে ফেলি সৌন্দর্য প্রকাশের নতুন মাধ্যম।

পরিবারের জন্য পর্দার ক্ষেত্রে এই সামান্য ছাড় দেওয়ার চিন্তাটা আসলে শয়তানের ওয়াসওয়াসা মাত্র। আর আমরা সবাই জানি শয়তান মানুষকে ছোট ছোট ছাড়ের বাহানায় কত বড় বড় পাপের দিকে ঠেলে দেয়।

দুঃখজনকভাবে এখন বোরকারও নতুন নতুন ট্রেন্ড বের হয়। আমরাও অনেকে এসব ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে দেই। যেমন এখন ট্রেন্ডে আছে কুইন নিকাব। আমার এরকম নিকাব কেনার ও পরার উদ্দেশ্যটা কি?

পর্দার পোশাক অনেক মূল্যবান। একে পরিধান করার পর এর সম্মান ও মহত্ত্ব ধরে রাখবো। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিমাহর মতো চলবো। তবে অহংকার করবো না। রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় আদব বজিয়ে রেখে চলবো। হাসি-ঠাট্টা করবো না। নিজের অঙ্গভঙ্গি সংযত করবো। দাঁড়ানোর সময়ও এমনভাবে দাঁড়াবো না যাতে দেখতে আকর্ষণীয় লাগে কিংবা শরীরের সাথে কাপড় আঁটসাঁট হয়ে লেগে থাকে ও শরীরের আকৃতি প্রকাশ পায়। যেমনঃ কোমড়ে হাত দিয়ে বা হেলান দিয়ে দাঁড়াবো বা বসবো না।

নিজের মধ্যে গাইরাত্ব সৃষ্টি করতে হবে। আমি বের হয়েছি আমার প্রয়োজনে। কেন অন্য মানুষকে আমি আমার হাসি, আমার কণ্ঠ বা শরীরের একাংশও আমি দেখতে

দিবো। পাবলিক প্লেসে নিজের আবেগ প্রকাশ করবো না। কপাল ও ভ্রু ঢেকে রাখবো। আমার কাছে আমার শরীরের একাংশও তুচ্ছ না।

ধীরে ধীরে আমরা পর্দার ক্ষেত্রে লেভেল আপ করতে পারি। চোখও পর্দার একটা অংশ। কারণ মেয়েদের চোখও অনেক আকর্ষণীয়। মেয়েরা আল্লাহ তা'আলার এমনই এক অপরূপ সৃষ্টি। যার একাংশও আকর্ষণহীন নয়। যারা অপারগ, চশমা ছাড়া দেখতে পারেন না, তাদের কথা ভিন্ন।

আমরা অনেকেই ফিংগারলেস হাত মোজা পরি। ফিংগারলেস হাত মোজা পড়া যেতে পারে লিখার ক্ষেত্রে। প্রয়োজন শেষে আবার ঢেকে রাখবো। সম্পূর্ণ হাত ঢাকতে ওপরে আবার হাতমোজা পড়বো। নিজের আঙুলগুলো কি আমার কাছে কি এতোটাই মূল্যহীন যে আমি তা সবাইকে দেখার জন্য উন্মুক্ত করে রাখি?

আমরা অনেকে রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া করি। রেস্টুরেন্টে কখনো স্বাচ্ছন্দ্যে খাওয়া যায় না। আমাদের অনেকেরই অভ্যাস হয়ে গেছে তারা খেতে পারি। তবে খাওয়ার সময় হাতমোজা পরে খাওয়া যায় না। আমরা অনেকে ফিংগারলেস হাতমোজা পরে খাওয়া-দাওয়া চালিয়ে নেই। তবে এতে কি নন-মাহরামের সামনে আমার হাত উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে না?

রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়ার জন্য অনুৎসাহিত করলে আমরা কিছু বোন তেড়ে আসি। তর্ক করা শুরু করে দেই, "ইসলাম কি এতোটাই কঠিন নাকি?!"। আমি নিজে ভেবে দেখি আমার কাছে রেস্টুরেন্টে খাওয়াটা কি এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ?

ইসলামে মেয়েদের সযত্নে মুক্তার মতো লুকিয়ে রাখা হয়। কারণ সে অনেক দামী। সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে আমাকে ঘরে অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে বাহির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রেস্টুরেন্টে খাওয়াটা কি সেই প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে?

নিজেকে আমি জিজ্ঞেস করি। আমি কি পর্দা করছি নাকি নিজের নফসের দাসত্ব করছি। রেস্টুরেন্টের খাবার খেতে মন চাইলে তা বাসায় এনেই খাওয়া যেতে পারে। রেস্টুরেন্টের মতো পরিবেশ চাইলে প্রয়োজনে বাসা সুন্দর করে সাজিয়ে নেবো।

ভ্রমণ করা ও কোথাও ঘুরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমি উপর্যুক্ত সকল বিষয় খেয়াল রাখবো।

বোরকা-নিকাব পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করা থেকে বিরত থাকবো। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ছবি দেওয়া মানে, নিজেকে সবসময় দেখার সুযোগ করে দেওয়া। আর এটা একজন রুচিশীল, সভ্য ও সম্ভ্রান্ত মুসলিমাহর বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

পর্দা সবসময় উত্তম ও পরিপূর্ণ হতে হবে। পর্দার শ্রেণিবিভাগ হয় না। উত্তম পর্দা, মধ্যম পর্দা বলতে কিছু নেই, যার একটা করলেই হবে। আমরা প্রয়োজনে ধাপে ধাপে পরিপূর্ণ পর্দার দিকে এগিয়ে যাবো। তবে মাঝপথে থেমে গেলে চলবে না।

সবসময় খেয়াল রাখবো যেন, আমার পর্দা যেন অন্যের জন্য ফিতনা না হয়। আমি নফসের না, নফস আমার দাস হবে। সে আমাকে কখনো যেন কাবু করতে না পারে।

কিছু অভ্যাস আমাকে ত্যাগ করা শিখতে হবে। কিছু অভ্যাস গড়তে হবে। শুধু মাত্র আমার রব, আমার প্রিয় যিনি আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসেন সেই প্রেমময় আল্লাহর তা'আলার জন্য...

সমাপ্ত

তথ্যসূত্র

বই:কোরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক,পর্দা ও দেহসজ্জা

লেখক:খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর(রহিমাহুল্লাল)

পর্দার হুকুম ও নারীর মর্যাদা

লেখক : হযরত মাওলানা আলী থানভী চিশ্ তী (রহ.)

কোরআন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা

লেখক মুফতী মুহাম্মাদ হাবীব ছামদানী

কর্মক্ষেত্রে নারী ইসলাম কি বলে

লেখক: মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানী

ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে

লেখক: ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরেফী

শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম

লেখক:আশরাফ আলী থানভী রহ:

মুহস্বনাত

ইনবাত পাবলিকেশন

আল-হিজাব পর্দার বিধান

লেখক :আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

https://www.alkawsar.com/bn/article/3083/

https://www.alkawsar.com/bn/article/3061/

https://www.alkawsar.com/bn/article/1660/

https://www.alkawsar.com/bn/article/436/

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110768990/